Contents

অষ্টম বর্ষ

দ্বাদশ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

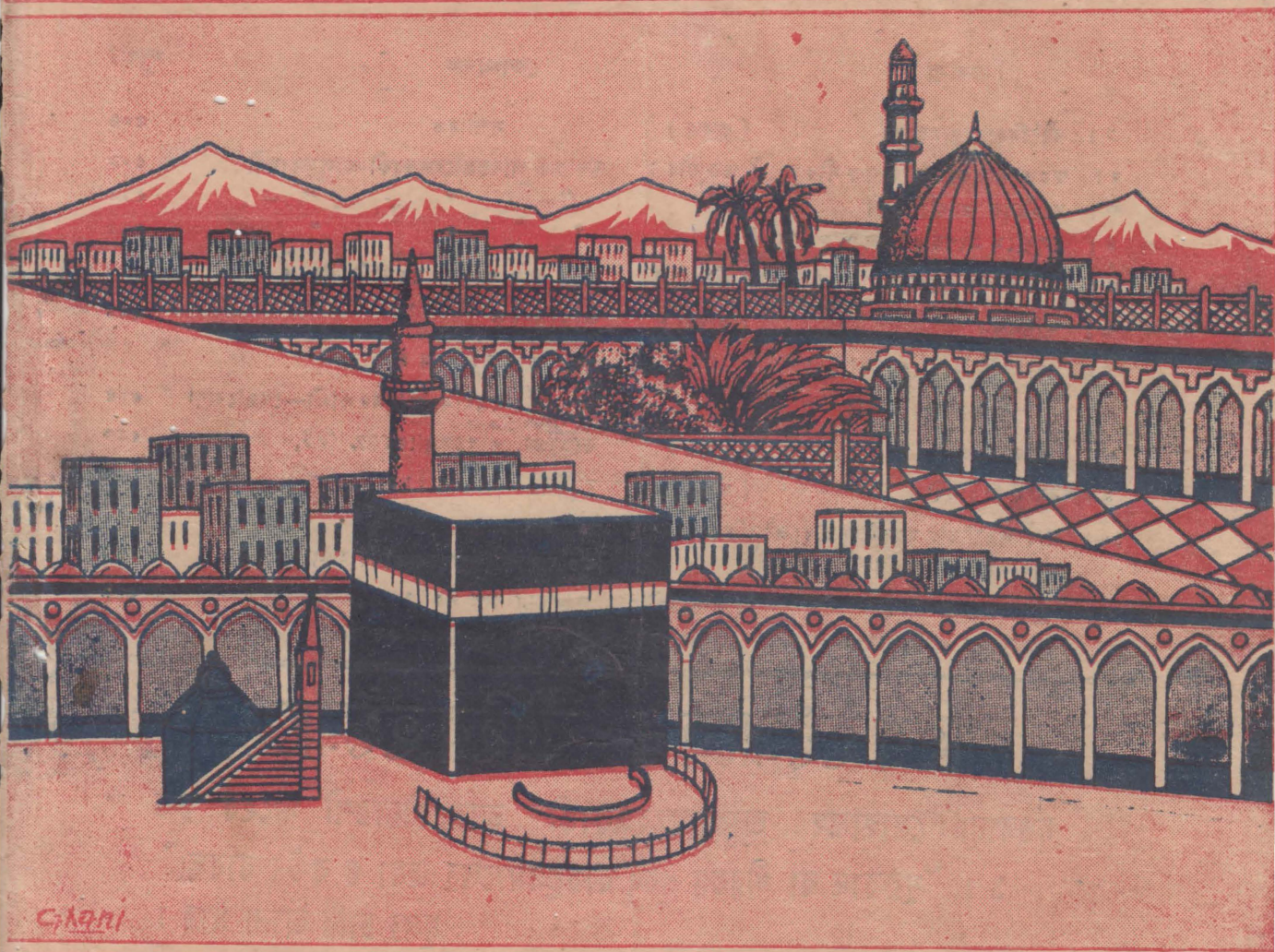

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৷০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৬৬ বাং সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ১৯৫৯ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	বর্ষ বিদায়ের সম্ভাষণ	(প্রবন্ধ)	সম্পাদক	৫০৫
২।	সূরত-আলফাতিহার তফ্‌সীর	(তফ্‌সীর)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কুরায়শী	৫০৯
৩।	হাদীসের প্রামাণিকতা		" " "	৫১৫
৪।	ইস্‌লামে নবপর্যায় বিলিতী দূর্বীনে		" " "	৫১৯
৫।	ঐতিহাসিক তাবারী	(জীবনী)	আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ	৫২১
৬।	অভিনন্দন	(কবিতা)	আতাউলহক	৫২৪
৭।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী		মূলঃ স্যার উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী—মেছাবোণা	৫২৫
৮।	মিসর কাহিনী	(প্রবন্ধ)	ডাঃ এম, আবদুলকাদের ডি, লিট,	৫৩৩
৯।	ইমাম তিরমিযী	(জীবনী)	মুন্‌তাছির আহমদ রহমানী	৫৩৭
১০।	শাহ অলীউল্লাহ মুহদ্দীসের রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায়		মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	৫৪১
১১।	সাময়িকপ্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	তর্জুমান-সম্পাদক	৫৪৯
১২।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	মুন্‌তাছির আহমদ রহমানী	৫৫৪

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"
মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দরভাবে ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

আহ্‌লে হাদীস

(মাসিক)

[৮ম বর্ষ, ১৯৫৮—৫৯ ইং ১৩৬৫-৬৬ বঙ্গাব্দ]

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

বর্ষসূচী

(বর্ণনানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অ		
১। অনধিকার চর্চা ...	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী	৪৬১
২। অভিনব পরাজয় (কবিতা)	মৌঃ আতাউল হক ...	৪৬৮
৩। অভিনন্দন (কবিতা)	মৌঃ আতাউল হক ...	৫২৪
আ		
৪। আল্লামা সৈয়েদ আবদুলহাদী (রহঃ)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী	৩০৯
৫। আদর্শবাদের যুগান্তকারী মহিমা	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী	৩৯৩
৬। আলী ভ্রাতৃদ্বয়	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী	৪৭২
ই		
৭। ইঙ্গিত (কবি৺)	কবি আতাউল হক	৪৬
৮। ইমাম তিরমিযী	মুন্‌তাছির আহমদ রহমানী ...	৪৩১, ৫৩৭
৯। ইস্‌লামের নবপর্যায় বিলিতী দূর্বীনে ...	....	৫১৯
ঈ		
১০। ঈদে কুরবানের সম্ভাষণ	প্রেসিডেন্ট, পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস	৬১

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্ষসূচী

১১। ঈদে কুরবানের আবেদন .... প্রেসিডেন্ট, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস ৭২

ঐ

১২। ঐতিহাসিক তাবারী ... আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ ৪২৬, ৪৮৫, ৫২১

ও

১৩। ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী ... মূল : স্যর ইউলিয়ম হাণ্টার, ...
অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেছাঘোনা
২১, ৭৩, ১১৭, ১৭৭, ২৪৯, ২৯৫, ৩৪১, ৪০৫, ৪৭৯, ৫২৫

ক

১৪। কষ্টি পাথর ... ... নাক্কাদ ৪৯৩

জ

১৫। জন্মনিরোধ (যুক্তি ও ধর্মের দৃষ্টিতে) সম্পাদক ... ২৪৫, ৩০২, ৩৫৯

১৬। জিজ্ঞাসা ও উত্তর ... মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

জুমা মস্‌জিদের সংখ্যাধিক্য ও স্থান পরিবর্তন ৩৮
একই জনপদে একাধিক জুমা ৩৮
মস্‌জিদে মিহ্‌রাব ৮৯
গুরুবাদ ও পীরতন্ত্র ১৩২
নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীর বিবাহ ২৫৮, ২৯০
রামাযানে অমুসলিম প্রতিবেশীগণের নিমন্ত্রণ ৪১২
গর্ভবতী ব্যভিচারিণীর বিবাহ ৪১২
দুগ্ধ-সম্পর্ক আর নাবালেগার বিবাহ ৪১৪
সাদাকাতুল ফিত্‌রের বণ্টন ৪১৬
পাগল স্বামীর স্ত্রীর তালাক ৪২৫
স্ত্রীর নাতিনীর সহিত বিবাহ ৪৮৮

১৭। জমঈয়ত আহলেহাদীস কাউন্সিল অধিবেশনে
প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ : প্রেসিডেন্ট, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস ৪৩৫

ঝ

১৮। ঝরণা রাণী (কবিতা) ... জসীমুদ্দীন ৩৫২

দ

১৯। দ্বীন ও দর্শন ... ... হাসান আলী এম, এ, বি, এল (প্রাক্তন মন্ত্রী) ৭৯

প্র

২০। ধর্ম ও শিক্ষার পরিভাষায় চরিত্রের ব্যাখ্যা মুহাম্মদ মুজিবররহমান বি-এ ১৯৩

ন

২১। নারী স্বাধীনতা ... ডক্টর এম, আবদুল কাদের ডি-লিট ২৫

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প

২২।	প্রাপ্তি স্বীকার ...	৫২, ৯৭, ১৪৫, ২১৭ ২৬৯, ৩২১, ৩৭৩, ৪৪৫, ৪৯৭, ৫৫৩	
২৩।	পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ	মওলানা সৈয়েদ রশিদুলহাসান এম, এ, বি, এল অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ ...	৮৬, ১২৩
২৪।	পূর্বপাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ...	সম্পাদক ...	১৭৩
২৫।	পথভ্রষ্ট (কবিতা) ...	মৌঃ আতাউল হক ...	২০৭
২৬।	পুষ্পপত্রে কাঁদে প্রজাপতি (কবিতা) ...	মৌঃ আতাউল হক	৩১৬

ব

২৭।	বর্ষ-বিদায়ের সম্ভাষণ ...	সম্পাদক	৫০৫

ম

২৮।	মস্‌জিদে নববীর সম্প্রসারণ ...	ফজলুল হক সেলবর্ষী ...	১৮
২৯।	মানবজীবনে ধর্মের স্থান ...	মূলঃ জেনারেল আইয়ুব খান ... অনুবাদ : সম্পাদক ...	৪৩৮
৩০।	মিসর কাহিনী ...	ডক্টর এম, আবদুল কাদের ডি-লিট	৪৬৯, ৫৩৩

র

৩১।	রেনেসাঁর প্রতিক্রিয়া ...	এম, এ কোরায়শী	১৫

শ

৩২।	শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসের রাজনৈতিক জীবনের একটী অধ্যায় ...	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফি আলকোরায়শী	৫৪১

স

৩৩।	সূরত আলফাতিহার তফসীর ...	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফি আলকোরায়শী	১, ৫৩, ১০১, ১৫৩, ২২৫, ২৭৭, ৩২৯, ৩৮১, ৪৫৩, ৫০৯
৩৪।	স্পেনবিজয় ...	মোঃ আসাদুজ্জমান বি, এস, সি ...	২৮
৩৫।	সাময়িক প্রসঙ্গ ...	সম্পাদক ৪৭, ৯৫, ১৪০, ২১৪, ২৬১, ৩১৭, ৩৬৯, ৪৪১, ৪৯৫, ৫৪৯	
৩৬।	সিপাহী জিহাদোত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি	অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী ১২৮, ১৮৫, ২৪১, ২৯৩	
৩৭।	সামরিক আইনের নির্দেশাবলী ...	সরকারী বিজ্ঞপ্তি	২০৮

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩৮।	স্পেনের একজন বিপ্লবী চিন্তানায়ক ...	আকতাব আহমদ রহমানী এম, এ ৩৩৭, ৪০৯
৩৯।	সাময়িক পত্রসমূহের আদর্শ ও তাহাদের ভবিষ্যত ...	তর্জুমানুলহাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাতের সম্পাদক ৩৬৫

হ

৪০।	হাদীস ও ফিক্‌হ ...	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফি আলকোরায়শী ৯
৪১।	হাফিয ইবনেহাজার আসকালানী ...	আকতাব আহমদ রহমানী এম, এ ৪৪, ৮৩
৪২।	হাদীসের প্রমাণিকতা ...	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফি আলকোরায়শী ৬৭, ১০৯, ১৬৫, ২৩৩, ২৮৫, ৩৯৭, ৫১৫
৪৩।	হাদীসশাস্ত্রে মুসলিম নারীসমাজের দান ...	আকতাব আহমদ রহমানী এম, এ ১৮৯, ২৫৪, ২৯৮
৪৪।	হযরত মসীহের (দঃ) মৃত্যু কাদিয়ানী বাহাদুরীর নমুনা ...	আবুনসর আবদুলকাত্তাহ আসসুন্নী ... ১৯৮
৪৫।	হাদীস সংগ্রহের ভূমিকা	মৌঃ মেহরাব আলী বি, এ ... ৩৫৪

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

অষ্টম বর্ষ	সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খৃস্টাব্দ, রবিউলআউওয়াল ১৩৭৯ হিঃ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৬ বংগাব্দ	দ্বাদশ সংখ্যা

প্রকাশ স্থল :—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

বর্ষ বিদায়ের সম্ভাষণ

যে মহিমাময় প্রভুর শুভ ইংগিতে লক্ষকোটি ধূলিকণায় অধিষ্ঠিত ও মানবদৃষ্টির অগোচরে লুক্কায়িত উদ্ভিদবীজের মুখ বিদীর্ণ হইয়া যায় আর তাহার ভিতর হইতে সূচ্যগ্রতুল্য সূক্ষ্ম অংকুর মাথা বাহির করে আর দেখিতে দেখিতে দিগন্তপ্রসারী, গগনচুম্বি মহামহীরুহে পরিণত হয়, যাঁর পবিত্র আদেশমাত্র দ্বারা সৃষ্টি ও স্থিতির মৌলিক উপাদানগুলি নেতির গাঢ় যবনিকা ভেদ করিয়া অস্তির পটভূমিকায় সমারূঢ় হইয়া থাকে, যিনি ব্যষ্টিতের বেদন অনুভব আর মূকের ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া থাকেন, যিনি অনাথের নাথ, পথহারার দিকদিশারী, যিনি ব্যাকুল মনের আকুল আহ্বান গ্রাহ্যকারী ; একমাত্র তাঁহারই মঙ্গলময় ইচ্ছায় সহায়-সম্বলবিহীন তর্জুমানুলহাদীস দুস্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহার গন্তব্যপথের ৮ম মনযিল শেষ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى -

অতএব সেই মহান প্রভু আল্লাহর সদনে, তর্জুমানের নগণ্য দীন সেবক আমরা, তাঁহার অযুত, অবিমিশ্র, সশ্রদ্ধ ও সমৃদ্ধ প্রশস্তি নিবেদন, করিতেছি। যে-প্রশস্তি আমাদের প্রভুর মনঃপুত, যে বন্দনায় তিনি পরিতুষ্ট, আমাদের মুকভাষা লইয়া আমরা তাঁহার সেই সমৃদ্ধিই ঘোষণা করিতেছি।

যখন দিকে দিকে শির্ক ও বিদ্‌আতের অসংখ্য রংমশাল জ্বলিয়াছে, যখন শয়তান তাহার ক্রমবর্ধমান জাহেলী অনাচার, ব্যভিচার ও স্বেচ্ছাচারের নারকীয় কুহকজাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, সেই দুঃসময়ে, ইস্‌লামের এই প্রবাসী জীবনের দ্বিতীয় বিপর্যয়ে যাঁর পবিত্র সুন্নত—তথা জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির অক্ষয় দীপশিখা অব্যাহত ও সমুজ্জ্বল রাখার উদ্‌গ্র বাসনা লইয়া তাঁহারই জগজ্জয়ী নামের মুহাম্মদী বিজয় পতাকা সমুন্নত করিয়া ধরিয়া রাখার জন্য তর্জুমানুলহাদীস তাহার জীবনের ৮ বৎসরকাল ক্ষয় করার সুযোগলাভ করিয়াছে, সেই মানবমুকুট, অন্ধের চোখের জ্যোতি, শৃংখলিত ও কারারুদ্ধগণের মুক্তিদাতা, ধরণীর ত্রাণকর্তা হযরত মুহাম্মদ মুস্‌তফার (দঃ) সকাশে আমরা তর্জুমানের সেবকগণ শতলক্ষ দরূদ প্রেরণ করিতেছি।

اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الـذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون ـ

** ** **

বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে যে, **তর্জুমানুলহাদীসের** ৮ম বর্ষ শেষ হইল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগ্য লেখকগণের অভাব আর তর্জুমান সম্পাদকের নিরবচ্ছিন্ন অসুস্থতা নিবন্ধন এই আট বৎসরের পথ অতিক্রম করিতে আমাদের ১০ বৎসরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। **তর্জুমান** প্রথম প্রকাশলাভ করে ১৩৬৯ হিজরীর মুহাররম মাসে। সুতরাং ১৩৭৮ হিজরীর যুলহিজ্জায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে উহার ১০ম বর্ষ শেষ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ১৩৭৯ হিজরীর রবিউলআউওয়ালে আমরা তর্জুমানের মাত্র ৮ম বর্ষ শেষ করিলাম। বর্ষের অনুপাতেই গ্রাহকগণ চাঁদা দিয়াছেন আর আমরাও তাঁহাদের প্রাপ্য কাগজ তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়াছি কিন্তু ইহার জন্য তর্জুমান ও প্রেস স্টাফের ১০বৎসরের অধিক সময়ের ব্যয়ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে। শুধু ইহাই নয়, **তর্জুমানের** যেটুকু বার্ষিক আয়, তাহাতে তাহার বার্ষিক ব্যয় কোনদিন নির্বাহ হয়নাই, গ্রাহকগণের প্রদত্ত মূল্যের সাহায্যে কাগজের দাম, ডাকখরচ আর মুদ্রণ-ব্যয়ই সংকুলিত হয়না, প্রতিবৎসর সহস্রাধিক টাকা শুধু উল্লিখিত বাবতগুলিতেই ক্ষতি দিতেহয় এবং এই ক্ষতি পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের ফণ্ড হইতে পূর্ণ করা হয়।

এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মুকাবিলা করিয়া **তর্জুমানুলহাদীসকে** টিকাইয়া রাখা হইয়াছে কেন, এক্ষণে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করা আবশ্যক।

** ** **

পাকিস্তান কায়েম হইবার পর হইতে এই নবীন রাষ্ট্রে এবং উহার পূর্ব হইতে পৃথিবীর অন্যান্য ইসলামিরাষ্ট্রে প্রগতির দামামা বাজিয়া চলিয়াছে। ইকবালের ভাষায় "মৃত প্রাচ্যের ধমণীতে জীবনের নূতন রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছে।" কিন্তু যেখাদ্য মুসলিম জাতির দেহকে পুষ্টকরিয়া এই রক্তধারা সঞ্চারিত করার সহায়ক হইয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা অভিন্ন নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভোজ্য আর অভোজ্যের তারতম্যবোধ শিথিল হইয়া যাওয়ায় সমাজদেহ বিবিধ অখাদ্য বস্তুর সাহায্যে ভারাক্রান্ত ও রক্তের চাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ফলে প্রগতিশীলদের দৃষ্টিভংগী যেমন পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, ইসলামি আদর্শ ও জীবনের মূল্যমানের সঙ্গেও তদ্রূপ তাহাদের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য অতি-অকিঞ্চিৎকর।

মিসরে যেরূপ "ফিরআওন"কে একদল তাহাদের জাতীয় "হীরো" আর "আবুলওহল"কে তাহাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞান মনে করে, তেমনি ভারত উপমহাদেশেরও একদল প্রগতিবাগীশ আর্য ও হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে এই উপমহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত আদর্শ এবং তাহাদের বীরপুরুষদিগকে পাক-ভারতের আদর্শ বীরপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠাদান করিতে সমুৎসুক।

আর একটি দল ধর্ম ও নীতিনৈতিকতার সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া জাতির অতীত ঐতিহ্যকে বিস্মৃতির অতলতলে ডুবাইয়া দিয়া ইউরোপ, আমেরিকা বা রুষের আদর্শে এই উপমহাদেশে নূতন সমাজ গঠন করার পায়তারা করিতেছে।

আর একটি দল আঞ্চলিক ভিত্তিতে জাতিগঠনের পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে।

আর একটি দল মুহুর্মুহু ইসলামি তমদ্দুন আর সমাজব্যবস্থার ধ্বনি উত্থিত করিতেছে কিন্তু তাহাদের পরিকল্পিত তমদ্দুন আর সমাজব্যবস্থার সহিত জাতির জনক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) প্রবর্তিত তমদ্দুন ও সমাজব্যবস্থার কোনরূপ দূর বা নিকট সম্পর্ক নাই।

আর একটি দল কুরআনের অর্থরিটী স্বীকার করিয়া লওয়া সত্বেও উহার বাহক, ব্যাখ্যাতা ও প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) অর্থরিটী অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। তাহারা রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তদীয় স্থলাভিষিক্তবর্গের সমুদয় নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিকূল নিজেদের কপোলকল্পিত কুরআনী অপব্যাখ্যাগুলিকেই ইসলামের যথার্থ তাৎপর্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

ফলকথা, যেসকল প্রতিমা বিধ্বস্ত করিয়া কা'বা-শরীফ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল, সেইসকল বিগ্রহকে কুড়াইয়া লইয়া জোড়াতালি দিয়া পুনরায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নূতন নামে তাহাদের অভিষেক আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

** ** **

যাহারা মুসলমান নয়, তাহারা রসূলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে যেরূপ ধারণাই পোষণ করুকনাকেন, তাহা আমাদের এস্থলে আলোচ্য নয়। আমরা শুধু এই কথাই বলিব এবং আমাদের কণ্ঠস্বরে যতটুকু শক্তি রহিয়াছে, তাহার সমস্তটাই প্রয়োগ করিয়া বলিব, রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত, রূপায়িত ও ব্যাখ্যাকৃত ইস্‌লাম ব্যতীত আকাশে ও পৃথিবীতে অন্যকোন ইস্‌লামের অস্তিত্ব নাই এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) মনঃপুত ও গ্রাহ্য সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং নীতিনৈতিকতার মূল্যমান ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই ইস্‌লামিরাষ্ট্র নয়, কোন সমাজব্যবস্থাই ইস্‌লামি সমাজব্যবস্থা নয়, চরিত্র ও নীতির কোন মূল্যমানই ইস্‌লামি মূল্যমান নয়।

আমাদের উক্তির এরূপ ব্যাখ্যা করা কাহারও পক্ষে সঙ্গত হইবেনা যে নবোদ্ভূত নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে আমরা ইজ্‌তিহাদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া থাকি। না! ইজ্‌তিহাদের প্রয়োজন আমাদের কাছে শুধু অনস্বীকার্যই নয়, আমরা ইজ্‌তিহাদকে প্রত্যেক যুগে ফরয মনে করি এবং অন্ধগতানুগতিকতাকে জাতীয় কল্যাণের মৌলিক প্রতিবন্ধক বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু সমুদয় ইজ্‌তিহাদ কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক হওয়া অবশ্যকর্তব্য এবং কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিকূল সমুদয় ইজ্‌তিহাদ বাতিল ও অগ্রাহ্য। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি, ইস্‌লাম যেরূপ একটি গতিশীল ধর্ম, তেমনি উহা একটি পূর্ণ জীবনব্যবস্থাও বটে! সুতরাং উহাতে অনাগত সমুদয় সংকট ও সমস্যার সমাধানের যেরূপ মৌলিক সূত্র রহিয়াছে, তেমনি অধিকাংশ বিষয়ের উহাতে বিস্তৃত মীমাংসাও বিদ্যমান আছে। অতএব ইজ্‌তিহাদের পূর্বে কুরআন ও সুন্নাহর স্বাধীন ও উদার দৃষ্টিভংগী মূলক গবেষণা ও অনুসন্ধান অধিকতর আবশ্যক।

আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জদ্দওজিহাদকে কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী মনে করিনা। যাহারা পবিত্রগ্রন্থে বর্ণিত তওহীদী অভিজ্ঞানমালা পাঠ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক চর্চার প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ফলিত, প্রাকৃতিক এবং বস্তুবিজ্ঞানকে নিরীশ্বরবাদের পরিবর্তে আমরা তওহীদী অভিজ্ঞানের অধীনস্থ রাখা আবশ্যক মনে করি। বিজ্ঞান মানুষের চরম লক্ষ্য নয়, উহা চরম লক্ষ্যে পৌঁছার সহায়ক মাত্র।

ইস্‌লাম সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা অর্থনৈতিক ধর্ম অথবা রিলিজিয়ন নয়, উহাকে নিছক আন্দোলন মনে করাও ভ্রমাত্মক। জীবন বলিতে দেহ ও আত্মার যেসকল বিষয়বস্তু বুঝাইয়া থাকে, সেগুলির প্রত্যেকটিকে নিয়ন্ত্রিত করার বিধান ইস্‌লামে রহিয়াছে। ইহাকে স্থান, গোত্র, ভাষা ও বর্ণের চৌহদ্দীর ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা হয়নাই। আঞ্চলিক জাতীয়তার (**Territorial Nationalism**) ইস্‌লামে অবকাশ নাই। ইস্‌লামি রাষ্ট্র, জাতীয়তা আর সমাজব্যবস্থা আদর্শ ভিত্তিক। এই আদর্শ কুরআন ও সুন্নাহর পবিত্র নির্ঝর হইতে উৎসারিত।

** ** **

ইস্‌লামে বীরপূজা, প্রতীকপূজা, কবরপূজা, মাটি-পানি-পাথর ও গাছগাছড়া পূজার স্থান নাই। ইস্‌লাম আর্য ও অনার্য, বাইযিনতিনী ও পারস্য সভ্যতার জাহেলী রূপগুলি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া উহার ধ্বংসস্তূপের উপর এমন এক অখণ্ড বিশ্বসভ্যতার প্রাসাদ রচনা করিয়াছে, যাহা স্রষ্টার একত্ব ও বিশ্বমানবীয় সৌভ্রাত্ত্বের বুনিয়াদের উপর কায়েম হইয়াছে। ইস্‌লামের সভ্যতা আদর্শভিত্তিক, উহার পারিবারিকতা আন্তর্জাতিক। তাই কালেদীয়ার নিমরোদের পরিবর্তে ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ আর মিসরের ফিরআওনদের স্থলে মূসা কলীমুল্লাহ ইস্‌লামে আদর্শপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। যেস্বদেশপ্রেমিক হিরোদ যীশুখৃষ্টের রাজদ্রোহের জন্য শূলদণ্ড সজ্জিত করিয়াছিল, মুস্‌লিমজাতির কাছে তার স্বদেশপ্রেমের কানাকড়িও দাম নাই, তাহারা আদর্শগত সামঞ্জস্যের জন্য হযরত ঈসাকেই তাহাদের আন্তর্জাতিক নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ভারতের অদ্বৈতবাদ, বহুঈশ্বরবাদ, নিরীশ্বরবাদ, অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদ ইস্‌লামী আকীদার বিরোধী। সুতরাং শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে বিশিষ্ট মানবসন্তানরূপে শ্রদ্ধা করা মুসলমানের পক্ষে সহজ হইলেও পতিতপাবন ঈশ্বরের অবতাররূপে তাঁহাদের বরণ করিয়া লওয়া কোন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মন্ত্রসাধকেরই সাধ্যায়ত্ত নয়। আঞ্চলিক জাতীয়তা যখন প্রতিমাপূজার দিশারী হইয়া দাঁড়ায়,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তখন ইস্‌লামে উহা কুফ্‌র আর শির্ক বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। পাকিস্তান আর ইস্‌লামজগতের অন্যান্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এই সহজকথাটি কেন যে বুঝিতে চাননা যে, একমাত্র তওহীদের আকীদা, যাহা রসূলুল্লাহ [দঃ] কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পৃথিবীর মুস্‌লিম রাষ্ট্রগুলিকে এবং স্বয়ং পাকিস্তানের মুস্‌লিম সমাজকে সমসূত্রে গ্রথিত করিতে পারে। এই সূত্র ছিন্ন হইয়াগেলে পৃথিবীতে মুসলমানের কোন অস্তিত্বই বিদ্যমান থাকিতে পারেনা। ইস্‌লাম ব্যতীত এমন কোন বস্তুইনাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর মুসলমানদের পক্ষে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর।

** ** **

আর শুধু ইস্‌লামের ধ্বনি দিয়াও এ উদ্দেশ্য সফল হইবার নয়। ইস্‌লামকে ব্যাখ্যা করার অধিকার প্রত্যেক যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্বানেরই থাকা উচিত, কিন্তু সকলপ্রকার ব্যাখ্যাই কেন্দ্রাভিগ হওয়া আবশ্যক। কারণ কেন্দ্রাতিগ ব্যাখ্যার সাহায্যে ইস্‌লামের প্রকৃত স্বরূপ ধূম্রাচ্ছন্ন হাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে অভিপ্সীত ঐক্য ও সমতা মিস্‌মার হইয়া যাইবে। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ব্যাখ্যা মুসলমানদিগকে বিভিন্ন ফির্কায় এমন কি পৃথক-পৃথক জাতীয়তায় বিভক্ত করিয়া ফেলিবে। এই কেন্দ্র—যেস্থানে জাহানে ইসলামকে মিলিত হইতে হইবে এবং যাহা লংঘন করিয়া যাওয়া কাহারও পক্ষে বৈধ হইবেনা, তাহা আল্লাহ ও তদীয় রসূল অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্যকিছুই হইতে পারেনা। ইস্‌লামি রাষ্ট্রগুলিকে বাঁচিতে আর মুসলমানদিগকে বাঁচাইতে হইলে মুস্‌লিম রাষ্ট্রের অধিনায়কবৃন্দ এবং শিক্ষিত জনসাধারণকে দৃঢ়হস্তে কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা সমুন্নত করিয়া তুলিয়া ধরা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

** ** **

মুস্‌লিম রূপে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ইস্‌লামের আকীদা ও দৃষ্টিভংগীকে বলিষ্ঠ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। প্রতিপক্ষের যাবতীয় আঘাতের প্রতিরোধ করিতে হইবে। কুরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌম অধিকার ও ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া নয়, সমরাঙ্গনে শত্রুব্যূহের মধ্যস্থলে বিরাজমান থাকিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। প্রত্যেকটি অনৈস্‌লামিক ভাবধারা, মতবাদ ও পরিকল্পনার গলা আস্‌মানী ইল্‌মের দুর্বার শক্তি লইয়া চাপিয়া ধরিতে হইবে। বর্তমান ও ভাবী বংশধরগণ যাহাতে কাফির আর বিদ্‌আতীদের শিবিরে স্থানগ্রহণ নাকরে, তজ্জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

** ** *০

দুঃখের বিষয় পূর্বপাকিস্তানে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক, ইস্‌লামের অবিমিশ্র জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক, যুগের দাবীর পরিপোষক একখানাও উচ্চাঙ্গের মাসিক নাই। যেরূপ প্রয়োজন, সে দিক দিয়া মাসিক তর্জুমানুল হাদীসও যথেষ্ট নয়। ইস্‌লামের স্বপক্ষে প্রতিপক্ষের ক্ষমতাশালী, অর্থবান, বিদ্বান, বুদ্ধিজীবী বিভিন্নদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য যে যোগ্যতা ও ক্ষমতার আবশ্যক, তর্জুমানুলহাদীসের দীন সেবকদের মধ্যে সেগুলির সম্পূর্ণ অভাব! এরূপ ধরণের একটি সাময়িকপত্র শুধু ব্যবসায়ী দৃষ্টি-কোণ লইয়া প্রকাশ করাও সম্ভবপর নয়। ব্যাপক রুচিবিকারের প্রবল স্রোতে বহুপূর্বেই তর্জুমানের তলাইয়া যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু যাঁর অপরাজেয় শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারই পবিত্র "কলেমা"কে জয়যুক্ত করার মৃত্যুপণ লইয়া তর্জুমানের এই দীন হীন কাঙ্গাল খাদেম কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, তিনিই তাঁর অপার করুণা বলে আজও তর্জুমানুলহাদীসকে ডুবিয়া যাওয়ার অনুমতি দেননাই। দীর্ঘ ১০ বৎসরের ভিতর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকগুলি মূল্যবান সংবাদ ও সাময়িকপত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া কোটিপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশলাভ করিয়াছিল—এরূপ পত্র-পত্রিকারও মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা-বঞ্চিত, সহায়হীন, উপেক্ষিত এই তর্জুমানুলহাদীস টিকিয়াই রহিয়াছে। শুধু টিকিয়া নাই, উহার ভিত্তি অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর হইয়াছে। প্রভূত ক্ষয় ক্ষতি সত্ত্বেও কেবল কুরআন ও সুন্নাহর বরকতেই কি ইহার আয়ুষ্কাল বর্ধিত হয় নাই? বর্তমান প্রলয় বিপর্যয়ে এরূপ ধরণের একখানা সাময়িকেরও কি বাঁচিয়া থাকার অধিকার নাই?

তর্জুমানুলহাদীসের কলেবর আরও পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক, সন্দর্ভের বৈচিত্র ও প্রাচুর্য একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়, চিত্রশোভিত করা সম্ভবপর না হইলেও বিভিন্নভাবে উহার সৌন্দর্য ও পারিপাট্য নয়নাভিরাম করিয়া তোলা অদৌ মুশ্‌কিল নয় কিন্তু এসকল বিষয়কে সম্ভাবিত করিয়া তোলা বর্তমান সম্পাদক ও পরিচালকবর্গের সাধ্যের বাহিরে। আমরা সমাজের যোগ্যতর ব্যক্তিগণের সহযোগিতার প্রতীক্ষা করিতেছি এবং যাঁহারা এযাবৎ তাঁহাদের বহুমূল্য প্রতিভা ও সময় তর্জুমানের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বর্ষ-বিদায়ের সম্ভাষণে আমাদের গভীর প্রীতি ব্যক্ত করিতেছি।

অতীতের চলার পথে যে সিদ্ধিদাতা কৃপানিধান আল্লাহপাক আমাদের সারথী ছিলেন, পরবর্তী মন যিলের সফরেও তিনি তর্জুমানুলহাদীসের পথপ্রদর্শক ও সহায় হউন, তাঁহার পবিত্র সকাশে ইহাই আমাদের যাচ্ঞা! আমিন!

فستذكرون ما اقول لكم، وافوض امرى الى الله، ان الله بصير بالعباد!

www.ahlehadeethbd.org

কোরআন মজীদের ভাষ্য

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরত-আল্-ফাতিহার তফ্সীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৫৯)

মদ্য়নবাসীদের পাপ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মদ্য়নের অধিবাসীরা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র মদ্য়ানেরই বংশাবতংশ। ইহারা গোড়ায় হযরত ইব্রাহীমের প্রচারিত সত্যধর্মের অনুসারী ছিল, কিন্তু তাঁহার ওফাতের পর ক্রমাগত ছয় সাত শত বৎসর যাবৎ বহুঈশ্বরবাদী দুশ্চরিত্র প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে থাকিতে থাকিতে তাহাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল ও চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়ে তাহারা শির্কের পাপে লিপ্ত ও এক দুর্ধর্ষ দুর্নীতিপরায়ন জাতিতে পরিণত হয়। মদ্য়নবাসীদের হিদায়তকল্পে হযরত শুআইব উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে যে সর্তকবাণী শুনাইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই তাহাদের পাপাচরণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মিতে পারে। হযরত শুআইব বলিয়াছিলেন, দেখ ভাইসকল, তোমরা কেবল আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। তোমাদের কাছে তোমাদের রব্বের নিকট হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শন আগমন করিয়াছে। অতএব ক্রয় বিক্রয়ে তোমরা ওজন আর পরিমাপ পুরাপুরি দিতে থাক এবং কোন মানুষকে তাহাদের প্রাপ্য নিকৃষ্ট আর কমতি দিওনা এবং সংশোধন ও সংস্কারের পর ভূপৃষ্ঠে উপদ্রব বিস্তৃত করিওনা। যদি সত্যই তোমরা মুমিন হও, তাহাহইলে জানিও এই ব্যবস্থা তোমাদের পক্ষেই মঙ্গলজনক। দেখ, মানুষের গমনাগমন ও হিদায়তের পথগুলি রোধ করিয়া যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ধমকাইয়া আর ভয় দেখাইয়া আল্লাহর পথে বাধা জন্মাইবার আর উহাকে দুরতিক্রমণীয় করিয়া তোলার কার্যে ব্রতী হইওনা। স্মরণ করিয়া দেখ, তোমরা গোড়ায় মুষ্টিমেয় ছিলে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদিগকে সংখ্যাবহুল করিয়াছেন আর তোমাদের চতুষ্পার্শ্বে তাকাইয়া দেখ, উপদ্রবকারীদের শেষ পরিণতি কিরূপ হইয়াছে?—আল্ আ'রাফ ৮৬ ও ৮৭ আয়ত।

يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها، ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين - ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين -

কেহকেহ মনে করে, সৃষ্টিকর্তার সহিত মানুষের আধ্যাত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য আর এই সম্পর্কটাও একান্ত ব্যক্তিগত! তাই মানুষের জীবনে যাঁহারা ধর্মের প্রয়োজন অস্বীকার করেননা,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহারাও "দ্বীন" বা ধর্মকে মস্‌জিদে, গীর্জায়, মন্দিরে আর কবরস্তানে সীমাবদ্ধ রাখিতে চান, রাষ্ট্র ও অর্থক্ষেত্রে ধর্মীয় হস্তক্ষেপকে তাঁহারা অনধিকার চর্চা বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু ধর্মের এই ব্যবচ্ছেদ দ্বারা উহার মূল উদ্দেশ্যই যে সম্পূর্ণরূপে পণ্ড হইয়া যায়, একথা তাঁহারা বুঝেননা বা বুঝিয়াও বিশেষ কোন কারণে বুঝিতে চাননা। যে রস, রূপ, গন্ধ আর বর্ণের সংমিশ্রণে মানুষের জীবনোদ্যানে ঐশপ্রেমের পুষ্পকলিকা প্রস্ফুটিত হয়, তাহার বিশুদ্ধতার অপরিহার্যতা কোন হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষেই অনস্বীকার্য হইতে পারেনা। তিক্ত ও বিষাক্ত রস আর পূতিদুর্গন্ধময় পুরীষ দ্বারা ইলাহী প্রেমের শতদল বিকশিত হয়না। দুর্নীতি, পরস্বাপহরণ, উপদ্রব ও পীড়ন যে সমাজব্যবস্থায় প্রাণশক্তি যোগাইয়া থাকে ঐশপ্রেম ও ধর্মভীরুতার ভাব সে সমাজে উজ্জীবিত করার দুরাশা বাতুলতা মাত্র। সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালোভী দল ব্যতীত দুর্ভাগ্যবশতঃ তথাকথিত ধার্মিকদের একটি দলও জীবনসংগ্রামের এই গুরুতর কর্তব্য হইতে পলায়ন করার কার্যকে ধর্মপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করিয়া থাকেন কিন্তু রসূল ও নবীগণ—যাঁহারা আস্‌মানী সমাজব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে উত্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অনাচারকে বিদূরিত করার চেষ্টায় কখনও বিরত থাকেননাই। এমন কি জাতির অর্থনৈতিক দুর্নীতির সংশোধনসাধন কল্পেই কোন কোন নবীর বিশেষভাবে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, হযরত শুআইব নবী ইঁহাদের অন্যতম। হযরত লুতের আবির্ভাবের প্রধান কারণ ছিল নৈতিক দুর্নীতির উচ্ছেদ আর হযরত শুআইবের আগমনের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক অনাচার ও দুর্নীতির উৎসাদন। কিন্তু উভয় আন্দোলনের ভিত্তি বস্তুতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ছিলনা, অন্যান্য সমস্ত নবী ও রসূলগণের মত তওহীদ বা একত্ববাদই ছিল তাঁহাদের দা'ওয়াত ও আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর।

পূর্বে বলা হইয়াছে, তৎকালীন ব্যবসায়ীকাফেলাদের যে রাজপথ লোহিতসাগরের উপকূল ধরিয়া মক্কা ও ইয়াম্বু হইয়া শাম দেশে চলিয়া গিয়াছিল আর অন্য যে রাজপথটি ইরাক হইতে মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ঠিক এই দুই পথের চৌমাথায় মদয়নদের আবাসভূমি ছিল। মদ্‌য়নীরা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জাতি ছিল আর মিসর শাম, ফিলিস্‌তীন, ইরাক, হিজায ও ইয়ামানের সমুদয় বাণিজ্যসম্ভার এই মদ্‌য়নের উপর দিয়াই অতিক্রম করিত। মদ্‌য়নী ব্যবসায়ীদেরই একটি কাফিলা হযরত ইউসুফকে কানানের কূপ হইতে উত্তোলিত করিয়া মিসরের বাজারে বিক্রয় করিয়াছিল। ইহা হযরত শুআইবের আবির্ভাবের কয়েকশত বৎসর পূর্বকার ঘটনা। বাণিজ্যিক অবস্থানের সুবিধা লাভ করার ফলে তাহারা পুরাতন দুনিয়ায় যেমন পরাক্রান্ত ব্যাবসায়ী জাতির মধ্যে গণ্য হইত, তেমনি তাহারা অত্যন্ত দুধর্ষও হইয়া উঠিয়াছিল। বাণিজ্যিক লেনদেনে তাহারা নানারূপ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহাদের নগর অতিক্রমকারী কাফিলাদের তাহারা আটক করিত, রাজপথের চৌমাথায় বসিয়া থাকিয়া ব্যবসায়ীদের পথরোধ করিত। যদৃচ্ছভাবে কেনাবেচা করিত, পুরা দাম লইয়া নিকৃষ্ট জিনিষ সরবরাহ করিত, জিনিষপত্রের ওজন ও পরিমাপ ঠিকভাবে করিতনা। টাকার সুদ ও বাট্টা খাইত[১]। অনেক সময়ে তাহারা কাফেলাও লুঠ করিয়া লইত। তাহাদের অর্থনৈতিক প্রভাব আর উপদ্রব ও অত্যাচারের ভয়ে বিদেশেও তাহাদের সহজে কেহ কিছু বলিতে পারিতনা। কারণ মহাদেশের প্রায় সকল ব্যবসায়ীকেই তাহাদের নগর অতিক্রম করিয়া আসা যাওয়া করিতে হইত।

এতদ্ব্যতীত মদ্‌য়নীরা হযরত ইব্‌রাহীমের একত্ববাদী ধর্ম "দ্বীনে হানীফে"র পরিবর্তে নানাবিধ প্রতীকপূজায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহাদের ক্ষুদ্রবৃহৎ ঠাকুর দেবতাগণের দলপতির নাম ছিল "বাআলফুর" (*Baal peor*)[২]। তাহাদের নৈতিক জীবনের কলংকময় কাহিনী সম্বন্ধে বাইবেলে উল্লিখিত আছে যে, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কন্যারা পর্যন্ত প্রকাশ্যে ব্যভিচার করিয়া বেড়াইত। বস্তুতঃ নিরীশ্বরবাদী বা বহুঈশ্বরবাদী সমাজে সম্পদের প্রাচুর্য ঘটিলে যেসকল ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, মদ্‌য়নীদের মধ্যে তার কোনটাই বাদ পড়েনাই।

১) তফসীর বাগাভী, তারীখে তাবারী (১) ৩৭০ পৃ।
২) Old Testaments, Numbers 25 : 3.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত শুআইব নবী যখন তাহাদিগকে তাহাদের দুষ্কর্মগুলি পরিহার করিতে আর আল্লাহর সার্বভৌম-প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া বাণিজ্যিক সততা ও শান্তি-পূর্ণ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইলেন, তখন তাহারা প্রথমে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়া উঠিল, ওগো শুআইব, আপনার নমায কি আপনাকে ইহাই নির্দেশ দিয়াছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যাহাদের উপাসনা করিত, আমরা তাহাদের পরিত্যাগ করি? আর আমাদের ধনসম্পদ লইয়া আমাদের যেরূপ অভিরুচি, আমরা সেরূপ না-করি?—হূদঃ ৮৭ আয়ত।

قالوا ياشعيب اصلوتك تامرك ان نترك مايعبد آباؤنا او ان نفعل فى اموالنا مانشاء انك لانت الحليم الرشيد!

উল্লিখিত আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিরীশ্বর-বাদীরা যেরূপ নিজেদেরকে ধনের উপার্জন ও ব্যয় সম্বন্ধে যদৃচ্ছ আচরণের অধিকারী মনে করিয়া থাকে, মদ্‌য়নীরাও তেমনি বিশ্বাস করিত যে, ধনের উপার্জন ও ব্যয় সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি কোন বিধিনিষেধ আরোপ করার কাহারও কোন অধিকার নাই। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে একথাও প্রতিপন্ন হয় যে, নমায ও ইবাদতের সহিত অর্থনৈতিকজীবনের সুসঙ্গতি ও সম্পর্ককেও মদ্‌য়নবাসীরা অসংলগ্ন বলিয়া ধারণা করিত।

মদ্‌য়নের জননায়করা নানারূপ অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও যখন হযরত শুআইবকে তাঁহার প্রচারকার্য হইতে নিরস্ত করিতে পারিলনা, তখন তাহারা তাহাদের নবীর উপর খড়্‌গহস্ত হইয়া উঠিল, তাহারা দম্ভভরে হযরত শুআইবকে শাসাইতে লাগিল,

দেখ শুআইব, আমরা হয় তোমাকে আর তোমার সঙ্গে যাহারা তোমার কথায় ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব অন্যথায় তোমাদিগকে আমাদের দলে ফিরিয়া আসিতেই হইবে—আ'ল্‌আ'রাফ, ৮৮ আয়ত। সূরত শুআরাতে আছে,

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فى ملتنا -

মদ্‌য়নীরা হযরত শুআইবকে আকাশের একটি টুকরা তাহাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল—১৮৮ আয়াত। সূরত-হূদে আছে, তাহারা হযরত শুআইবকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল—৯১ আয়ত। অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ অবাধ্য নেতারা মদ্‌য়নের জনসাধারণকে বুঝাইতে লাগিল, দেখ, তোমরা যদি শুআইবের অনুসরণ করিয়া চল, তাহাহইলে তোমরা সর্বস্বান্ত হইয়া যাইবে,—৮৯ আয়ত। অর্থাৎ তাহারা বিরুদ্ধ প্রচারণা শুরু করিয়া দিল যে, হযরত শুআইব যে বাণিজ্যিক সততা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর পথে আহ্বান করিতেছেন, যে নীতিনৈতিকতার বাঁধাধরা নিয়মে আমাদের তিনি আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, আমরা যদি তাঁহার সেসব কথা মানিয়া লই, তাহাহইলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, আমাদের বাণিজ্যিক প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আমরা যদি তাঁহার কথামত শিষ্টশান্ত ও নিরুপদ্রবজীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহাহইলে মিসর ও ইরাকের মত শক্তিশালী রাজ্যের সীমান্তে আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে কিছুতেই টিকাইয়া রাখিতে পারিবনা, আমাদের প্রতাপ ও প্রভাব সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون -

ফলকথা, ইস্‌লামি সমাজব্যবস্থার অনুসরণকল্পে আমাদের যুগে সুদ, উৎকোচ, জুয়া, লটারী ইন্‌শিওরেন্স, মুনাফাখুরী ও মওজুদদারী প্রভৃতি অবৈধ উপার্জনের প্রতিবাদ করিলে পুঁজিপতি ও তাহাদের দালালরা যেরূপ অন্যায় উপার্জনের স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া থাকে, মদ্‌য়নবাসীরাও ঠিক তেমনি ভাবে হযরত শুআইবের দাওয়াত ও আহ্বানের বিরুদ্ধে অপ-প্রচারণা চালাইতে লাগিল।

আল্লাহর ক্রোধভাজন জাতিসমূহের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা শুধু অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকেনা, তাহারা সদুপদেশ ও সংস্কারের প্রচেষ্টাকেও দম্ভ ও ঔদ্ধত্য সহকারে বানচাল করার চেষ্টাতে মাতিয়া উঠে। আক্রোশের বশবর্তী হইয়া তাহারা নবী, রসূল ও তাঁহাদের পদাংকানুসারী সংস্কারকদলকে অপদস্থ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও লাঞ্ছিত করে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের জন্মভূমি ও আবাস-ভবন হইতে বহিষ্কৃত করিতে ব্রতী হয়, এমনকি এই হতভাগ্যরা তাঁহাদের পবিত্র রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করিতেও ইতস্ততঃ করেনা। এইরূপ সংকট মুহূর্তেই নবী ও রসূলগণ বিদ্রোহী দাম্ভিকগণের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। তখন আল্লাহর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং ঐশীবিধান অনুসারে আল্লাহর অমোঘ দণ্ড পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে আর সেই আগুনে পুড়িয়া বিদ্রোহীদল ছারখার হইয়া যায়।

হযরত শুআইবও অনন্যোপায় হইয়া আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে আমাদের প্রভু, এক্ষণে আমাদের আর আমাদের জাতির মধ্যে আপনিই সঠিকভাবে চরম মীমাংসা করিয়া দিন, বস্তুতঃ আপনিই উৎকৃষ্ট বিচারক—আল্-আ'রাফ, ৮৯ আয়ত। ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين -

মদ্‌য়নীদের শাস্তি ও পরিণাম, প্রাকৃতিকবিধান অনুসারে হযরত শুআইবের প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নাই। মদ্‌য়নীরা যখন স্বস্বগৃহে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ তাহারা ভূমিকম্পের কবলে পতিত হয় আর সকলেই তাহাদের গৃহে উবুড় হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকে,—আল আ'রাফ, ৯১। আশ্‌শুআরায় তাহাদের শাস্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, মদ্‌য়নীদিগকে অগ্নিবর্ষী মেঘাচ্ছন্ন শাস্তি চাপিয়া ধরিয়াছিল, বস্তুতঃ সে বড়ই ভয়ংকর শাস্তির দিবস ছিল,—১৮৯ আয়ত। সূরত হূদে আছে, ভয়াবহ গর্জন দ্বারা অত্যাচারীদল বিধ্বস্ত হইয়াছিল—৯৪ আয়ত। فاخذتهم الرجفة، فاصبحوا فى دارهم جاثمين - فاخذهم عذاب يوم الظلة، انه كان عذاب يوم عظيم - واخذت الذين ظلموا الصيحة -

মোটেরউপর, মদ্‌য়নীরা যখন তাহাদের আবাসগৃহে সুখসম্ভোগে বিভোর ছিল, তখন একান্ত আকস্মিকভাবে ভয়াবহ গর্জন সহকারে প্রবল ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়া যায় এবং উহা থামিতে না থামিতে আকাশ হইতে অগ্নিবর্ষণ হইতে থাকে। হযরত শুআইব এবং তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুসারীগণ ব্যতীত অন্যান্য সকলেই নিহত হয় ও তাহাদের জনপদ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। হযরত শুআইব তখন এই কথা বলিতে বলিতে উক্ত জনপদ পরিত্যাগ করেন, দেখ আমার জ্ঞাতি ভাইরা, আমি আমার প্রভুর বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াদিয়াছি আর তোমাদের কল্যাণ প্রচেষ্টায় আমি কোনদিন ত্রুটি করিনাই। এক্ষণে যে জাতি সত্যকথা কিছুতেই মান্য করিলনা, তাহাদের জন্য আমি কেন শোকাকুল হইব?—আল-আ'রাফ, ৯৩ আয়ত। يا قوم قد ابلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين ؟

হযরত শুআইবের সমাধি, আবদুল ওয়াহ্‌হাব নজ্‌জার লিখিয়াছেন, মদ্‌য়নের বিধ্বস্তির পর হযরত শুআইব হাযারেমওতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং এই স্থানেই তাঁহার ওফাত হয় (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দে)। হাযারেমওতের সয়ূন নগরীর পশ্চিমদিকে শেবাম নামক একটি স্থান রহিয়াছে, ইহার সন্নিহিত প্রান্তরভূমির উত্তরাংশ অতিক্রম করিলে একটি সম্পূর্ণ নির্জন স্থানে একটি কবর দেখিতে পাওয়া যায়, এইস্থানে বসতীর কোনই চিহ্ন নাই। উল্লিখিত কবরটি হযরত শুআইব নবীর সমাধি বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে।

ইস্‌রাঈলের বংশধরগণ

ক্রোধভাজন ও অভিশপ্ত (مغضوب عليهم) জাতিসমূহের মধ্যে ইস্‌রাঈলের বংশধরগণ সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহারাই উত্তরকালে ইহুদী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইমাম আহমদ ও তিরমিযী রসূলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক "ক্রোধভাজন জাতির" তাৎপর্য ইহুদী বলিয়া রেওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত হাদীসের অর্থ ইহা নয় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে অথবা কুরআন ও সুন্নতের পৃষ্ঠায় ইহুদী ছাড়া অন্যকোন মানবগোত্র ক্রোধভাজন ও অভিশপ্ত বলিয়া উল্লিখিত হয়নাই। কুরআনে ক্রোধভাজন জাতিসমূহের যে তালিকা রহিয়াছে তন্মধ্যে হযরত নূহের জাতি, আদের গোষ্ঠি, সমূদের জ্ঞাতি, হযরত লূতের সমাজ আর মদ্‌য়নের অধিবাসীদের কাহিনী আমরা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়াছি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীসে বনী-ইস্‌রাঈল বা ইহুদীদের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়ার কারণ এই যে, যেসকল গুরুতর পাপাচরণের জন্য পৃথিবীতে কোন সমাজ আল্লাহর ক্রোধ ও অভিসম্পাতের ভাগী হইয়া থাকে, ইস্‌রাঈলের বংশধরদের জীবন সেগুলির প্রত্যেকটি দ্বারা কলুষিত ও ভারাক্রান্ত হইয়া-উঠিয়াছিল। ইহুদীদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। ইহাদের পতনযুগ হযরত মূসার আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই সূচিত হয় আর হযরত ঈসার তিরোভাবের কয়েকশত বৎসর পর উহা চূড়ান্ত হইয়াযায়। হযরত মূসা আর হযরত ঈসার যুগের মধ্যবর্তী সময়ে ইউশা বিন নূন, হেযকীল, ইল্‌য়াস, আল্‌ইয়াসা, শেমুয়েল, দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউনুস, উযায়র, যাকারীয়া ও ইয়াহয়া আলাইহিমুস্‌সালাম ইস্‌রাঈলী গোত্রে নবীরূপে উত্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বিস্তারিত বিবরণই ইহুদীদের জাতীয়জীবনের ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনার স্থান এই তফ্‌সীরে নাই। শুধু একান্ত প্রয়োজনীয় অংশের উল্লেখ করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

ইস্‌রাঈলীদের বংশ পরিচয়, হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর চাচাত ভগ্নী ও সহধর্মিনী হযরত সারা বাইবেলের বর্ণনাসূত্রে নব্বুই বৎসর বয়সে একপুত্ররত্ন লাভ করার শুভসংবাদ প্রাপ্ত হন। কুরআনেপাকেও এই সুসংবাদের উল্লেখ রহিয়াছে। বাইবেল ও কুরআনের বর্ণনার পার্থক্য এই যে, বাইবেল অনুসারে হযরত ইব্‌রাহীম আর কুরআন অনুযায়ী হযরত সারা এই শুভসংবাদ লাভ করিয়াছিলেন। এই সংবাদে হযরত সারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। খলীলুল্লাহর জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত ইস্‌মাঈল তাঁহার পিতার ন্যূনাধিক ৮৫ বৎসর বয়সে মিসর সম্রাটের দুহিতা হাজিরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইব্‌রাহীমের ১শত বৎসর বয়সে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ফলস্বরূপ হযরত ইস্‌হাক জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইস্‌হাক হযরত ইব্‌রাহীমের ভ্রাতুষ্পুত্র বতুয়েল বিন্ নাহুরের কন্যা রফ্‌কাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহারই গর্ভে হযরত ইস্‌হাকের দুই যমজপুত্র ঈসূ ও ইয়াকুব ভূমিষ্ঠ হন। ঈসূ স্বীয় চাচা হযরত ইস্‌মাঈলের কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় পুত্র ইয়াকুব তাঁহার মামু লাবানের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় ফিদ্দান-আরামে কুড়ি বৎসর বাস করার পর পুত্র ও স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে ফিলিস্তীনে ফিরিয়া আসেন। হযরত ইয়াকুবের হিব্রু নাম ইস্‌রাঈল। "ইস্‌র"এর অর্থ দাস আর "এল"এর অর্থ আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দাস। কুরআনেরও বিভিন্ন স্থানে হযরত ইয়াকুবকে ইস্‌রাঈল নামে আখ্যাত করা হইয়াছে, যথা, সূরত-আলেইমরান, ৯৩ আয়ত; সূরত মর্‌ইয়াম, ৫৮ আয়ত। এই হযরত ইয়াকুবই বিরাট ও বহুবিস্তৃত ইস্‌রাঈলী গোত্রের পিতা।

ইয়াকুব নবী দ্বাদশ পুত্রের পিতা ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার অন্যতম মামাত ভগ্নী রহিল বিন্‌তে লাবানের গর্ভে হযরত ইউসুফ নবী ও বেনইয়ামীন বা বেনজামিন ভূমিষ্ঠ হন আর লাবানের জ্যেষ্ঠা কন্যা লিয়ার গর্ভে রিউবেন [সর্বজ্যেষ্ঠ] শম্‌উন, লেভী, ইহুদা, ইষাকর ও যেবুলুন জন্মগ্রহণ করেন। রাহীলের দাসী বিলহার গর্ভে দান ও নফ্‌তালী এবং লিয়ার দাসী যুলফার গর্ভে জাদ ও আশীর ভূমিষ্ঠ হন[১]। উল্লিখিত দ্বাদশ পুত্রের বংশাবতংশই ইস্‌রাঈলী-গোত্র বা "বনী ইস্‌রাঈল" নামে পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

ফিলিস্তীন হইতে মিসর

হযরত ইয়াকুব ফিলিস্তীনে হিবরূন উপত্যকায় বাস করিতেন। ইয়াকুবের পিতামহ ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই স্থানকেই স্বীয় বাসভূমি রূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। কানানের এই ভূভাগ মরুসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত এবং জর্দন নদীর প্রবাহে সরস ও উর্বর থাকিত। বাইবেলে উল্লিখিত আছে, হযরত ইব্‌রাহীম ওয়াহীর নির্দেশক্রমেই এই ভূভাগ নির্বাচিত করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াকুব তদীয় পুত্র ইউসুফের সবিশেষ পক্ষপাতি এবং তাঁহার প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল হওয়ায় ইউসুফ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের কোপে পতিত হন। বাইবেলে কথিত আছে যে, হযরত ইউসুফ সূর্য, চন্দ্র ও ১১টি নক্ষত্রের অভিবাদনের স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রাতাদের কাছে তাহা ব্যক্ত করায় তাহাদের হিংসানল প্রজ্জ্বলিত হয় এবং তাহারা সিকীমের (Shechem)

১) Genesis (35) 23—26.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অন্তর্গত তুতনের নিকটবর্তী একটি কূপে হযরত ইউসুফকে তাঁহার ১৭ বৎসর বয়সে নিক্ষেপ করে। মদ্‌য়নী ব্যবসায়ীদের মিসরগামী একটি কাফিলা তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলিত করিয়া মিসরের বাজারে ক্রীতদাসরূপে বেচিয়া দেয়। এই ঘটনা খৃষ্টপূর্ব অনুমান উনবিংশ শতকের শেষ দশকে সংঘটিত হইয়াছিল।

দুই হাজার বৎসর পূর্বে মিসরে সেমেটিক-আরবদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই আরবরা "আমালিক" (Amalek) নামে কথিত এবং মিসরের এই রাজবংশ হিক্‌সুস (Hyksos King) বা "রাখালরাজা" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত ইউসুফ যখন মিসরে প্রবেশ করেন, তখন মিসরের সম্রাট কে ছিলেন, সেসম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ রহিয়াছে। যেসকল শিলালিপি সম্প্রতি মিসরে উদ্ধারকরা হইয়াছে তদনুসারে তিনি সম্রাট আয়ূনা নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। মিসরের আধুনিক ইতিহাসে তাঁহাকে Apophis বলা হইয়াছে। তৎকালে মিসরের রাজধানী ছিল রেমেসিস (Ramses)। রাজধানীর সৈন্যাধ্যক্ষ রাজবংশেরই জনৈক ব্যক্তি ছিলেন, ইনিই কুরআনে কথিত আযীয। বাইবেলে তাঁহাকে পটিফার (Potiphar) বলা হইয়াছে। ইনি নাম মাত্র মূল্যে হযরত ইউসুফকে মদ্‌য়নের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন।

"আযীযে মিসর" বা পটিফারের স্ত্রী উদ্ভিন্নযৌবন ইউসুফের গুণাবলী আর দৈহিক সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে গুপ্তপ্রণয়ডোরে আবদ্ধ করিতে প্রয়াসিনী হন কিন্তু হযরত ইউসুফের সুদৃঢ় নৈতিক বলের কাছে পরাভূত হইয়া নারীসুলভ পরাজয়ের প্রতিহিংসা-পালন ও গঞ্জনা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে আটক করিয়া রাখেন। দীর্ঘ কারাবাসে একদিকে যেমন ইউসুফ ধাপে ধাপে পূর্ণ যৌবনের সীমায় উপনীত হন, তেমনি অপরদিকে তাঁহার নির্মল চরিত্র, নৈতিকনিষ্ঠা, সুগভীর প্রজ্ঞা এবং তুলনাহীন সত্যবাদিতার যশোসৌরভে সমস্ত মিসর রাজ্য সুরভিত হইয়া উঠে এবং শেষে মিসর সম্রাটের আহ্বানক্রমে তিনি অশেষ সম্মান সহকারে রাজদরবারে নীত হন। হযরত ইউসুফের বিদ্যাবত্তা, তীক্ষ্ণ জ্ঞানগরীমা, পরমবিশ্বস্ততা ও বংশ পরিচয় অবগত হইয়া সম্রাট তাঁহাকে অর্থ-সচীবের পদ দান করেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন হিক্‌সুস রাজা হযরত ইউসুফকে আরবের সেমেটিক বংশধর হওয়ার কারণেই এরূপভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কারণ এই রাজবংশ স্বয়ং আরব ছিল, মিসরের আদীম কপ্ট বংশ ছিলনা। তখন হযরত ইউসুফের বয়ক্রম ছিল ত্রিশ বৎসর। তাঁহার শাসনকর্তৃত্বের দশম বৎসরে তিনি স্বীয় পিতা হযরত ইয়াকুব, তাঁহার একাদশ ভ্রাতা এবং গোটা ইস্‌রাঈলী পরিবারকে ফিলিস্তীন হইতে মিসরে স্থানান্তরিত করেন এবং তাঁহারা দিমইয়াত ও কায়রোর মধ্যবর্তী গোশন নামক স্থানে বসতী স্থাপন করেন। হযরত ইউসুফ ১ শত দশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ১৫ শতক পর্যন্ত ইস্‌রাঈলীদের হস্তে মিসরের শাসনকর্তৃত্ব কার্যতঃ ন্যস্ত থাকে। অতঃপর সমগ্র রাজ্যে হিকসুস শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রবল বিক্ষোভ জাতীয় আন্দোলনের আকারে আরম্ভ হয় এবং হিক্‌সুস রাজত্বের অবসানের পর এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রায় আড়াই লক্ষ "আমালিক"কে মিসর হইতে বহিষ্কৃত করা হয় এবং মিসরের নয়া কিবর্তী শাসকগণ যাঁহারা "ফিরআওন" উপাধিতে বিভূষিত থাকিতেন, প্রবাসী ইস্‌রাঈলীদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার ও পীড়ন শুরু করিয়াদেয়। হযরত মুসার যুগ অর্থাৎ চারশতাব্দীকাল পর্যন্ত ইস্‌রাঈলীরা মিসরে বাস করিয়াছিল আর হযরত মুসার নেতৃত্বে মিসর ত্যাগ করার সময়ে হযরত ইউসুফের মমি (Mummy) করা মৃতদেহও মিসর হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

হাদীসের প্রমাণিকতা

(৭)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী

ইমামুলমুহাদ্দিসীন মুহাম্মদ বিন ইস্‌মাঈল বুখারী এবং তদীয় সুযোগ্য ছাত্র ইমাম মুস্‌লিম ইবনুল হাজ্জাজ নেশাপুরী তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে যেসকল হাদীস মিলিতভাবে সংকলিত করিয়াছেন সেগুলির অকাট্যতা এবং তাঁহারা পৃথকপৃথকভাবে যেসকল হাদীস তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেগুলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রবিশারদগণের সাক্ষ্য এবং উল্লিখিত হাদীসগুলির বহুলাংশ কেন অকাট্য আর অবশিষ্টাংশ কিজন্য বিশুদ্ধ, তাহার কারণ অভিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী শ্রবণ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্‌আতী আর আধুনিকযুগের তথাকথিত যুক্তিবাদী মু'তাযেলীরা হাদীসের প্রমাণিকতা অস্বীকার অথবা ন্যূনকল্পে উহার প্রমাণিকতার দৃঢ়তাকে শিথিল করার অভিপ্রায়ে প্রধানতঃ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুস্‌লিমকেই তাঁহাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, এই দুই বিশ্ববরেণ্য হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের দুর্বলতা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে হাদীসের প্রমাণিকতার সর্বসম্মত অসুল (সূত্র) স্বাভাবিকভাবেই মিস্‌মার হইয়া যাইবে। তাঁহাদের এই দুরভিসন্ধি ব্যর্থকরার জন্য ইমাম বুখারী ও মুস্‌লিমের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি সম্বন্ধে আরও কতিপয় বিশিষ্ট বিদ্বানের সাক্ষ্য আমি উদ্ধৃত করিব:

ইমাম আবুআম্‌র ইবনুস্‌সালাহ্ (৫৭৭—৬৪৩ হিঃ) বলেন, সর্বপ্রথম যিনি সহীহ্ (বিশুদ্ধ) হাদীস-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তিনি ছিলেন আবু-আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইস্‌মাঈল জা'ফী। অতঃপর আবুলহুসাইন মুস্‌লিম বিন হাজ্জাজ নেশাপুরী—কুশায়রী এ-বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করেন। ইমাম মুস্‌লিম যদিও ইমাম বুখারীর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে এই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তথাপি বুখারীর অধিকাংশ উস্‌তাযের নিকট হইতে তিনিও হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। এই দুইজনের গ্রন্থ আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থের পর সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। আবার এই দুই গ্রন্থের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ আর অধিকতর উপকারী হইতেছে সহীহ্ বুখারী। আর ইমাম হাকিমের উস্‌তায আবুআলী নেশাপুরী একথা বলিয়াছেন, "আকাশের নিম্নে সহীহ্ মুস্‌লিম অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কোন গ্রন্থ নাই" অথবা পশ্চিমী বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁহারা মুস্‌লিমের গ্রন্থকে অগ্রগণ্য করিয়াছেন, যদি তাঁহাদের উক্তির তাৎপর্য এই হয় যে, মুস্‌লিমের গ্রন্থে সংযুক্ত সনদের হাদীস ছাড়া অন্যকিছু সংযোজিত হয়নাই, যেমন বুখারীর বিষয়ে

اول من صنف الصحيح ابو عبد الله محمد بن اسمعيل الجعفى مولاهم وتلاه ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيشاپورى القشيرى من انفسهم ومسلم مع انه اخذ عن البخارى واستفاد منه يشاركه فى اكثر شيوخه وكتابهما اصح الكتب بعد كتاب الله العزيز - ثم ان كتاب البخارى اصح الكتابين صحيحا واكثر هما فوائد - واما مارويناه عن ابى على الحافظ النيشاپورى استاذ الحاكم ابى عبد الله الحافظ من انه قال : ماتحت اديم السماء كتاب اصح من كتاب مسلم بن الحجاج - فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخارى ان كان المراد به ان كتاب مسلم يترجح بانه لم يمازجه غير الصحيح، فانه ليس فيه بعد خطبته الا الحديث الصحيح مسرود غير ممزوج بمثل مافى كتاب البخارى، فى تراجم ابوابه من الاشياء التى لم يسندها على الوصف المشروط فى الصحيح، فهذا لاباس به - وليس يلزم منه ان كتاب مسلم ارجح فيما يرجع الى نفس الصحيح على كتاب البخارى - وان كان المراد به ان كتاب مسلم اصح صحيحا، فهذا مردود على من يقوله -

www.ahlehadeethbd.org

চিত অধ্যায় (তর্জুমাতুল বাব) গুলিতে সনদহীন হাদীসের সংমিশ্রণ রহিয়াছে, কারণ মুসলিমের গ্রন্থে মুখবন্ধের পর বিশুদ্ধ আর অবিমিশ্র হাদীসের রেওয়ায়ত ছাড়া আর কিছুই নাই, আর বুখারী তদীয় সহীহ গ্রন্থের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলীর বহির্ভূত কতক বিষয়ও তাঁহার তারাজিমে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাহইলে বুখারী সম্বন্ধে উল্লিখিত উক্তি দোষাবহ হইবেনা। কিন্তু ইহাসত্ত্বেও সহীহ বুখারীর উল্লিখিত অবস্থা দ্বারা ইহা কিছুতেই সাব্যস্ত হয়না যে, বিশুদ্ধতার দিক দিয়া সহীহ মুসলিম অগ্রগণ্য। আর যদি ইহার অর্থ এই হয় যে, মুসলিমের গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, তাহাহইলে এ উক্তি প্রত্যাখ্যাত —মর্দুদ[১]।

ইমাম ইব্নুসসালাহ সাতপ্রকার সহীহ হাদীসের পরিচয় প্রদান করার পর পুনরায় বলিতেছেন, এই প্রধান সপ্তবিধ বিশুদ্ধ হাদীসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রথমশ্রেণীর হাদীসগুলি হইতেছে—যেসব হাদীস সম্বন্ধে আহ্লেহাদীসগণ সচরাচর বলিয়া থাকেন "সহীহ মুত্তফক আলাইহ"! এই কথা দ্বারা তাঁহারা উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতায় ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের মতের ঐক্য বুঝাইতে চাহিয়াছেন, সমস্ত উম্মতের মতের ঐক্য বুঝাইতে চাননাই কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের মিলিত ঐক্য সমগ্র উম্মতেরই ঐক্যের সমানান্তর। কারণ তাঁহারা উভয়ে যে হাদীস বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সমস্ত উম্মতও তাহার বিশুদ্ধতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই শ্রেণীর সমুদয় বিশুদ্ধ হাদীস অকাট্যভাবে সহীহ আর প্রমাণের সাহায্যে যে নিশ্চয়তা অর্জিত হয়, উক্ত হাদীস দ্বারা সেইরূপ দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে[২]।

هذه امهات اقسامه واعلاها الاول' وهو الذى يقول فيه اهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه' يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخارى ومسلم' لاتفاق الامة عليه' لكن الاتفاق الامة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الامة على تلقى ماتفقا عليه بالقبول' وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقينى النظرى واقع به -

১) উলুমুলহাদীস, ৭ ও ৮ পৃঃ।

২) উলুমুলহাদীস ১২ পৃঃ।

ইমাম মুহীউদ্দীন নববী (৬৩১—৬৭৬) সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় লিখিয়াছেন, বিদ্বানগণ এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, কুরআনপাকের পর সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধগ্রন্থ বুখারী ও মুসলিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয়। উম্মতে-মুসলিমা এই দুই গ্রন্থকে মান্য করিয়া লইয়াছেন। এতদুভয়ের মধ্যে বুখারীর গ্রন্থ পরম বিশুদ্ধ, উহার উপকারিতা ব্যাপকতর এবং উহা অধিকতর প্রকাশ্য ও গভীর বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। এ-কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মুসলিম ইমাম বুখারীর গ্রন্থদ্বারা উপকৃত হইতেন এবং বলিতেন যে, হাদীসশাস্ত্রে সহীহ বুখারীর তুলনা নাই। বুখারীর গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি ইহাই গ্রহণীয় অভিমত। অধিকাংশ বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ এবং যাঁহারা হাদীসশাস্ত্রের তথ্যসমুদ্রের ডুবুরী, তাঁহারা সকলেই এই কথা বলিয়াছেন[৩]।

اتفاق العلماء رحمهم الله على ان اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخارى ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول وكتاب البخارى اصحهما واكثر هما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة - وقد صح ان مسلما كان ممن يستفيد من البخارى ويعترف بانه ليس له نظير فى علم الحديث - وهذا الذى ذكرنا من ترجيح كتاب البخارى هو المذهب المختار الذى قاله الجماهير واهل الاتفاق والحذق والغوص على اسرار الحديث -

শায়খুলইস্লাম ইমাম ইব্নে তায়মিয়া (৬৬১—৭২৮) বিদ্আতী শিয়াদের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, এই মূর্খের দল মনে করিয়া থাকে যে, বুখারী ও মুসলিমের হাদীসগুলি কেবল ইমাম বুখারী ও মুসলিমের নিকট হইতেই গৃহীত হইয়াছে—যেমন ইব্নুলখতীব, আর তাহার

وهؤلاء الجهال يظنون ان احاديث التى فى البخارى ومسلم انما اخذت عن البخارى ومسلم كما يظن مثل ابن الخطيب ونحوه ممن لا يعرف حقيقة الحال وان البخارى ومسلما كان الغلط يروج عليهما اوكان يعتمدان الكذب' ولا يعلمون ان قولنا رواه البخارى

৩) মুকাদ্দিমা শরহে মুসলিম ৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ومسلم علامة لنا على صحته، لانه كان صحيحا بمجرد رواية البخارى ومسلم - بل احاديث البخارى ومسلم رواها غيرهما من العلماء والمحدثين من لا يحصى عدده الا الله ولم ينفرد واحد منهما بحديث، بل بامن حديث الا وقد رواه قبل زمانه وفى زمانه وبعد زمانه طوائف......... وكذلك التصحيح لم يقلد ائمة الحديث فيه البخارى ومسلما، بل جمهور ماصححاه كان قبلهما عند ائمة الحديث صحيحا متلقى بالقبول وكذلك فى عصرهما وكذلك بعدهما -

মত যাহারা প্রকৃতঅবস্থা অবগত নয়, তাহারা মনে করিয়াছে। তাহারা ধারণা করে, এই ইমাম-দ্বয় স্বয়ং ভ্রান্তির স্রষ্টা, অথবা ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা মিথ্যা বলিয়াছেন। এই মূর্খরা ইহাও অবগত নয় যে, "বুখারী ও মুস্লিম এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন" বিদ্বানগণের একথা উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার লক্ষণ মাত্র! বুখারী আর মুস্লিমের রেওয়ায়ত বলিয়াই উহা বিশুদ্ধ, এ অর্থ নয়। বুখারী ও মুস্লিমের হাদীসগুলি তাঁহাদের ছাড়াও এত অধিক সংখক বিদ্বান ও হাদীসশাস্ত্র-বিশারদ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেহ নিরূপণ করিতে পারেনা। বুখারী বা মুসলিম একটি হাদীসও এককভাবে রেওয়ায়ত করেননাই। বরং তাঁহাদের বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীস তাঁহাদের পূর্ববর্তী যুগে, তাঁহাদের সময়ে এবং পরবর্তী-কালে বহু সংখক ব্যক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন। অনুরূপ-ভাবে তাঁহারা যেসকল হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন, সেসম্বন্ধেও হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণ বুখারী ও মুসলিমের অন্ধঅনুসরণ (তক্‌লীদ) করেননাই। বরং তাঁহাদের কথিত বিশুদ্ধ হাদীসগুলির প্রায় সমস্তই হাদীসশাস্ত্র-বিশারদগণ তাঁহাদের পূর্বে ও তাঁহাদের যুগে এবং পরবর্তী সময়ে সহীহ বলিয়া কবুল করিয়া লইয়াছিলেন[১]।

হাদীসবিরোধীরা সচরাচর আহ্‌লেহাদীসদিগকে কটাক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন এবং দলপন্থীদেরও প্রায় বলিতে শুনাযায় যে, বুখারী ও মুসলিমের হাদীসগুলিকে বিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করা প্রকারান্তরে ইমাম বুখারী আর ইমাম মুসলিমের তক্‌লীদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। শায়খুলইস্‌লামের উদ্ধৃত অভিমত পাঠ করার পর এই শ্রেণীর লোকদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হওয়া উচিত। বুখারী অথবা মুসলিম যদি এরূপ কোন হাদিস তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতেন, যাহা তাঁহাদের পূর্বে বা তাঁহাদের সময়ে বা তাঁহাদের পর কেহ রেওয়ায়ত করেন-নাই অথবা যে হাদীসের বিশুদ্ধতা তাঁহাদের পূর্বে ও পরে এবং তাঁহাদের সময়ে হাদীসশাস্ত্রবিশারদগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়নাই আর এরূপ কোন হাদীস যদি একমাত্র বুখারী বা মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হওয়ার কারণে আহ্‌লেহাদীসগণ মান্য করিয়া লইতেন, তবেই তাঁহাদের প্রতি তক্‌লীদের অভিযোগ আরোপ করা চলিত।

শায়খুলইস্‌লাম বলেন, হাদীসশাস্ত্রবিশারদগণ-

قد نظر ائمة هذا الفن فى كتابيهما ووافقوهما على صحة ما صححاه الا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا غالبها فى مسلم، انتقد عليهما طائفة من الحفاظ وهذه المواضع المنتقدة غالبها فى مسلم - .... والمقصود ان احاديثهما نقدها الائمة الجهابذة قبلهم وبعدهم ورواها خلائق لا يحصى عددهم الا الله، فلم ينفردا لا برواية ولا بتصحيح - والله سبحانه وتعالى هو الحفيظ يحفظ هذا الدين كما قال تعالى : انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون -

বুখারী ও মুসলিমের গ্রন্থদ্বয় পর্যবেক্ষণ করার পর গুটিকয়েক স্থান ব্যতীত তাঁহাদের সন্নিবেশিত হাদীসগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত একমত হইয়াছেন। গুটি কয়েক হাদীস, যেগুলির সংখ্যা কুড়ির কাছাকাছি এবং যেগুলির অধিকাংশই মুসলিমের গ্রন্থের, হাদীসের একদল হাফিয কর্তৃক সমালোচিত হইয়াছে আর এই সমালোচিত হাদীসগুলিরও অধিকাংশ সহীহ মুস্লিমের, বুখারীর নয়। ফলকথা, বুখারী ও মুস্লিমের হাদীসগুলি তাঁহাদের পূর্ব ও পরবর্তী হাদীসশাস্ত্রের সুক্ষ্মতত্ত্ববিশারদগণ পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং এত অধিকসংখক ব্যক্তি সেগুলি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত তাঁহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব প্রমাণিত হইল যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের

১) মিন্‌হাজুস্‌সুন্নাহ (৪) ৫৮ পৃঃ।

Contents

হাদীসসমূহের রেওয়ায়ত ও বিশুদ্ধতার দাবীতে শুধু স্বয়ং তাঁহারাই একক হননাই। বস্তুতঃ মহান ও পবিত্র আল্লাহ্ তা'লাই রক্ষক, তিনিই ইস্‌লাম ধর্মকে রক্ষ করিয়া থাকেন আর তিনিই এই আশ্বাস দান করিয়াছেন যে, কেবল আমরাই "যিক্‌র" কে অবতীর্ণ করিয়াছি আর আমরাই উহাকে রক্ষা করিব (সুরত আল্‌হিজর : ৯)[২]।

শায়খুলইস্‌লাম তাঁর "অসুলে তফ্‌সীরে" দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, বুখারী ও মুস্‌লীমে যেসকল হাদীস রহিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে,সেগুলি সমস্তই রসুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি আর উহাদের অধিকাংশই সর্বসম্মত হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। বিদ্বানগণ এই হাদীস-গুলির সত্যতা স্বীকার করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন আর একথা অনস্বীকার্য যে, ভ্রান্তির উপর ইজ্‌মা অর্থাৎ সমুদয় বিদ্বানের ঐকমত্য হইতে পারেনা। উম্মত কর্তৃক মিথ্যা হাদীস গ্রাহ্য করার অপর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, একটি অলীক ও অসত্য কথার উপর পৃথিবীর সমুদয় বিদ্বান ইজ্‌মা করিয়া ফেলিয়াছেন আর এরূপ ব্যাপার কোনক্রমেই ঘটিতে পারেনা! ইজ্‌মার পূর্বে কোন হাদীসকে ভুল বা জাল মনে করা সম্ভবপর, কিন্তু ইজ্‌মার পর তাহা সম্ভবপর নয়। ঠিক যেমন কোন নির্দেশ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ্য দলীল বা আনুমানিক কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হই-য়াছে, এরূপ ধারণা করা সঙ্গত যে, আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, আসলে উক্ত নির্দেশ সেরূপ সঠিক নাও হইতে পারে। কিন্তু উক্ত নির্দেশ সম্বন্ধে ইজ্‌মা ঘটি-য়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে আমাদের প্রত্যয় হয় যে, শুধু প্রকাশ্যতঃ নয়, আসলেও উহা প্রমাণিত।

এইজন্য ইস্‌লামের অন্তর্ভুক্ত সমুদয় দলের অধি-কাংশ বিদ্বান এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, একক-ভাবে বর্ণিত "খবরে-ওয়াহিদ" হাদীস উম্মত কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়া যদি তাহা প্রতিপালিত হয়, তাহাহইলে সে হাদীসের আদেশ "ফরয" বলিয়াই গণ্য হইবে। ইমাম আবুহানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী আর ইমাম আহ্‌মদের অনুসরণকারী যেসকল বিদ্বান "অসুলে ফিক্‌হ" শাস্ত্রে পুস্তক প্রণয়ন, করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বস্ব গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে একথার উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীন আর প্রায় সমস্ত আশ্‌আরী বিদ্বান যেমন আবুইস্‌হাক ইস্‌ফ্রায়িনী (—৪১৮), আবুইস্‌হাক শিরাযী (—৪৭৬), ইব্‌নেফোরক (—২০৬) প্রভৃতি এ-বিষয়ে ফকীহ্ ও আহ্‌লেহাদীস বিদ্বাগনণের সহিত একমত হইয়াছেন। কাযী বাকাল্লানী (—৪০৬), আবুল-মাআলী জুওয়ায়নী (—৪৭৮), আবুহামিদ ইস্‌ফ্রায়িনী (—৪০৬), ইব্‌নেআকীল (—৫১৩), ইব্‌নেজওযী (—৫৯৭), ফখ্‌রুদ্দীন রাযী (—৬০৬) আর আমদী (—৬৩১) আহলেসুন্নাহ জামা'তের বিদ্বানগণের পরি-গৃহীত সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিয়াছেন। সাধারণ অভি-মতের কথা আবুহামিদ, আবুতৈয়েব তাবারী (—৪৫০) ও আবুইস্‌হাক শিরাযী প্রভৃতি শাফেয়ী ইমামগণ, মালেকীদের মধ্যে কাযী আবদুলওয়াহ্‌হাব (—২২২), হানাফী ইমামগণের মধ্যে শম্‌সুদ্দীন শরখ্‌সী (—৪৩৮), প্রভৃতি * আর হাম্বলী ইমামগণের মধ্যে আবুলখাত্তাব বাগ্‌দাদী (—৫১০) ও আবুলহাসান ইব্‌নুয্‌যাগোনী (—৫২৭) স্বস্ব গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া-ছেন।

কিন্তু এবিষয়ে সাবধান থাকা আবশ্যক যে, হাদী-সের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ইজ্‌মা বলিতে কেবল আহ্‌লে-হাদীস বিদ্বানগণের ইজ্‌মাকেই বুঝাইবে। তাঁহাদের ইজ্‌মার পর (ফকীহ, দার্শনিক ও কালামী প্রভৃতি) অপরা-পর দলের কোন ব্যক্তির নিরীক্ষার কোন মূল্য গ্রাহ্য হইবেনা। ঠিক যেরূপ বিধিনিষেধ সংক্রান্ত ইজ্‌মায় কেবল ফকীহগণের ইজ্‌মা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকে।

শেষকথা, হইতেছে যে, কোন হাদীস যদি এত অধিক সংখ্যক সনদে হস্তগত হয় যাহার রাবীদের কাছে পরস্পরের রেওয়ায়ত অজ্ঞাত থাকিয়া যায় আর স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে তাঁহাদের একমত হওয়াও দুঃসাধ্য বিবেচিত হয়, তাহাহইলে এইরূপ বিভিন্ন তরীকায় বর্ণিত হাদীস দৃঢ়প্রত্যয়ের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা রিজাল-শাস্ত্রে সুদক্ষ, কেবল তাঁহারাই এই নিয়মের অনুসরণ

২) ঐ (৪) ৫৯ পৃঃ।

* "নাওয়ায়েকে-মুর্‌লা" গ্রন্থে ইব্‌নেতায়মিয়ার বরাতে হানাফী ইমাম আবুবক্‌র রাযী জস্‌সাস কবীর (৩০৫—৩৭০) কেও উপরিউক্ত দলে গণনা করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লামের নবপর্যায় বিলিতী দূরবীনে

ইস্‌লামজগতের দিকেদিকে ধর্মীয় অনুভূতির যে নতুন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, কিছুদিন হয় বিলেতের The Times পত্রিকায় সেসম্বন্ধে একটা সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সমালোচনা পাঠ করলে ইস্‌লামের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে যেমন বিলিতী দৃষ্টিভংগীর কিছুটা সন্ধান মিলবে, তেমনি ইস্‌লামি আন্দোলনের ভাবী সম্ভাবনা সম্বন্ধেও একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করা সম্ভবপর হবে—তর্জুমান সম্পাদক।

মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলি রাজ্য ইস্‌লামের নবপর্যায়ের দ্বিতীয় যুগ অতিক্রম করছে। ধর্মীয় অনুশাসন পালন করার ঝোঁক মুসলমানদের বেড়ে গেছে, রামাযানে এখন অধিকসংখ্যক লোক রোযা পালন করে, হজ্জ করতেও অধিক লোক অগ্রসর হয়। মস্‌জিদ নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলছে, মস্‌জিদের সংলগ্ন মাদ্‌রাসাগুলিতে যেসব শিক্ষিত মওলবী শিক্ষাদান করেথাকেন, দৈনন্দিন তাঁদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু নবপর্যায়ের পটভূমিকায় শুধু একটি উদ্দেশ্যই প্রেরণা যোগায়নি, বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কারণ ইস্‌লামি প্রগতির ঝোঁক সৃষ্টি করেছে। তুরস্কে আতাতুর্কের চরমপন্থী লাদীনী নীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ওখানে ইস্‌লামের নবপর্যায় অধিকতর স্পষ্টিভূত হয়েউঠেছে। আতাতুর্কের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভংগী ইস্‌লামের উপাসনাপ্রণালীকেও উপেক্ষার নযরে দেখ্‌তে আরম্ভ করেছিল। বর্তমানে তুর্কীর বিভিন্ন রাজনৈতিক-দল বুঝ্‌তে পেরেছে যে, এভাবে দেশের ধর্মভাবাপন্নদের হস্তগত করা সম্ভবপর হবেনা অথচ ধর্মীয় আর ধর্মনিরপেক্ষ উভয় শ্রেণীরই তাদের প্রয়োজন! তুরস্কে এখনও আতাতুর্কের সংস্কারের প্রকাশ্য বিরোধ বেআইনী বলেই গণ্য কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি বুঝেছে, তাদের এবিষয়ে ঢিলে নীতির অনুসরণ করে চল্‌তে হবে। এর ফলে তুরস্কের রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম একটি বিশিষ্ট বিষয়বস্তু হয়ে প্রবেশ করেছে আর ইস্‌লামের রীতি ও আচরণগুলি নগর ও উপনগরের দৈনন্দীন জীবনেও সেখানে প্রতিপালিত হচ্ছে।

আরবরাজ্য গুলিতে প্রেসিডেন্ট নাসের আর জেনারেল কাসেমের মধ্যে ইস্‌লাম ব্যাটবল হয়ে রয়েছে। জেনারেল কাসেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি আরবদের নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিজ্‌মের হাতে সমর্পণ করেছেন। তিনি এর জওয়াবে বল্‌ছেন, নাদের একজন কপট ও উচ্ছৃংখল বিকৃতমস্তক (Rot brain) ইহুদী মাত্র!

ধর্মীয় মতভেদ সম্ভবতঃ অধিকতর স্থায়ী হচ্ছে লেবাননে। সাম্প্রতিক ঘরোয়া লড়াইয়ের পর এটা আত্মপ্রকাশ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে লেবনান এমন একটি রাষ্ট্র, যার অধিনায়ক হচ্ছেন সামরিক ব্যক্তি। সামরিক রাষ্ট্রগুলিতে পাকিস্তান হতে সুদান পর্যন্ত, সর্বত্র শুদ্ধির আবহাওয়া প্রকট হয়ে উঠেছে। পুরাতন সরকারগুলির অনাচার ও পাপাচরণের বিরুদ্ধে শুদ্ধির কাজ চালানো হলেও এই কাজকে ধর্মভিত্তিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চল্‌ছে।

ইস্‌লামের এই দ্বিতীয় নবপর্যায়ের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, আজ পর্যন্ত এতে কোন নতুন পথ বা ভাব আবিষ্কৃত হয়নি। এপর্যন্ত কোন মহান নেতা বা সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেনি। গতানুগতিক পথ বাদ দিয়ে কোন নতুন পথের সন্ধান দেওয়া হয়নি। অথচ বর্তমান শতকের গোড়ায় যখন নবপর্যায়ের সূচনা হল, তখন আমরা একাধিক বিরাট ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলাম। যেমন জামালুদ্দীন আফ্‌গানী পান ইস্‌লামিজ্‌মের আদর্শ প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁর শিষ্য মুহাম্মদ আবদুহু স্বয়ং একজন বিশিষ্ট সংস্কারক ছিলেন। আল্লামা ইকবালও এক-

---

করিতে পারেন, সাধারণ বিদ্বানগণের পক্ষে এই সূত্রের অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়[১]।

আমি বলিতে চাই যে, যাঁহারা অসূলেহাদীস ও রিজালশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারাই ইদানীং হাদীসের গ্রহণ ও বর্জন সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি সাজিয়া বসিয়াছেন আর অজ্ঞতার ক্ষুরধার তরবারি লইয়া তাঁহারাই সর্বপ্রথম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে তাঁহাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

فيا للعجب وضيعة الادب !

১) ইবনে-তয়মিয়া, উসূলেতফ্‌সীর ১৭ পৃঃ (দামেশ্‌ক ১৯৩৬)।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন মহান কবি আর দার্শনিক ছিলেন। এঁরা সকলেই এরূপ ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা বিদ্যাবত্তার দিক দিয়ে সমুন্নত আসনের অধিকার লাভ করেছিলেন আর ইস্‌লামের নব-পর্যায়ের কাজকে তাঁরা আন্তর্জাতিক শক্তি দান করতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের স্থলাভিষিক্ত আজ আর কেউ নেই। "মহ্‌দীয়ত" আর "ওয়াহাবীয়তে"র মত কোন যোরদার আন্দোলন উত্থিত হওয়া ও সম্ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে দেখাযাচ্ছেনা। বাহায়ী আর আহ্‌মদী আন্দোলনের মত ইস্‌লামের নতুন ব্যাখ্যাকারী কোন আন্দোলন, বর্তমান অবস্থায় অস্থির হয়ে, যে কেউ আলমে-ইস্‌লামের সম্মুখে খাড়া করবে, তাও সম্ভবপর মনে হচ্ছেনা[১]।

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া চলে যে, ইস্‌লামের সাম্প্রতিক নবপর্যায় রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কতিপয় ধর্মহীন শাসনকর্তা নিজেদের মতলবসিদ্ধির জন্য এই আওয়ায উত্থিত করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, যা ঘটছে এর একটা বাস্তব ও দৃঢ় আওয়ামী বুনিয়াদ রয়েছে। আরব জাতীয়তার ওপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও আর স্বয়ং আরবদের কাছে আরবজাতীয়তা ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করলেও "আরব ঐক্যের" আসল ভিত্তি তাদের ভাষা বা ভৌগলিক চতুঃসীমা অথবা বংশের অভিন্নতা নয়। "আরব-ঐক্য" মূলতঃ শুধু ইস্‌লামের বুনিয়াদেই উন্মেষলাভ করেছে। বিপদে, সংকটে আর রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতিতে কেবল ধর্মই মানুষ বা সমাজকে সান্ত্বনা ও শক্তি যোগাতে পারে।

স্বভাবতঃ একটা প্রশ্ন ওঠে যে, ইস্‌লামের এই নব-পর্যায়ের রাজনৈতিক পরিণতি কেমন হবে? এসব অঞ্চলের অমুস্‌লিম অধিবাসীদের ওপর এর প্রভাব পড়বে কিরূপ ধরণের? মধ্যপ্রাচ্যে খৃস্টান চার্চের প্রসারলাভ করার কল্পনা সুদূরপরাহত, কারণ যারা এ'ভাব পোষণ করে আসছে, কোন স্থানেই তাদের ক্ষমতা বা প্রভাব নেই। আর প্রেসিডেন্ট নাসের ও জেনারেল কাসেম উভয়েই স্বস্ব নীতি সম্বন্ধে নিজেদের মতলবীদের দিয়ে ঈপ্সীত বিবৃতি দেওয়াতে পারেন আর তাঁরাও ভক্তি ও আগ্রহ সহকারেই তাঁদের নির্দেশ পালন করবেন। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার কাছে এসব বিবৃতির যেকোন মূল্য থাকতে পারেনা, সেকথা নাবল্লেও চলে। একমাত্র "ইখ্‌ওয়ানুল মুস্‌লিমুন" সততার সঙ্গে ইস্‌লামি নীতির পুনরুজ্জীবন সাধনে সচেষ্ট হয়েছিল কিন্তু মিসরে একান্ত নিষ্ঠুর ভাবেই এ আন্দোলনকে দমন করা হয়েছে, অন্যান্য দেশে এদের অনুসারীরা কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকার মালিক নয়। প্রগতিশীল তুরস্কের পক্ষে, সেখানে দরবেশীর দৈনন্দিন প্রসার অশুভ লক্ষণ হলেও অতীতের মত এই সাধুর দল পুনরায় যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে তার সম্ভাবনা নেই।

খৃস্টান ডিমোক্রেটরা ইউরোপীয় ঐক্যের যেমন ঝাণ্ডাবর্দার তেমনি ইসলাম বর্তমানে জাতীয়তাবাদের বাহন হলেও একটা মিলিত সংস্কৃতির সন্ধান ইসলাম দিয়ে থাকে সুতরাং এমহান স্বপ্ন একেবারে অকারণ মনে হয়না, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের পুণ্যাত্মা শাসনকর্তা যাঁরা, তাঁরাও নিজেদের দেশের উন্নতিবিধানকল্পে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপরেই যোর দিয়েছেন। যেসব দেশে "শরয়ী-আইন" বলবৎ রয়েছে, সেসব জায়গাতেও আধুনিক দণ্ডবিধি আর বাণিজ্যিক আইন চালু করার জন্য জনতার দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে।

ইস্‌লামের নবপর্যায় সম্বন্ধে অমুস্‌লিম সংখালঘু বিশেষ করে খৃস্টানরাই দুশ্চিন্তায় পড়েছে বেশী। ইস্‌লাম তার সহনশীলতার জন্য সঙ্গতভাবেই ফুটানি (?) করতে পারে কিন্তু আরব জাতীয়তার রূপায়ণে খৃস্টানরা অন্যদের সমানসমান অংশও গ্রহণ করেছে, কিন্তু তবুও মিসরে কিব্‌তীদের সম্বন্ধে যে একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাতেকরে খৃস্টানরা আশংকা করছে, ইস্‌লামের নবপর্যায়ে তারা বিপন্ন না হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবেই। লেবাননে এই কলহই সৃষ্টি হয়েছে যে, তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে, না মুস্‌লিম জাহানের সঙ্গে মিশে তার অস্তিত্ব খতম করে দেওয়া হবে? নবপর্যায়ের পটভূমিকায় কম্যুনিজমের আবির্ভাব ইস্‌লাম আর জাতীয়তাবাদের সম্মুখে কয়েকটি নতুন প্রশ্ন উত্থিত করেছে[২]।

১) খৃষ্টানদের রেনেসাঁর মত ইস্‌লামের নবপর্যায়ের জন্য নতুন পথ বা অভিনব ভাবধারার প্রত্যাশা করা ইস্‌লামের স্পিরাট আর তার মর্মবাণী সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইস্‌লামের শাশ্বত ও সনাতন পথে যতদূর মুসলমানরা প্রত্যাবর্তন করতে পারবে, ইস্‌লামের প্রগতি ও সত্যকার পুনরুজ্জীবন তত অধিক সার্থক ও সফল হয়ে উঠবে। আর সনাতন পথ থেকে তাদের দূরত্ব যতই বেড়ে যাবে, প্রগতি ও অগ্রগতিও ততোধিক দূরে পড়ে থাকবে। ইস্‌লাম বল্গাশূন্য, সীমাহীন উচ্ছৃংখলতার নাম নয়, আদর্শে, লক্ষ্যে আর কর্মজীবনে যে নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য ইস্‌লাম সাধন করেছে, বাহায়ী আর আহ্‌মদী আন্দোলন তার সীমা অতিক্রম করে গেছে। অতএব এ দু'টি আন্দোলনকে ইস্‌লামের নবপর্যায়ের উদ্বোধক মনে করা সত্যের অপলাপ মাত্র।

২) বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করলে সমালোচকের বিশ্লেষণকে বহুল পরিমাণে সঠিক মানতে হবে। কিন্তু ইস্‌লামের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখাযায় যে, মুসলমানদের জাতীয় অনুভূতি আর জাতীয় খুদীর ভিতর দিয়েই ইস্‌লামি আন্দোলনের বিবর্তন ঘটেছে। ইস্‌লামের সুপ্ত শক্তি বিভিন্নযুগে কোন্‌কোন্‌ অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে জাগ্রতি লাভ করেছে, বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তে ইস্‌লামের ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই তা অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এমন কোন আধুনিক সমস্যাই নাই, যার সঙ্গে অতীতে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে হয়নি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঐতিহাসিক তাবারী

আফ্তাব আহমদ রহমানী এম, এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)]

قد كانت اياتى تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سهرا تهجرون (سورة مومنون ع)

"আমার আয়ত সমুহ তোমাদেরকে পাঠ করে শুনান হত। কিন্তু তোমরা অহংকার করে, কোরানকে উপহাস করে এবং অকথ্য ভাষায় উহার আলোচনা করতে করতে পীঠ প্রদর্শন করতে।" এখানে "سمرا" শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইহাকে "مستكبرين"র ন্যায় বহুবচন হওয়া উচিত ছিল। ইবনে জরীর বলেন, এখানে "سمر" শব্দটির অর্থ "সময়"। অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তোমরা অকথ্য ভাষায় কোরানকে গালাগালি করতে করতে পীঠ প্রদর্শন করতে। আরবী ভাষায় এরূপ ব্যবহার যে ন্যায়সঙ্গত ইবনে জরীর ইহার জন্য পুরাতন কাব্য ঘেঁটে বহু প্রমাণাদি উপস্থিত করেছেন।

তফসীরুইবনে জরীর ও ফিকহশাস্ত্র

পূর্বেই বলেছি ইবনে জরীর একজন বিখ্যাত মুজ্তাহিদ ছিলেন এবং ইমাম চতুষ্টয়ের ন্যায় তাঁরও নামানুকরণে বহুদিন পর্যন্ত একটি মযহাবও প্রচলিত ছিল। তিনি পূর্ববর্তীগণের অন্ধঅনুকরণের পরিবর্তে তফসীর ক্ষেত্রে বিভিন্নস্থানে স্বীয় মতবাদ প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নে একটি আয়াত পেশ করছি :—

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترک خيران الوصية للو الدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين • (سورة بقرة)

"যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে, যদি সে ধন সম্পত্তি ছেড়ে যেতে থাকে, তবে পিতামাতা ও স্বজনগণের জন্ম যথাযথভাবে অছিয়ৎ করে যাওয়া তার প্রতি অপরিহার্য করে দেওয়া হল।"

আয়তটির মর্ম এই যে কোন ব্যক্তি যদি ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়, তা'হলে মৃত্যুকালে নিজের আত্মীয়দিগের, বিশেষ করে পিতামাতার জন্ম সে সম্পত্তির বণ্টন সম্বন্ধে অছিয়ৎ করে যাওয়া, তার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাতে মৃতব্যক্তির পুত্রগণ অথবা তাদের অবিদ্যমান আত্মীয়গণ ছাড়া কেউ অংশ পেত না। এতে মৃতব্যক্তির পিতামাতা বা অক্ষম নারী-আত্মীয়গণের কষ্টের অবধি থাকত না। মৃতব্যক্তির পিতামাতা বা স্ত্রী কন্যাগণ এ ব্যবস্থার ফলে সম্পূর্ণ নিঃসহায় নিঃসম্বল হয়ে পথের ভিখারী হয়ে পড়ত আর পুত্র বা যুদ্ধক্ষম দু'একজন আত্মীয় রাতারাতি "আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ" হয়ে যেত। সঙ্গতভাবে ধনের বিকেন্দ্রীকরণই হচ্ছে ইস্লামী অর্থনীতির গোড়ার কথা। ইসলামের ফারাএয বা উত্তরাধিকার আইনের সর্বত্রই এ নীতির অনুসরণ করা হয়েছে।

ফারাএয সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলিতে, কোন ওয়ারেছ কি প্রকার ও কি পরিমাণ স্বত্তাধিকার,, কোরানে তা' পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। ফারাএয সংক্রান্ত আয়াতগুলি নাযেল হওয়ার পূর্বে আমাদের আলোচ্য আয়াতটি নাজেল হয়। এ আয়াতে বিশেষ তাকিদের সহিত অছিয়তের আদেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে,— তোমাদের পরলোকগমনের পর তোমাদের যে সকল অবশ্য প্রতিপাল্য আত্মীয় স্বজন, আরবদের বর্তমান নিয়মানুসারে পথের ফকির হয়ে যাবে—তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে যাওয়া প্রত্যেক পরহেজগার ও পুণ্যার্থী মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। সেই প্রতিপাল্য আত্মীয়স্বজন কে বা কারা তার বিচার করার ভার

www.ahlehadeethbd.org

আসন্ন মৃত-প্রায় লোকটির বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু পিতামাতা সম্বন্ধে চিন্তা বা বিচারের কোন অবকাশ দেওয়া হয়নি। এক্ষে তাদের কথা স্বয়ং আল্লাই বলে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতটি মনছুখ বা রহিত হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে আলেমগণের মধ্যে বিরাট মতভেদ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

অধিকাংশ আলেম ও তফসীরকারের মতে আয়াতটি মনছুখ বা রহিত। কিন্তু কোন প্রমাণের দ্বারা আয়াতটি মনছুখ হল এ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। আয়াতটি সম্পূর্ণ না আংশিকভাবে মনছুখ, সে সম্বন্ধেও আবার মতভেদ দেখা যায়। পক্ষান্তরে, আর একদল আলেম একে মনছুখ বলে স্বীকারই করেন না। অপর পক্ষের উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণাদির অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্ত এরাও কোন চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

যাঁরা আয়াতটিকে মনছুখ বলে স্বীকার করেন না তাঁরা বলেন, প্রথমতঃ ফারাএযের যে আয়াতদ্বারা এ আয়াতকে মনছুখ বলা হ'য়েছে তাতেও "من بعد وصية" (অছিয়তের পর) এ পদটি প্রত্যেকস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং "ফারাএযের আয়াতে ওয়ারেছদের অংশ নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে—তাদের প্রতি আর অছিয়ত চল্‌তে পারেনা"—এরূপ কথা বলা সঙ্গত হবে না।

দ্বিতীয়তঃ—সূরা মায়েদা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার বহু পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে দু'জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে "অছিয়তের" সময় সাক্ষি করে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অছিয়তের আদেশ যে রহিত হয়নি তা স্পষ্টতঃ কোরান হতেই জানা যাচ্ছে।

তৃতীয়তঃ :—যেসব হাদিসকে আলোচ্য আয়াতটীর নাছেখ বলে উল্লেখ করা হয় সেগুলি একেত খবরে আহাদ তারপর যঈফ বা দুর্বল। অতএব দুর্বল হাদিস দ্বারা কোরানের কোন আয়াতকে রহিত করা যেতে পারে না।"

ইবনে জরীর আলেমগণের এ সব অনাবশ্যক তর্ককে ঝেড়ে ফেলে বলে উঠেছেন, আলোচ্য আয়াতটীর মনছুখ হওয়া না হওয়ার কোনই তর্ক উঠ্‌তে পারেনা, তোমাদের প্রমাণ ও পাল্টা প্রমাণ সবই নিরর্থক। কারণ, ফারাএযের আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতটীর تخصيص হচ্ছে মাত্র। مخصص আর ناسخ এ দুই এক জিনিষ নয়। যেসব স্বজনের অংশ নির্দ্ধারিত নাই অর্থাৎ যারা যাবিল ফুরুজ নয়, অথবা যারা অবস্থাগতিকে বঞ্চিত বা নিষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে যেমন পিতৃহীন পৌত্র—এদের জন্য আলোচ্য আয়াতটী অনুসারে অছিয়তের বিধান এখনও সমানভাবে বলবৎ হয়ে আছে।

মৃতব্যক্তির অছিয়ৎ সম্বন্ধে ইবনে জরীর চরমপন্থী। তিনি বলেছেন যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি অছিয়ৎ না করে মরে যায় তবে সে গোনাহগার হবে[১]।

তফসীর ইবনে জরীর ও ইলমে কালাম

এবনে জরীর তফসীরের স্থানে স্থানে আমরা ইলমে-কালামের আলোচ্য বিষয়গুলিরও আলোচনা দেখতে পাই। ইলমে কালাম সম্বন্ধীয় তাঁর কতকগুলি সিদ্ধান্ত আজও আলেম সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয়ে আসছে। আঁ-হযরেতর (দঃ) সশরীরে মে'রাজ সম্বন্ধে তিনি যেসব যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি তাঁর যুগ থেকে আরম্ভ করে ইমাম রাযীর যুগ পর্যন্ত সমস্ত তফসীরকারকগণ দ্বিধাহীন চিত্তে নকল করে এসেছেন। তিনি বলেছেন, মে'রাজ সম্বন্ধীয় আয়াতে "عبد" শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আর আরবী সাহিত্যের কোথাও "عبد" শব্দ দেহ ছাড়া শুধু মাত্র "রুহ"এর অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়-না। অতএব একথা স্বীকার করতে হবে যে মে'রাজ দেহ সহকারে (সশরীরে) হয়েছিল।

উল্লিখিত আলোচনাগুলি ছাড়া আমরা ইবনে জরীরের তফসীরে তদানীন্তন পথভ্রষ্ট দলগুলির মতবাদের প্রতিবাদও দেখতে পাই। কদরীয়া, জাহমিয়া, মুতাযেলা, রাফেযা ইত্যাদি মতবাদগুলির যেখানে যে আয়াত দ্বারা ভ্রষ্টতা প্রতিপন্ন হচ্ছে, ইবনে জরীর সেখানেই তার বিস্তৃত আলোচনা করেন। এ'ছাড়া, মুফরাদাতে কোরানের ব্যাখ্যা, কঠিন শব্দাবলীর আভিধানিকঅর্থ, উহাদের ধাতু একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন ইত্যাদির আলোচনা, স্বীয় বক্তব্যের সহায়ক হিসেবে আরবী পৌরানিক সাহিত্যের উদ্ধৃতি এবং সর্বপোরি ইবনে জরীরের অনুকরণীয় রচনাভঙ্গী তফসীরখানিকে অতুলনীয় করে তুলেছে।

১) তফসীর ইবনে জরীর ২য় খণ্ড ; ৬৬ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবনে জরীর তাঁর এগ্রন্থখানিকে ২৮৩ হিঃ হতে ২৯০ হিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসরে সমাপ্ত করেন[১]। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি এখানাকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করবেন। কিন্তু তাঁর ছাত্রেরা এতে আপত্তি করেন এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উহাকে সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। অবশেষে তিনি উহাকে ৩০০০ (তিনি হাজার) পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেন[২]। এ সংক্ষেপের জন্য তাঁর মনে যে অনুতাপ হয়েছিল, তফসীর খানীর স্থানে স্থানে তার অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

ইবনে নদীম লিখেছেন, কেহ কেহ ইবনে জরীরের তফসীর খানির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের করেছেন। এদের মধ্যে এক জনের নাম আবুবকর[৩]।

হাজী খলিফা স্বীয় কাশফুয্ যুনুন গ্রন্থে লিখেছেন, পরবর্ত্তী আলেমগণের মধ্যে একজন মনসুর বিন নূহ সামানীর আদেশক্রমে এগ্রন্থখানির ফার্সি তরজমা লিখে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত তরজমা খানির কোন পূর্ণ কপি কোথায়ও আছে বলে জানা যায় না। তবে বিক্ষিপ্ত অংশ দু একটী লাইব্রেরীতে আছে বলে *Bibliothique National* এর *Catalogue* এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই তরজমা খানির মুখবন্ধ পাঠ করলে মনে হয় সম্ভবতঃ কোরানের তফসীরকে আরবী হতে ফার্সি ভাষায় নকল করার এটাই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। কারণ এতে দেখা যায় যে অনুবাদক তাঁর এ কাজের বৈধতা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় প্রথমে আলেমগণের নিকট হতে ফত্ওয়া তলব করেন এবং তাঁদের অনুমতি পাওয়ার পরই তিনি একাজে হাত দেন। তিনি লিখেছেন :—

... . پس علماء ماوراء النهررا
گرد کرد، وازایشان فتوی کرد کسے روا
باشد کہ ایں کتابرا بہ زبان فارسی گردا
نیم گفتند روا باشد . . . . الخ

১) খতিব ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ।
২) Ibid
৩) ফিহরিশত ৩২৭ পৃঃ।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, ইবনে জরীরের তফসীর দীর্ঘ এক হাজার এগার বৎসর পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ময়মনা প্রিন্টিং প্রেস, মিসরে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়েছে। অতঃপর বুলাক প্রেস ইহাকে ত্রিশ খণ্ডে ছাপিয়ে প্রকাশিত করেছেন। জাযাহুমুল্লাহ।

ইব্নেজরীর ও হাদীস

পূর্বেই বলেছি ইবনেজরীরের প্রতিভা ছিল বিভিন্নমুখী। তিনি একাধারে তফসীর, হাদীস, ফেকাহ ও ইতিহাস শাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দী পণ্ডিত ছিলেন। তফসীর শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা আমরা পূর্বে করেছি। এক্ষনে হাদিস শাস্ত্রে তাঁর প্রতিভার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

যহবী তাঁর তয্কিরাতুল হুফ্ফাজ নামক গ্রন্থে তাবারীকে মুহাদ্দেসগণের পর্যায়ভুক্ত করে লিখেছেন هوالامام العلم الفرد الحافظ (১) অর্থাৎ তিনি ছিলেন হাদিস শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য, অদ্বিতীয় ইমাম ও হাফেজ। মুহাদ্দীসীনদের পরিভাষায় হাফেজ বল্তে এমন একজন হাদিস বিশেষজ্ঞকে বুঝায় যাঁর এক লক্ষ হাদিস মুখস্থ থাকে[২]। ইমাম নববী বলেছেন যে, হাদিস শাস্ত্রে তাবারী ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাছায়ীর পর্যায়ভুক্ত[৩]।

হাদিস শাস্ত্রে তাবারীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থ হল তহযীবুলআসার। কিতাব খানার প্রারম্ভে হযরত আবুবকরের সূত্রে বর্ণিত হাদিসগুলি স্থান লাভ করেছে। এ' কিতাবখানায় তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা' হল এই যে, প্রথমতঃ একজন সাহাবীর বর্ণিত সমস্ত হাদিসগুলি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হাদিসগুলির সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন; হাদিসগুলির দ্বারা কোন কোন মসআলার উপরে আলোকপাত হচ্ছে তার হদিস দিয়েছেন; উদ্ভূত মসআলাগুলি সম্বন্ধে আলেমগণের মতবিরোধ থাকলে তা উল্লেখ করেছেন;

(৫২৯ পৃঃ দ্রঃ)

(১) তয্কিরাতুল হুফ্ফাজঃ যহবী, ২য় খণ্ড ২৭৭ পৃঃ।
২) টীকা, মুকাদ্দিমা মুসতালাহ আহলিল আসর, আবদুল হক্ দেহলভী ১ পৃঃ।
৩) তহযীবুল আসমা ১ম খণ্ড, ৭৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

অভিনন্দন

—আতাউল হক

তুমি লু'কে আছ
এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি-দিন থেকে;
জানি,
প্রলয়-দিনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত থাক্‌বে চির-প্রচ্ছন্ন!
এই বিচিত্র স্বভাবে
এই বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত, চকিত-চমকিত!
হতভম্ব বন্ধুরা বলে,
তুমি অসত্য-অলিক, তুমি চির-বিলুপ্ত!
আমি সবিস্ময়ে ভাবি,
তোমাকে আমার বন্ধুরা কেন দেখ্‌তে পায়না?
আমি এই চোখে
নিত্য অগণিত বার হে প্রিয়, তোমাকে দেখেছি!
আমি দেখেছি তোমাকে
স্নিগ্ধ বসন্ত-দিগন্তে ডুবন্ত রক্ত-রবির সাথে,
প্রতি পুষ্পাস্তীর্ণ পথে;
সঙ্গীত-মুখর অরণ্যে
শিশির-সিক্ত উষায়;
বিচিত্র-পুলিনা তটিনীর কিন্নরী-কণ্ঠ-সঙ্গীতে—
চটুল-ছান্দিক নৃত্যে;
উদাস-ব্যথিত শ্রাবণের
ধ্যান-গম্ভীর দিগন্তের রিক্ত সীমায় সীমায়;
শিশির-স্নাত উষার
আবেশ-বিভোল কোরকের অস্ফুট স্বপ্নের অন্তরালে!
যারা ব'লে থাকে,
তুমি অসত্য-অলিক,
তারা বিভ্রান্ত-মতিচ্ছন্ন!
জানি হে চির-মৌন,
তুমি চির-প্রকাশ্য—তুমি চির-দৃশ্যমান!
সুপারি-পান-চূণের অদৃশ্য রক্ত-রঙ্‌ কেউ কি দেখেছে?
আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
সেই অকাট্য সত্য হয়েছে চির-ভাস্বর!
তোমার বিচিত্র স্বভাবে
তুমি প্রহেলিকা—
তুমি নেপথ্যচারী,
আমি প্রত্যক্ষ করেছি
নিখিল দিগন্তব্যাপী তোমার সুস্পষ্ট প্রকাশ!
সুন্দর-ঘন প্রিয়,
নন্দিত-বন্দিত তুমি,
গ্রহণ কর তুমি শ্রদ্ধার অঞ্জলি আমার!

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

(১৫)

মূল—স্যার-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাহা হউক ওহাবী শক্তির উৎসমূল ছিল তাহাদের বিশুদ্ধ চরিত্র, খোদার নির্মল একত্বে দৃঢ় আস্থা, প্রচার জীবনের সারল্য এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের আড়ম্বর হীনতা। তাহারা জোরের সহিত বলিয়াছে যে, প্রাথমিক মুসলমানদের বিশ্বাস ও কর্মপ্রণালী সর্ব কালেই মুসলমানদের জন্য অবশ্য অবলম্বনীয়। সুতরাং রসূলুল্লাহ (দঃ) ও তাঁহার সাহাবা বৃন্দের যুগ পর্যন্তের মুসলমানগণ কর্তৃক পালিত ও আচরিত সরল সহজ সত্য ইসলামের প্রতিষ্ঠার্থ তাঁহারা জীবন পাত করিতেও প্রস্তুত। তাহাদের মতে প্রত্যেক মযহাবির পক্ষে অনন্ত শক্তিধর খোদার শক্তি সিন্ধুতে নিজের জীবনের সমস্ত সত্বা ও অস্তিত্ব বিলীন করিয়া তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মানে হইতেছে ঈমান। সমাজ নীতি ও রাজনীতিতেও তাহারা প্রাথমিক মুসলমানদের ন্যায় সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সরল নিরাড়ম্বর জীবন যাপন এবং নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারের উপর আস্থাশীল। ওহাবীদিগের এই মতবাদের সহিত ইসলামের মৌলিক আদর্শের মিল আছে বলিয়া শরিয়তের মর্য্যাদা এবং স্বার্থ চিন্তা-শূন্য আলেমগণের মর্মস্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু স্বার্থপর এবং অনেক ক্ষেত্রে বিলাসী-ভোগী এবং চরিত্রহীন উন্মার্গাচারি রাজা বাদশাহগণ হইতে আরম্ভ করিয়া খানকাহ ও মাজারের খাদেম (সেবায়েত) গণ নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগার আশংকা করিয়া উহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া নানাবিধ ধ্বনির দ্বারা মুসলমান সাধারণকে ওহাবীদিগের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে কোন ওহাবী মতাবলম্বীর পক্ষে আত্মগোপণ ব্যতীত মুসলমান সমাজে থাকিয়া সম্মান ও জীবন রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাহউক সৈয়দ আহমদ সাহেব ওহাবী নেতা আবদুল ওহাবের একজন নিষ্ঠাবান মুরিদরূপে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (স্যর হাণ্টারের এই যুক্তি সম্পূর্ণতঃ অসত্য)। প্রথমতঃ সৈয়থ মোহাম্মদ বিন্ আবদুল ওহাব ১৭৮৭ সালে মৃত্যু বরণ করেন, আর সৈয়দ আহমদ সাহেব ১৮২২ সালে অর্থাৎ ওহাবী নেতার মৃত্যুর ৩৭ বৎসর পরে মক্কাধামে গমন করেন। এবং তিনি যেসময় মক্কাধামে গমন করেন স্যার হাণ্টারের উক্তি মতেও সেই সময়ে কোন ওহাবী মতাবলম্বীর পক্ষে স্বীয় বিশ্বাস গোপন করিয়া ব্যতীত মুসলমান সাধারণের মধ্যে চলাচল অথবা মেলামিশা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। সুতরাং সৈয়দ আহমদ সাহেব মক্কা ও মদিনা এই দুইটি পবিত্র নগরীর কোনস্থানে কিপ্রকারে ওহাবীদের সহিত ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ পাইলেন? দ্বিতীয়তঃ হজরত সৈয়দ আহমদ সাহেব ভারতের অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক দার্শনিক এবং সংস্কারক শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবির যোগ্য উত্তরাধিকারী শাহ আবদুল আজিজ ও শাহ আবদুল কাদিরের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। শাহ ওলীউল্লাহ এবং তাঁহার বংশধরগণ সমগ্র মুসলিম জগতে আহলে সুন্নত, অল জামাআতের স্তম্ভ স্বরূপ পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। তবে সংস্কারের দিক দিয়া সায়থ মোহাম্মদ বিন্ আবদুল ওহাবের মতবাদের সহিত মওলানা সায়থ ইসমাইল শহীদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনেক ক্ষেত্রে যেমন মিলও আছে তেমনি আবার নানা স্থানে মতদ্বৈধতাও রহিয়াছে। এই দীন সেবকের এই কথার সত্যতা নির্ণয়ের জন্য বিদ্বান পাঠকদিগের নিকট সেয়খ মোহাম্মদ বিন আবদুস ওহাব কৃত "কিতাবুত্তওহীদ" এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদ প্রণীত "তাকবিয়াতুলঈমান গ্রন্থদ্বয় মিলাইয়া পড়িতে অনুরোধ জানাইতেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে শাহ ওলীউল্লাহ সংস্কারের যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শাহ আবদুল আজিজ যাহাকে রূপায়িত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, সৈয়দ আহমদ সাহেব সেই ওলিউল্লাহ বংশের শাহ মোহাম্মদ ইছমাঈল ও শাহ আবদুলহাই এই উজ্জ্বল রত্নদ্বয়ের সহযোগে সেই পরিকল্পনাকে পূর্ণভাবে রূপায়িত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। তিনি মক্কাধামে গমনের পূর্বেই যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে পাঞ্জাব হইতে শিখ শক্তির উৎখাত এবং সমগ্র ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়িত করিয়া ভারতে খোলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শানুযায়ী ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল। কিন্তু যে হেতু উহাতে ইংরাজ বিতাড়নের কথা ছিল সেই হেতু ইংরাজগণ তাঁহার আন্দোলনকে বানচাল করিয়া দিবার মতলব চালিত হইয়া ঐ শ্রেণীর বিভ্রান্তিকর মিথ্যা প্রচারনায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এতদ সংশ্লিষ্ট বহু প্রমাণ্য পুস্তকে ঘটনাবলী আদ্যপান্ত লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। (অনুবাদক) সুতরাং যে স্বপ্নে বিভোর হইয়া আবদুল ওহাব আরবে একটি বিরাট ওহাবী রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, সৈয়দ আহমদও অনুরূপ চিন্তায় আত্মহারা হইয়া ভারতের বক্ষস্থল হইতে "ক্রুস" অংকিত পতাকা উৎপাটিত করিয়া হিন্দুস্থানের প্রতিটি নগর পল্লীতে ইসলামী পতাকা প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ মক্কাধামে গমনের পূর্বে যাহা ছিল তাঁহার পক্ষে খোয়াবী বস্তু, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাকে তিনি কর্ম্মের দ্বারা রূপায়িত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং সেই সঙ্গে তাহার এরূপ দৃঢ় প্রতিতীও জন্মিয়াছিল যে, যে পন্থায় তাহার গুরু আবদুল ওহাব আরবে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই পন্থায় তিনিও ভারত হইতে ইংরাজ বিতাড়িত করিয়া উহা অপেক্ষাও একটি বিরাট শক্তিশালী ইসলামী রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন।

মক্কাধামে এমাম সাহেবের (সৈয়দ আহমদ) অন্তর্জগতে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা তিনিও তাঁহার খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার বাহ্যিক জীবনে যে আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছিল কার্য কারনের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে থাকিতে তিনি যেরূপে নিরবে ভ্রমণ পূর্ব্বক দলে দলে লোকদিগকে মুরিদ করিতে ছিলেন মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সে দিকে আর তাঁহার তেমন ঝোঁক রহিলনা। সুতরাং প্রথম হইতে তিনি যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপে পীরী-মুরিদীর পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিয়া লইতে বেগ পাইতে হইলনা। (আশ্চার্য, স্যার উইলিয়ম হাণ্টার সৈয়দ আহমদ সাহেব যে ভারতে ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পীরী মুরিদী পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে স্বীকার করা সত্বেও কিছুক্ষণ পূর্বে তাহা কর্তৃক মক্কায় বসিয়া ওহাবী প্রেরণা চালিত হওয়ার খোয়াব দেখিলেন কিরূপে? প্রকৃত ঘটনা হইতেছে এই যে, তাঁহার গুরু শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) এর উপদেশ অনুযায়ী তিনি জেহাদ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সেজন্য ভারতব্যাপী যে প্রচারের দায়িত্ব ছিল তাহা সমাধা হওয়ার পর জেহাদের অগ্রবর্ত্তী কর্ত্তব্য পালনের জন্য শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) এর উপদেশক্রমে তিনি সদল বলে মক্কাধামে গমন করেন। কিন্তু পবিত্র হজ্বব্রত উদ্‌যাপনান্তে সদলবলে তিনি যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তাহার কিছুকাল পূর্বে শাহ আবদুল আজিজ ইহধাম ত্যাগ করিয়া জান্নাতবাসী হইয়াছিলেন। (অনুবাদক)

তিনি জাহাজ হইতে সদলবলে বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করায় সঙ্গে সঙ্গে এক বিপুল জনতা একান্ত ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া সাদরে বরণ করিয়া লইল, এবং তাঁহার নিকট মুরিদ হওয়ার আগ্রহাতিশয্য বশতঃ তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য বোম্বাই নগরে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি অসংখ্য নরনারীর চিত্তের আবেগ পূর্ণ আবেদনের প্রতিভ্রূক্ষেপ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাত্র না করিয়া বোম্বাই ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর তিনি ভারতের যে সমস্ত নগর ও জনপদে পদার্পণ করিলেন সর্বস্থানের জনতা মক্কাগমনের পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহ উদ্যম সহকারে তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইতেছিল। কিন্তু উহার প্রতি তাঁহার যেন কোন লক্ষ্যই ছিলনা। এবং অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছিল লোক দিগকে মুরিদ করার প্রতি তাঁহার যেন বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে। এই উচাটনতার মূলে একটি নিগূঢ় কারণ ছিল। সেই কারণটি হইতেছে এই যে, স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিবার পক্ষে ভারত অপেক্ষা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং সেই স্থানের দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ প্রিয় পাঠানদের প্রতি তাঁহার চিন্তা নিবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাবলী আমি এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু যে আদর্শ চালিত হইয়া তিনি এক অতি বিস্ময়কর ধর্ম ও রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং বৃটিশ শক্তির পক্ষে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের নিরন্তর চেষ্টা দ্বারা যে বিপ্লবের আগুন নির্ব্বাপিত করা সম্ভবপর হয় নাই, এইক্ষণ উহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে চেষ্টা করিতেছি। বলাবহুল্য তাঁহা কর্তৃক প্রবর্ত্তিত নীতি ও নিয়মকানুন তাঁহার যোগ্য অনুগামীদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এ সমস্তই আমার আলোচনার মূলভিত্তি। বস্তুতঃ ইসলাম ধর্মে তিনি যেরূপ বিস্ময়কর সংস্কার মূলক ইনক্লাব সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইতিহাস হইতে উহার নযীর বাহির করা দুষ্কর।

ভারতে ওহাবী বিপ্লবীদিগের সম্মুখে প্রথম যে বিপদ আবির্ভূত হইয়াছিল, সেটি হইতেছে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এযাম সাহেবের অন্তর্দ্ধান। (সৈয়দ আহমদ সাহেব ১৮৩১ সালের জুন মাসে বালাকোটের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েন। কিন্তু অন্যান্য শহীদগণের লাশের মধ্যে তাঁহার লাশ না পাওয়া যাওয়ায় তিনি সশরীরে অদৃশ্য স্থানে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভক্তদের মধ্যে একটি দলের ধারণা হয়। (অনুবাদক) তিনি দীনদার মুসলমানদিগের নেতৃত্ব করিয়া তাহাদিগকে বিজয়ী করিবেন বলিয়া তাঁহার অনুগামীবৃন্দ যে দৃঢ় আস্থা পোষণ করিতে ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু সেই ধারণা ধূলিস্যাৎ করিয়াদিল। কিন্তু এই এখতিয়ার বহির্ভূত ব্যাপারের নানা ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার ধূম্র সৃষ্টি হইতে রহিল। মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, কেয়ামতের পূর্বে বিদ্রোহ বিপ্লব এবং যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা পৃথিবী-বক্ষ বিচলিত হইয়া উঠিবে। নূতন নূতন ভাবধারার ভিত্তিতে অসংখ্য নূতন নূতন দল সৃষ্টি হইবে। চরিত্রহীন নীচস্বভাব লোকেরা সম্মানের আসন লাভ করিবে। ঘনঘন ভূমিকম্প হইবে এবং মহামারি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ নিত্য নৈমিত্তিকার ব্যাপারে পরিণত হইবে। অবশেষে পাঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের অপর পারে এমাম মেহদী আবির্ভূত হইবেন। তিনি নবী বংশ সম্ভূত এবং তাঁহার নাম হইবে মোহাম্মদ। জন্মগ্রহণ করার পর কিছুকাল যাবত তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত করিয়া একদা আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হইয়া আরব রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন এবং আর একবার খৃষ্টানদিগকে পরাজিত করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবেন। এই সময়ে দাজ্জাল আবির্ভূত হইয়া এমাম মেহদীর বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইবে, এমন সময়ে দামেস্ক নগরের একটি শ্বেত বর্ণের মীনারাপথে হজরত ঈছা (যীশুখৃষ্ট) পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া দাজ্জাল নিধন এবং সমস্ত অনাচারি কদাচারী ধর্ম-দ্রোহীদিগকে পরাজিত পর্যুদস্ত করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রবর্ত্তিত সত্য ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

ভারতের ওহাবী বিপ্লবীগণ তাহাদের এমাম সৈয়দ আহমদ সম্বন্ধে এরূপ দাবীও করিয়াছেন যে, হজরত ঈছার পুনরাবির্ভাবের পূর্বে যেমহান এমাম আবির্ভূত হওয়ার কথা আছে, সৈয়দ আহমদই সেই এমাম মেহদী। (হজরত সৈয়দ আহমদ জীবিত থাকা কাল পর্যন্ত তিনি স্বয়ং বা তাহার দলের কেহ তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ধারনা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে তাহার শাহাদাত প্রাপ্তির পর তাঁহার পরবর্ত্তী অনুগামীদের মধ্যে এরূপ ধারনা পোষণ করিতে দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই প্রকার মতবাদ এবং তাঁহার গায়েব হওয়া সম্বন্ধে যে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হয় তাহার ফলে দলে ভাঙ্গন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধরিয়া যায়। মুজাহিদ বাহিনীর মূল পরিচালক মওলানা মোহাম্মদ এছহাকও ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিপুল সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দল ছাড়িয়া কেহ কেহ হেজাজ হিজরত করেন। আবার কেহ কেহ ভারতে থাকিয়া ভিন্ন পথে ধর্ম্ম সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য এই জন্যই দিল্লী হইতে পাটনা সাদেকপুর নামক স্থানে মুজাহিদ বাহিনীর প্রচার ও সংগঠনী কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। মওলানা কারামতআলী মরহুমও সৈয়দ আহমদ সাহেবের অন্যতম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনিও ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেন, এবং সেজন্য তাঁহার সম্বন্ধে অনেকে মন্দ ধারনাও পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের দরুণ দলে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে মওলানা কারামতআলীর মানসিকতার উপর উহাই কার্যকরি হইয়া ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত রহস্য আল্লাহই সম্যক অবগত রহিয়াছেন। (অনুবাদক)

কিন্তু যেই ভাবি ইমামের লক্ষণাবলীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি আবির্ভূত হইয়া মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্বক সমস্ত মিথ্যাশ্রয়ীদের বিরুদ্ধে লড়িয়া সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সৈয়দ আহমদ অসময়ে নিহত হওয়ায় উহার সহিত যে অমিল দেখা-দিল এবং সেবিষয়ে যেসমস্ত প্রতিবাদ উপস্থিত হইল, সেই সমস্তকে কাটান দিবার জন্য এমাম সাহেবের খলিফাগণকে একটি নূতন ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহারা বলিলেন যে, এমাম মেহদী কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে আবির্ভূত হইবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোন কথা নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আবির্ভাবের কাল হইতে কেয়ামতের মধ্যবর্ত্তীকালে তিনি সংস্কারকের আকারে আবির্ভূত হইয়া ইসলামকে সংস্কার করিবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রহিয়াছে। এমাম সাহেব কর্ত্তৃক সেই পবিত্র দায়িত্ব সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে, সুতরাং তিনিই মেহদী। এতৎসংশ্লিষ্টে তাঁহারা ধর্ম্ম পুস্তকাদি হইতে বহু প্রমাণ উপস্থিত করিয়া দেখা-ইলেন যে, রসূলুল্লার ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবিক এমাম মেহদীর কাল হইতেছে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগ। এমাম সাহেব হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে অর্থাৎ ১২৫১ হিজরীর সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আশ্চার্য্য এই যে, যদিও শিয়াগণ এই সকল সুন্নি সংস্কা-রকদিগকে সুনজরে দেখিতে অভ্যস্থ নহেন, তবুও তাঁহা-দের উলামাবৃন্দ আর একধাপ অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, "রসূলুল্লাহর হাদীসে আছে যে, "—এমাম মেহদী হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খোরাসানে আবির্ভূত হইয়া ফেরেস্তা এবং খলিফা ও সৈন্য সামন্ত সহ তুরস্কে অভিযান চালাইয়া কাফের নিধন পূর্বক ইসলামকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" সৈয়দ আহমদ যেসময়ে জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়ে ভারতে ইংরাজ কাফেরের প্রভুত্ব বিদ্যমান ছিল, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। সুতরাং ঐ সকল উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে মুসলমান সাধারণকে মোটেই বেগ পাইতে হইলনা।

ইহার পরে আরও নানাবিধ জাল ভবিষ্যদ্বাণী সৃষ্টি করিয়া মুসলমান সাধারণের সম্মুখে উহাকে আরও সহজ বিশ্বাস্য করিয়া তোলা হইল। তন্মধ্যে যে দীর্ঘ কবিতাবলী উত্তর ভারতের মুসলমানদের নিত্য সকাল সন্ধ্যায় আবৃত্তির বস্তু হইয়া রহিয়াছে নিম্নে উহার কয়েকটি পদের মর্ম্মার্থ উপস্থিত করিতেছিঃ—

"আমি খোদার শক্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং দুনিয়াকে বিপদের ঘনঘটার মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। আমি নীচ স্বভাবের লোকদিগকে অনর্থক বিদ্যার্জ্জন পূর্ব্বক সম্মানের পোষাকে আচ্ছাদিত দেখিতে পাইতেছি।

আমি সংসার হইতে বিনয়ী, শিষ্টাচারী, ভদ্র সজ্জনের সংখ্যা লোপ পাইতে এবং দুর্ব্বিনীত আত্মম্ভরী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে দেখিতে পাইতেছি। আমি তুর্কী ও ফার্সীদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাইতেছি।

আমি দুনিয়ার বক্ষকে সৎকর্ম্মশূণ্য এবং অসৎ কর্ম্মে পূর্ণ দেখিতে পাইতেছি। আমি কেবল কি এই সমস্ত দেখিতেছি? বরং ইহা অপেক্ষাও ভয়াবহ চিত্র সমূহ আমার নয়ণ সমক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছে। কিন্তু তবুও আমি নিরাশ হইনাই, কারণ বিপদ বারণকারীর

www.ahlehadeethbd.org

অভিপ্রায় আমি জানিতে পারিয়াছি।

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীবক্ষে নিত্যনূতন রহস্য জনক ব্যাপার আবির্ভূত হইতে আরম্ভ করিবে। আমি দুনিয়ার সমস্ত রাজা বাদশাহবৃন্দকে পরস্পরের মধ্যে ধ্বংসাত্মক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত দেখিতে পাইতেছি। আমি হিন্দুস্থানবাসী দিগকে বিমর্ষ এবং তুর্কীগণকে মযলুম অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি।

এই সময় একজন এমাম (নেতা) আবির্ভূত হইবেন যিনি সমগ্র জগতে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক শান্তি ও সুখ সমৃদ্ধি আনয়ন করিবেন।

[মূল কবিতায় ১৫০ হিজরী লিখিতছিল। কিন্তু সৈয়দ আহমদ সাহেবের জন্ম ও মৃত্যু সময়ের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে উহাকে দ্বাদশ হিজরী করা হইয়াছে। ১৮৭০ সালের সি,খণ্ড কলিকাতা রিভিউর ১০০ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।]

(৫২৩ পৃঃ পর)

উভয়পক্ষের দলীল প্রমাণাদির উল্লেখ করেছেন এবং সর্বশেষে উল্লিখিত হাদিসগুলির অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্দাবলীর অভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের আলোচনা করেছেন। এ' মহামূল্যবান কিতাবখানির কিয়দংশ ইস্তাম্বুল লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে[৪]।

ইবনেজরীর ও ফিকহ

ফিকহ-শাস্ত্রে ইবনেজরীরের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান আমাদের এ' সংক্ষিপ্ত কলেবর নিবন্ধের সাধ্যাতীত। তাই আমরা এ সম্বন্ধে শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে তিনি একজন "মুজ্তাহেদে মুত্লক" ছিলেন এবং বর্তমান জগতের ইমাম চতুষ্টয়ের ন্যায় তাঁরও নামে একটি মযহাব পঞ্চম হিজরীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ইবনেজরীর ও ইতিহাস

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিতগণের নিকট ইবনেজরীর তাঁর ইতিহাসের মাধ্যমেই অধিকতর পরিচিত। তাঁর এ মূল্যবান গ্রন্থখানা "আখ্বারুর রসল ওয়াল মুলুক" নামে পরিচিত। এ'তে সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে ৩০২ হিজরী পর্যন্ত সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা সনদ সহকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। ঘটনাগুলি উল্লিখিত হয়েছে *Chronological order*এ (সময়ানুক্রমিক পদ্ধতিতে)। অর্থাৎ শিরোনামায় বৎসরের উল্লেখ করে উল্লিখিত বৎসরে কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল তা তিনি সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। মোট ছয় হাজার পৃষ্ঠায় যখন বইখানা আত্মপ্রকাশ লাভ করল তখন তা' দেখে তাবারীর শাগ্রেদেরা এক বাক্যে অত বড় বিরাট বই পড়তে অস্বীকার করল। এতে তাবারী বললেন, *"Enthusiam for learning is dead"* জ্ঞানসাধনার পিপাসার মৃত্যু ঘটেছে[৫]। যাক্, পরে তিনি বইখানাকে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখ্লেন। এ' সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানাই হল "আখ্বারুর রসল ওয়াল মুলুক"। এবং এখানাই আমাদের হস্তগত হয়েছে। বর্তমান জগতের ঐতিহাসিকগণ ইহার বিশ্বস্ততার জন্য (*authenticity*) যত্রতত্র ইহার বরাত (*Reference*) দিয়া থাকেন।

পরবর্তী যুগে উল্লিখিত ইতিহাস খানি আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উহাতে সনদগুলিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মূল ঘটনাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কেহ কেহ আবার ইহার পরিশিষ্ট ও (*Appendix*) লিখেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিকগণের নিকট বইখানি কি পরিমান সমাদর লাভ করেছে তা' তার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদগুলি দেখ্লে বেশ বুঝা যায়।

আবুআলী মুহাম্মদ বলআমী ফার্সী ভাষায় এর অনুবাদ করেন। তুর্কী ও ফ্রেন্স ভাষায় ও ইহা অনুদিত হয়েছে। এর কিয়দংশের অনুবাদ লেটীন ভাষায় করে উহা ৮৬৩ইং সালে প্রকাশিত হয়েছে[১]। ইতিহাস শাস্ত্রে তাবারীর আর একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "আল আসারুল বাকিয়া আনিল কুরুনিল খালিয়াহ" ১৯১৯ইং সনে মিসর হতে প্রকাশিত হয়েছে।

কথিত আছে, তাবারী তাঁর জ্ঞানসাধনার জীবনে ৪০ বছর ধরে দৈনিক ৪০ পৃষ্ঠা করে লিখেছিলেন। এ হিসেবে তাঁর মোট দানের সংখ্যা হয় ৫৭৬০০০ পৃষ্ঠা[২]।

৪) তারিখ আদাবুল লগাতিল আরাবিয়া ২য় খণ্ড, ১৯৯পৃঃ।

5) Nicholson: History of the Arabs P. 351.

১) তারিখ আদাবুল লগাতিল আরাবিয়া ২য়খণ্ড, ১৯৯ পৃঃ।

2) Nicholson: History oi the Arabs p. 351.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি আলিফ, হে, মিম ও দাল হরফ দেখিতে পাইতেছি, আর পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেছি। এই কয়টি অক্ষর দ্বারা ভাবি শান্তি দাতা প্রভুর নাম প্রকাশ পাইতেছে। (মূল কবিতার প্রথম অক্ষর ছিল মিম, এবং উহাদ্বারা মোহাম্মদ (দঃ) বুঝাইতে ছিল। কিন্তু উহাকে আলেফ অক্ষরে পরিবর্ত্তিত করায় "আহমদ" বুঝাইতেছে।)

মওলানা নিয়ামতুল্লাহ শাহের ৭৫০ হিজরীতে বর্ণিত আর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কতকাংশের মর্ম্মানুবাদ।

"আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আর একজন বাদশাহ হইবেন, তাঁহার নাম হইবে তায়মুর, তিনি ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিবেন। অতঃপর বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব প্রভৃতি সম্রাটগণ হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল বংশের শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সকলেরই নাম পর্যায় ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের পরে আরও একজন বাদশাহ হইবেন, নাদিরশাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন। তিনি তরবারি দ্বারা দিল্লী নগরে নৃসংস হত্যা কাণ্ড চালাইবেন। উহার পরে আহমদ শাহ অভিযান চালাইবেন এবং তিনি নবোত্থিত রাজ বংশকে (মারাঠা-রাজ) ধ্বংস করিবেন।

এই রাজ বংশের ধ্বংসের পর মোগল রাজবংশের এক বাদশাহ দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করিবেন। এই সময়ে শিখ জাতি শক্তিশালী হইয়া মুসলমানদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাইবে, এবং চল্লিশ বৎসর কাল সেই অবস্থা বিদ্যমান থাকিবে।

ইহার পরে খৃষ্টান জাতি সমস্ত হিন্দুস্থানের উপর তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে, এবং তাহারা শতাব্দী কাল ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবে। তাহাদের শাসনকালে দুনয়িয়ায় জুলুম নীতি অনুসৃত হইবে।

খৃষ্টানদিগকে ক্ষমতা চ্যুত করিবার জন্য পশ্চিমে এক নেতার আবির্ভাব হইবে।

এই নেতা খৃষ্টান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন এবং সেই যুদ্ধে অসংখ্য লোক হতাহত হইবে।

অবশেষে পশ্চিমের নেতা অমোঘযন্ত্র যোগে যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইবেন, এবং খৃষ্টানগণ পরাজিত হইবে।

অতঃপর চল্লিশ বৎসর কাল পৃথিবীতে ইসলামের প্রভুত্ব বিরাজমান থাকিবে। দুনয়িয়ায় শান্তি স্বস্তি এবং ন্যায় বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি হইবে।

এই কবিতা ৭৫০ হিজরীতে (মুতাবিক ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হইল। ১২৭৬ হিজরীতে পশ্চিমের সেই নেতার আবির্ভাব ঘটিবে।

নিয়ামতুল্লাহ খোদার গুপ্ত তত্ত্বসমূহ অবগত আছেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী মানব জাতির সম্মুখে সত্য হইয়া পূর্ণ হইবেই।

ভারতীয় ওহাবীগণ তাঁহাদের এমাম ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য খোদা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন—প্রমানীত করার চেষ্টা করার পর অপর সমস্ত ধর্ম্মীয় ক্রিয়া-কলাপের সংস্কার স্থগিত রাখিয়া মাত্র জিহাদের উপর গুরুত্ব আরোপিত করিলেন। এমাম সাহেব প্রবর্ত্তিত সংস্কার মূলক কর্মপ্রণালীতে যিনিই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাকেই সমস্ত মনযোগ জিহাদের প্রতি প্রযুক্ত করিতে হইবে। তাহাদের ফেকাহ (ব্যবহারিক) পুস্তকে শরিয়তের ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইল যে, জিহাদ পরিচালনার জন্য একজন নিখুঁত চরিত্র বিশিষ্ট খোদাভীরু, লোভ নেশা শূন্য ত্যাগী নীতিপরায়ণ সাহসী এমাম (নেতা) আবশ্যক। বৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা যেভাবে মনুষ্য, পশুপক্ষী, বৃক্ষ-রাজি, মৃত্তিকা অর্থাৎ সমগ্র জীব ও জড় জগত উপকৃত হইয়া থাকে, মিথ্যাশ্রয়ী ধর্ম্ম দ্রোহীদের বিরুদ্ধে জেহাদের দ্বারা যেই ভাবে মানবজাতি লাভবান হইয়া থাকে। সেই লাভটি দুই প্রকার। প্রথম লাভটি সার্বজনীন। উহাতে মুওয়াহিদ ও পৌত্তলিক নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এমনকি উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থসমূহও উপকৃত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় লাভটি বৈশিষ্টপূর্ণ, উহাদ্বারা বিশেষ বিশিষ্ট সম্প্রদায় নানাবিধ উপায়ে উপকৃত হইয়া থাকে। সাধারণ লাভ বলিতে খোদার অনুগ্রহ বুঝাইয়া থাকে। যেমন ভূমি কর্ষণের সময়ে উপযুক্ত পরিমান বারি বর্ষণ, প্রচুর ফসল উৎপাদন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক শান্তি সমৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা, জিনিষ পত্রের সহজ প্রাপ্যতা, ভূসম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসার, অজ্ঞানতার বিলুপ্তি এবং বিচারালয়সমূহ হইতে নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, ধনীগণের দানশীলতা, ইত্যাদি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কল্যাণকর অবস্থার মধ্যদিয়া খোদার অনুগ্রহাবলী প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইসলাম ধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কল্যাণ দ্বিগুণিত আকারে মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যেসময়ে চরিত্রবান, ধর্ম্মনিষ্ঠ, নির্বিলাসী, ত্যাগী, সেবাপরায়ণ, সাহসী মুসলমান পবিত্র শরিয়তকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রস্তুত হয়েন সেই সময় জগতের প্রতি স্বর্গস্থিত কল্যাণের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হইয়া থাকে। খোদার এই সমস্ত অনুগ্রহ উপলব্ধি করিবার জন্য কেবল বর্ত্তমানের এই পরাধীন ভারতকে স্বাধীন তুরস্কের সহিত তুলিত না করিয়া ১২৩৩ হিজরী মোতাবিক ১৮১৮ অব্দের ভারত অর্থাৎ যেসময় ভারতবর্ষ বিদেশী বিধর্মী শক্তি কর্ত্তৃক পদানত হইয়া "দারুল হারবে" পরিণত হইয়াছে সেই সময়কার ভারতবাসির সর্বপ্রকার দুঃখ দৈন্য, জুলুম ও শোষণের দুর্দশার সহিত উহার দুই তিন শতাব্দী পূর্বেকার স্বাধীন ভারতের বক্ষে খোদার অনুগ্রহাবলীর নিদর্শন স্বরূপে সর্বত্র যেসুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি বিদ্যমান ছিল, তাহা হইতে বরং বর্ত্তমানের তুলনায় সেই সময়কার সুশিক্ষিত জ্ঞানী সদাচারীর সংখ্যার সহিত বর্ত্তমানের সুশিক্ষিত কদাচারীদের সহিত তুলনাকরা আবশ্যক।

এই শ্রেণীর ভাবোদ্দীপক কবিতা ও উক্তি সমূহ ছিল বিদ্রোহী মুজাহিদদিগের প্রেরণার মূল ভিত্তি। সীমান্তস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পের মুজাহিদবৃন্দ সকাল সন্ধ্যা ঐ সকল কবিতাও উক্তি ভাব গদগদ কণ্ঠে পাঠকরিয়া ধর্ম্মের নামে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা সংগ্রহ করিতেছিল, এবং আমাদের ভারত রাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রচারকগণ ঐ সমস্ত আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া মুসলমান সাধারণের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতঃ তাহাদের মধ্যে হইতে অসংখ্য যুবক ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া বাংলা হইতে দুই হাজার মাইল দূরস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে প্রেরণ করিতেছিল। কেবল তাহাই নহে, বাংলার পল্লী অঞ্চল সমূহের মুসলমান অধিবাসীগণের মুখে ঐ সমস্ত উত্তেজক কবিতাবলী সর্ব্বদা আবৃত হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। সদা সর্ব্বদা লোকমুখে গীত ও কথিত কবিতাবলীর মধ্যে যেটি একান্তভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, সেই কবিতাটির মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

"সর্বপ্রথমে আমি সেই বিশ্বনিয়ন্তা খোদার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছি, যাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই এবং অনন্তকাল ধরিয়া যাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না। অতঃপর তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত পয়গম্বরের প্রতি দরূদ পাঠানের পর জেহাদের কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।"

"সেই যুদ্ধই প্রকৃত জেহাদ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যে যুদ্ধের সহিত পার্থিব লাভালাভ অথবা আত্মম্ভরিতা প্রকাশ, কিম্বা লোক দেখানোর (রিয়াহ) কোন প্রকার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা নাই, উহা মাত্র সত্যের প্রতিষ্ঠার্থ নিষ্কাম ও সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "এতৎসংশ্লিষ্ট আল্লাহর কালামে (কোরআনে) বিস্তৃত ভাবে জেহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে।"

"জীবনের সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের উপর জেহাদের স্থান অতিউর্দ্ধে এবং উহা সত্যদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য জেহাদ ফরয হইয়া রহিয়াছে।"

যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তরের সহিত সাত্ত্বিকভাবে জেহাদের জন্য একটি পয়সা দান করে পরকালে সেজন্য সে খোদার নিকট হইতে ৭০০ গুণ পুরস্কার লাভ করিবে। এবং যে ব্যক্তি ধন ও জীবন যোগে জেহাদে অংশ গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি খোদার নিকট হইতে ৭ হাজারগুণ পুরস্কার লাভ করিবে এবং তাহার মুমীন পিতৃপুরুষ ও বংশধরগণ কবরের আযাব ও কেয়ামতের হিসাব হইতে রেহাই পাইবে। অতএব কাপুরুষতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সত্যদ্রোহী কাফেরদিগকে নিপাত করিবার সংকল্প গ্রহণ পূর্বক উপযুক্ত এমামের পতাকা তলে সমবেত হইয়া জেহাদের জন্য প্রস্তুত হও। আল্লাহ আমাদের মধ্যে ত্রয়োদশ হিজরীর নির্দ্দিষ্ট এমামকে প্রেরণ করিয়াছেন, সে জন্য আমরা আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ।"

"হে আমার প্রিয় বন্ধু, এই জীবন যখন একদিন শেষ হইয়া যাইবেই, তখন ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে কি খোদার জন্য দান করিয়া অনন্ত জীবন লাভের পথ পরিস্কার করা উচিৎ নহে? হাজার হাজার খোদা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রেমিক ভাগ্যবান মানুষ জেহাদে যোগদান পূর্ব্বক খোদার শত্রুদিগকে নিপাত করিয়া অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে। আবার কত মানুষ নিরাপদ স্থান মনে করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিয়া রোগযন্ত্রনার সহিত মৃত্যু কবলিত হইতেছে, এই সত্য অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে কি?

তুমি যে, খোদাকে ভুলিয়া সংসারের মোহ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া স্ত্রীপুত্রের মহব্বতে আত্মহারা হইয়া রহিয়াছ, কতদিন এই অবস্থায় কাটিবে এবং কতদিনই বা মৃত্যুকে এড়াইয়া চলিতে পারিবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? কিন্তু এই সমস্ত অস্থায়ী ও নশ্বর বিষয় বস্তুর মোহনিগড় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তুমি যদি জেহাদে যোগদান পূর্ব্বক আত্মোৎসর্গ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পার, তাহা হইলে অনন্ত সুখে চীরজান্নাতবাসী হইয়া তুমি যে, পরম ও চরম সুখের অধিকারী হইতে পারিবে, সে কথা অনুধাবন করিয়াছ কি? হিন্দুস্থানের প্রতিটি নগর ও গ্রামের প্রতিটি কোণে এমনভাবে ইসলামকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে যেন সকল ধ্বনিকে দাবাইয়া নিস্তব্ধ করিয়া সর্ব্বত্র "আল্লাহ আল্লাহ" ধ্বনি মুখোরিত হইয়া উঠে। "[রিসালা জেহাদ নামক পুস্তক হইতে ১৮৬৮ সালের কলিকাতা 'রিভিউ' পত্রিকার ৩৯৬ পৃষ্ঠায় যে ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা হইতে সংগৃহীত] ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদের আবশ্যকতা প্রমাণিত করিবার জন্য এইভাবে পদ্য ও গদ্যে যে রাশি রাশি পুস্তক পুস্তিকা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল সেই সমস্ত হইতে দুই একটি করিয়া উক্তি উদ্ধৃতির জন্য বহু খণ্ডে বিভক্ত বিরাট আকারের পুস্তক রচনা করা আবশ্যক, সুতরাং নমুনা স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত দিতেছি।

ইংরাজ সাম্রাজ্য ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং সেজন্য জেহাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য বিদ্রোহীবৃন্দ এক বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সমস্ত পুস্তক পুস্তিকার নাম হইতেই উহার বিদ্রোহাত্মক ভাবধারা অনুমান করা যাইবে মনে করিয়া সেই সমস্ত পুস্তক পুস্তিকার কয়েকখানীর নামোল্লেখ করিতেছি।

(১) "মনসবে এমামত" ও "সিরাতুল মুস্তাকিম" সৈয়দ আহমদের ভক্ত মওলবী মোহাম্মদ ইছমাইল কর্ত্তৃক রচিত। এই পুস্তকে সৈয়দ আহমদ সাহেবকে এমাম (নেতা) ও আমীরুল মুমিনীন প্রমানিত করা হইয়াছে। মূলপুস্তক ফারসী ভাষায় লিখিত এবং কানপুর নিবাসী মওলবী আবদুল জব্বার কর্ত্তৃক উহা উর্দ্দু ভাষায় অনুদিত হইয়া ছাপিয়া প্রকাশিত হয়।

২। "কসিদা" ইহাতে জেহাদের মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতা এবং সেজন্য আত্মোৎসর্গকারিদের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার সমূহের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কানপুর নিবাসী মওলবী করম ইলাহী নামক এক ব্যক্তি উহার রচনাকারী।

৩। "শারহে বেকায়া" ইহা একখানি প্রমানীত ফেকাহর [ব্যবহারিক] পুস্তক। কোন্ কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মুসলমানের পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন সেই সমস্ত বিষয় বস্তু লইয়া এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। শেষ নির্ঘণ্ট স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, যেসময় মুসলমানদের উপর জুলুম আরম্ভ হয় এবং তাহাদের ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকার্য পালনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় সেই সময় তাহাদের পক্ষে জেহাদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। [৪] শাহ নিযামতুল্লাহ রচিত ভবিষ্যদ্বাণী। এই পুস্তকে ইংরাজের ভারতে আগমন ও রাজ্য স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের ধ্বংসকাল পর্য্যন্তর ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। (৫) তারিখই কিয়াফায়ে রূম—মিছবাহুচ্ছায়ের" ইহা ওহাবী মতের প্রবর্ত্তক আবদুল ওহাব নজদীর জীবন চরিত বিশেষ। গোমরাহ ও জালেম তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে জেহাদের বৃত্তান্ত প্রভৃতি এই পুস্তকে উল্লিখিত রহিয়াছে।

(৬) "আছারে মাহশার" মোহাম্মদ আলী নামক এক ব্যক্তি ১২৬৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৪৯ ইং এই পুস্তক খানি রচনা করেন এবং সর্বত্র উহা ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়। এই পুস্তকে সীমান্ত খায়বর গিরিবর্ত্তে ইংরাজের বিরুদ্ধে মুসলমানের যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রথম যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হইবে, তৎপর তাহারা একজন উপযুক্ত এমামের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিবে এবং অচিরাতই সেই প্রার্থিত যোগ্য এমাম অবির্ভূত হইয়া মুসলমানের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্বক ইংরেজ কাফের-

www.ahlehadeethbd.org

মিসরের ইতিহাস

ডক্টর এম, আবদুলকাদের

(পূর্বানুবৃত্তি)

২। আব্বাসিয়া আমল :—

আব্বাসিয়া আমলে মিসরের শাসনকর্তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন আরব, কয়েকজন আবার রাজবংশধর। ২১৮ (৫৭০-৮৬৮) বৎসরের মধ্যে ৬৮ জন শাসনকর্তা পরিবর্তিত হন ; কাজেই প্রত্যেকে গড়ে দুই বৎসরও শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারেননাই।

৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে খলীফারা তুর্ক কর্মচারীদিগকে মিসরে প্রেরণ করা আরম্ভ করেন। এসময় ফাতিমিয়া খেলাফত পর্যন্ত কদাচিৎ কোন আরব শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইতেন। ৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইবনে তুলুনের স্বাধীনতা ঘোষণা (৮৭২) পর্যন্ত মিসর দেশে খলীফার পুত্র, ভ্রাতা বা দেহরক্ষী দলের সেনাপতিকে জায়গীর প্রদত্ত হইত। এই জায়গীরদারেরা স্বয়ং সেখানে না-গিয়া একজন প্রতিনিধি পাঠাইতেন। বিনা আয়াসে তাঁহারা গৃহে বসিয়া মুনাফা ভোগ করিতেন।

রাজবংশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দিমিশক হইতে বাগদাদে সাম্রাজ্যের রাজধানী সরিয়া গেল, মিস-রের বেলায়ও তাহাই ঘটিল। দুইজন শাসনকর্তা আলেক-জান্দ্রিয়ায় বাস করিলেও উমাইয়া আমলে ফুস্তাতই ছিল মিসরের রাজধানী। কিন্তু আব্বাসিয়ারা ফুস্তাতের উত্তর-পূর্ব দিকেই (হামরা উল কায্ওরা) প্রান্তরে রাজধানী সরাইয়া নিলেন। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে আব্বাসিয়া সেনাপতি সালেহ্ এখানে শিবির স্থাপন করেন। তজ্জন্য নূতন রাজধানীর নাম হইল আল্ আস্কার বা শিবির। তাঁহার সহকারী আবু-আওন এখানে গৃহাদি নির্মাণ করিলেন। ক্রমে অল্ আস্কার ও ফুস্তাতের মধ্যে বহু উপনগর গড়িয়া উঠিল। ৮০৯-১০ খৃষ্টাব্দে শাসনকর্তা হাতিম মুকাত্তাম সৈলশ্রেণী হইতে পাশাপাশিভাবে প্রসৃত একটি পাহাড়ের উপরে কুব্বাতুল হাওয়া বা বায়ু গুম্বজ নামে আর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন। বর্তমানে কায়রো দুর্গ এ স্থানেই অবস্থিত। নাতিশীতোল বায়ু সেবনের জন্য শাসনকর্তাগণ প্রায়ই এখানে গমন করি-তেন।

আব্বাসিয়া আমলে পুনঃপুনঃ বিদ্রোহে প্রায়ই মিসরের শান্তি ভঙ্গ হইত। কপ্ট্ অপেক্ষা মুসলমানেরাই এজন্য বেশী দায়ী, ইতিমধ্যে ইস্লামে ভীষণ মতানৈ-ক্যের সৃষ্টি হয়। সুন্নী সম্প্রদায়ের চারি মজহাবের কথা বাদ দিলেও শিয়া ও সুন্নী খেলাফতে আলী বংশের তথা-কথিত খোদাদত্ত অধিকার ও বাস্তব খেলাফতের সমর্থক-দের মধ্যে ভয়াবহ শত্রুতার ফলে মুস্লিমজগত দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত খারিজী নামক আর একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। হযরত আলীর (রাঃ) পতনের জন্য ইহারা অনেকটা দায়ী।

মিসরে শিয়া ও খারিজীদের যথেষ্ট সমর্থক জুটিল। ফলে হওফের আরবেরা বিদ্রোহী হইয়া বসিল। ৭৫৪ খৃষ্টাব্দ ; আবুআওন বার্কার বর্ব্বরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ; এমন সময় খারিজীরা এক বিরাট বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি মিসরে প্রত্যা-বর্তন করিতে হইল। আরব বিদ্রোহীদের মস্তক কর্তিত হইলে অন্যান্যদের মাথা ঠাণ্ডা হইল। অতঃপর খারি-জীরা বার্কার বার্বার ও বিলুপ্ত উমায়্যা বংশের সমর্থক-দের সহিত যোগদান করিল। তাহাদের মিলিত বাহি-নীর-হস্তে আব্বাসিয়া বাহিনীর পরাজয় ঘটিল (৭৫৯)।

দিগকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়া ভারত হইতে বিতা-ড়িত করিবেন। অতঃপর ইমাম মেহদীর আবির্ভাব এবং সেই ফলে আরও নানাবিধ রহস্যজনক ব্যাপা-রের ভবিষ্যদ্বাণী এই পুস্তকে রহিয়াছে। সর্বশেষে ঈছা মছিহার পুনরাবির্ভাবের কথা বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে একই রমযান মাসে চাঁদ ও সূর্য্য উভয়েতেই গ্রহণ হইবে।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবার রঙ্গমঞ্চে আলী বংশের সমর্থকদের আবির্ভাব ঘটিল। এই আন্দোলন এত ভীষণ আকার ধারণ করিল যে, ৭৬৪ খৃষ্টাব্দে শাসনকর্তা হাতিম মক্কায় হজ্জযাত্রী বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইলেন। পর বৎসর তাঁহাকে আবিসিনিয়ার এক খারিজী বিদ্রোহ দমন করিতে হইল। আলী বিন মুহাম্মদ বিন্ আবদুল্লাহ প্রায় মিসরের খলীফা হইতে বসিলেন। কিন্তু খলীফা আল্ মনসুর আলীবংশের জনৈক বিদ্রোহী নেতাকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তক ফুস্তাতের মসজিদে প্রদক্ষিণ করাইলে বিদ্রোহীরা অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। তৎকালে এই আন্দোলন থামিয়া গেল। খলীফা সর্বপ্রথম বার্কা প্রদেশকে মিসরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া হাতেমকে পুরস্কৃত করিলেন।

এবার আসিল কপ্টদের পালা। তাহারা ইতঃপূর্বেই সেমেরাদে দুইবার বিদ্রোহী হয়। ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা সাঘায় আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। শাসনকর্তার সৈন্যদল দুইবার পরাজিত ও তহশীলদারেরা বিতাড়িত হইল। এই অশান্তি কয়েক বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান রহিল। অবশেষে মূসা বিন ওলায়ীর মৃদু শাসনে কিছুকালের জন্য শান্তি আসিল। কর্তা ও প্রজাবৎসলতার জন্য ইহার নাম বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। মস্‌জিদে বক্তৃতা দিয়া ও ইমামত করিয়া তিনি ভারি আনন্দ পাইতেন।

পরবর্তী শাসনকর্তা আবুসালেহ ওরফে ইবনে মামদূদ প্রথম তুর্ক। তিনি ছিলেন একজন কঠোর-প্রকৃতি এবং সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য ও উদ্যোগী শাসক। হওফের কায়ম গোত্রের দস্যুদলে রাজপথ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি তাহাদের কয়েকজনকে ধরিয়া নিয়া ফাঁসী কাষ্ঠে লটকাইয়া দিলেন। ফলে তাহাদের দুষ্কৃতির সমাপ্তি ঘটিল। রাজ্যের কোথাও চুরি ডাকাতি করিতে পারিবেনা, ইহা ছিল তাঁহার অবধারিত নীতি। তিনি ঘোষণা করিলেন, সমস্ত নগরদ্বার, গৃহদ্বার, এমনকি সরাইখানা পর্যন্ত রাত্রিকালে খোলা রাখিতে হইবে। কিন্তু মানুষে তাঁহার হুকুম তামিল করিলেও কুকুর তাহা বুঝিবে কেন? যাহাতে এই সর্বভুক জীবগুলি ঘরে ঢুকিতে না পারে, তজ্জন্য লোকে দরজায় জাল পাতিয়া রাখিতে বাধ্য হইল। তাঁহার আদেশে এমনকি সর্বসাধারণের স্নানাগারেও প্রহরী নিয়োগ বন্ধ হইয়া গেল। কাহারও কিছু অপহৃত হইলে তিনি স্বয়ং তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেহ হাম্মামে গেলে বস্ত্রাদি পরিচ্ছদাগারে রাখিয়া দিয়া বলিত, "হে আবু সালেহ! আমার কাপড়চোপড় পাহারা দিন্।" স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে দেখা যাইত, কেহই তাহার বস্ত্রাদি স্পর্শ করিতে সাহসী হয় নাই; এরূপ সুশাসনের কথা একমাত্র সউদী আরব ভিন্ন একালে আর কোথাও শুনা যায় না। বর্তমানের সভ্যতাভিমানী শাসকদের পক্ষে মধ্যযুগের আবু সালেহ ও অর্দ্ধ 'বর্বর' আরবের প্রভু ইবনে-সউদের নিকট অনেক কিছু শিখিবার আছে।

কিন্তু আবু সালেহ কাযী ও অন্যান্য কর্মচারীর জন্য এক প্রকার বিশেষ পোষাকের প্রবর্তন করায় তাঁহাদের কোপ নজরে পড়িয়া পদচ্যুত হইলেন। ৭৮২ খৃষ্টাব্দে সায়দে আবার বিদ্রোহ ঘটিল; উমায়্যা বংশীয় য়্যাহয়া বিন্ মুসআব আপনাকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দক্ষিণ মিসরের অধিকাংশ লোক তাঁহার দলে যোগদান করিয়া শাসনকর্তার সৈন্যগণকে হারাইয়া দিল। কয়েকজন নূতন শাসনকর্তা আসিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই স্থায়ীভাবে বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেননা। অবশেষে (আব্বাসিয়াদের জন্য) মিসর-বিজেতা সালেহ বিন্ আল-কজলের হস্তে কার্যভার অর্পিত হইলে এই সুদূরব্যাপী বিদ্রোহের অবসান ঘটিল। আল্‌ফজল আধা উপায় অবলম্বনের পাত্র ছিলেননা। তিনি সিরিয়া হইতে একদল রাজভক্ত সৈন্য আনাইয়া বিদ্রোহীদিগকে বহু স্থানে পরাজিত করিলেন। য়্যাহয়া ধৃত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইলেন; তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া বাগ্দাদে প্রেরিত হইল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিজয়লাভে তিনি এত উদ্ধত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে মিসর হইতে অপসারণ করিতে হইল। তাঁহার স্থলাধিকারীও অনুরূপ উচ্চাকাঙ্খী প্রমাণিত হওয়ায় হারূণ তাঁহাকে সরাইয়া নিলেন। রাজকার্যে পরবর্তী শাসনকর্তা মূসা বিন্ ঈসার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি কপ্টদিগকে অত্যন্ত খাতির করিতেন। তাঁহার কৃপায় তাহারা তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জাগুলি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুনর্নির্মাণের অনুমতি পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনিও প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারিলেননা। তাঁহার দুরাকাঙ্খার কথা বাগ্দাদে পৌঁছিলে হারুণ বলিয়া উঠিলেন, "আল্লাহর কসম, আমি তাহাকে পদচ্যুত করিয়া আমার দরবারের হীনতম ব্যক্তিকে তাহার গদীতে বসাইব।" ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল, রাজমাতার কাতিব (সেক্রেটারী) ওমর খচ্চরে চড়িয়া নিকট দিয়া যাইতেছেন! উযীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মিসরের শাসনকর্তা হইতে রাজী আছ?" ভাগ্যবান কাতিব সম্মতি জ্ঞাপন করা মাত্রই তাঁহাকে নিয়োগপত্র প্রদত্ত হইল। তিনি সেই খচ্চরের পিঠে বসিয়াই ফুস্তাতে গমন করিলেন। একটিমাত্র জনকভৃত্য মালপত্র বহণের জন্য তাঁহার সঙ্গে চলিল। শাসনকর্তার প্রাসাদে গমন করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর পশ্চাতে স্থান লইলেন। মূসা তাঁহার মতলব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে খলীফার পত্র দেখাইলেন। শাসনকর্তা তৎক্ষণাৎ ঐ "হীনতম ব্যক্তিকে" কার্যভার বুঝাইয়া দিয়া বাগ্দাদে চলিয়া গেলেন। খলীফাদের তখন এমনি দোর্দ্দণ্ড প্রভাব ছিল।

পুনঃপুনঃ শাসনকর্তা পরিবর্তন সত্ত্বেও ফুস্তাতের আরবদের বিদ্রোহের বাতিক কমিলনা। ৮০২ ও ৮০৬ খৃষ্টাব্দে ঘোর যুদ্ধ হইল। বেদুইনেরা কর দিতে অস্বীকার করিয়া যাত্রীদল লুণ্ঠন করিল; সীমান্তের আরবদের সহায়তায় এমন কি প্যালেস্তাইনে প্রবেশেও কুণ্ঠিত হইলনা। ৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাহাদের কয়েকজন নেতাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করা হইলে তাহারা দমিয়া গেল, কিন্তু তাহা নিতান্ত সাময়িকভাবে। পর বৎসর হারুণের মৃত্যুতে তাহার দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ বাধিলে মিসরীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ফলে ফুস্তাতে আবার অশান্তির সৃষ্টি হইল। উভয় শাহজাদা পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। অল্-আমীন কায়সগোত্রের শেখের উপর শাসনভার ন্যস্ত করিয়া বিজেতার পরিচয় দিলেন। ইহার ফলে সর্বাপেক্ষা বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহার সাহায্যে আসিল। অল্ মামূনের প্রতিনিধি পরাজিত ও নিহত হইলেন।

এক অপ্রত্যাশিত কারণে ফুস্তাতের আরবদের আরও শক্তিবৃদ্ধি ঘটিল। ৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রমণী ও বালক-বালিকা ব্যতীত ১৫,০০০ স্পেনীয় মুসলমান আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণ করিলেন। কর্ডোভার একটি বিদ্রোহের দরুন উমাইয়া সুলতান আলহাকাম তাহাদিগকে সেখান হইতে নির্ব্বাসিত করেন। অচিরে তাহারা বিদ্রোহী আরবদের সহিত যোগদান করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া দখলে আনিল (৮১৫); অতঃপর শাসনকর্তার সহিত তাহাদের ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে একজন শক্তিশালী বীরপুরুষের হস্তে এই বিদ্রোহ দমনের ভার ন্যাস্ত হইল। ইতিমধ্যে আল-মামুন খলীফা হন। ৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে তাহেরকে মিসরে প্রেরণ করিলেন। ইনি সে যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সেনাপতিদের অন্যতম। তাঁহার ভাবী সফলতার পূর্বাভাস পাইয়াই যেন খলীফা তাঁহাকে 'আল-মনসূর' (বিজয়ী) উপাধি দানে সম্মানিত করিলেন। খোরাসানের প্রবীণ কর্ম্মচারীরা ছিলেন তাঁহার সৈন্যদলের পরিচালক। কাজেই ১৪দিন অবরোধের পর বিদ্রোহীরা শান্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইল (৮২৯)। অতঃপর তাহারা সপরিবারে ক্রীটে চলিয়া গেল। ৯৬১ খৃষ্টাব্দে গ্রীক সম্রাট কর্ত্তৃক পুনর্বিজিত না হওয়া পর্যন্ত দ্বীপটি তাহাদেরই দখলে রহিল।

ইবনে তাহের অতি কঠিন কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। স্পেনীয়দিগকে নির্ব্বাসিত করার পূর্বেই তাঁহাকে শাসনকর্তার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। ওবায়দুল্লাহ বিন অস্সাবী কিছুতেই পদত্যাগে রাজী হইলেন না। কাজেই ইবনে তাহের ফুস্তাত অবরোধ করিয়া তাঁহাকে অনাহারে মারার চেষ্টা করিলেন। আত্মরক্ষায় নিরাশ হইয়া ওবায়দুল্লাহ একরাতে তাঁহার নিকট সহস্রদাসদাসী প্রেরণ করিলেন। উহাদের প্রত্যেকের হস্তে রেশমী মুদ্রাধারে সহস্র দিনার ছিল। নির্লোভ ইবনে-তাহের অম্লানবদনে এই বিপুল উৎকোচ ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। ওবায়দুল্লাহ উত্তর পাইলেন, "দিবাভাগে এই উপহার গ্রহণ আমার পক্ষে অসম্ভব, রাত্রিকালে গ্রহণের সম্ভাবনা আরও কম।"

ফুস্তাত ও আলেকজান্দ্রিয়ার আত্মসমর্পণের পর এই সফলকাম সেনাপতি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও সৈন্যদল পুনর্গঠন করিয়া মিসরকে আবার রাজভক্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া খলীফা তাঁহাকে মিসরের সম্পূর্ণ আয় উপভোগ করার অনুমতি দিলেন। ইহার পরিমাণ বার্ষিক ত্রিশলক্ষ দিনার। ইবনে তাহের ছিলেন একজন শিক্ষিত, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা। কবিদের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল; কয়েকজন কবি সর্ব্বদাই তাঁহার অনুগমন করিতেন। তিনি মিসরে একপ্রকার ফুটির আমদানী করেন; উহা অদ্যাপি 'আবদুল্লায়ী ফুটি' নামে পরিচিত থাকিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

ইবনে তাহেরের দৃঢ় ও বিজ্ঞোচিত শাসনে মিসর স্বল্পকালের জন্য শান্তিভোগ করিল; তাঁহার খোরাসানে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিনষ্ট হইয়া গেল। হওফের আরবেরা আবার বিদ্রোহী হইয়া রাজধানীর নিকটস্থ মাতারিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইল। নূতন শাসনকর্তা পরাজিত হইয়া ফুস্তাতের প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। সংবাদ পাইয়া খলীফা-ভ্রাতা আলমু'তাসিম ৪০০০ সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ দমনে ছুটিয়া আসিলেন। বিদ্রোহীরা ইতিমধ্যে নগর অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল। মু'তাসিমের বীরত্বে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; তাহাদের নেতৃবর্গও নিহত হইলেন (৮২৯)। কিন্তু তাঁহার বাগদাদে প্রত্যাবর্ত্তনের পাঁচমাস পরেই তাহারা আবার বিদ্রোহী হইল; এবার কপ্টদের মধ্যেও বিদ্রোহের বীজ ছড়াইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ হইয়া খলীফা স্বয়ং মিসরে আসিলেন (৮৩২)। নিষ্কর্মা শাসনকর্তাকে বরতাড়িত ও জনৈক বিদ্রোহী নেতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলুণ্ঠিত করিয়া তিনি তুর্ক আফসিনের অধিনায়কতায় হওফে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। বিদ্রোহী কপ্টেরা পরাজিত ও নিহত হইল। তাহাদের গ্রামরাজি ভস্মীভূত এবং পুত্রকন্যারা দাসদাসীরূপে বিক্রীত হইল। এই কঠোরতার ফলে কপ্টদের শান্তি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া গেল। ইহার পর তাহাদের মধ্যে আর কোন জাতীয় আন্দোলনের কথা শুনা যায় নাই। এযাবত আরবেরা প্রধানতঃ বড় বড় নগরেই বাস করিত। এখন তাহারা গ্রামাঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িল। এতদ্ব্যতীত বহু কপ্ট মুসলমান হইয়া গেল। এইভাবে খৃষ্টানেরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হইয়া পড়ায় মিসর সর্বপ্রথম একটি মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

বিদ্রোহ দমনান্তে মু'তাসিম একমাসকাল মিসরে অবস্থান করিয়া বাগদাদে গমন করিলেন। তিনি যে শান্তি স্থাপন করিয়া গেলেন, ব-দ্বীপের কওমী আরবদের একটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহ ভিন্ন বহু বৎসর পর্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। যে কয়েকটি কলহের সৃষ্টি হয়, মুসলমানদের ধর্মনৈতিক মতানৈক্যই তাহার কারণ। আলমা'মুন কুরআনকে মনুষ্য-রচিত বলিয়া ঘোষণা করিলে হানাফী ও শাফেয়ীরা তাহা মানিয়া লইতে পারিলনা। ফলে তাহারা মসজিদ হইতে বিতাড়িত হইল। জনৈক প্রধান কাজীকে তিনি কশাঘাতের পর শ্মশ্রু মুণ্ডন করাইয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বসাইয়া নগরে ঘুরাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পরবর্ত্তী খলীফা মুতাওয়াক্কিল, এই ধার্মিক পুরুষকে প্রত্যহ বিশটী কশাঘাত করিতেন। তথাকথিত 'উদার' খলীফার 'পরমত-সহিষ্ণুতা' এতই চরমে উঠিয়াছিল।

কাজীর স্বাধীন তেজঃ তাঁহার পদের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। লোভী শাসনকর্তা শোষণকারী কোষাধ্যক্ষদের জমানায় প্রধান কাজী ও প্রধান মোল্লা প্রায়ই উৎকোচ ও ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া পবিত্র আইনের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। আইন সঙ্কীর্ণ ও কাজী উৎকট-ধর্মপ্রাণ হইতে পারেন। কিন্তু তিনি হইতেন অন্ততঃ ইস্‌লামী-ব্যবস্থা-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত ও সাধারণতঃ সাধু ও উন্নত চরিত্রের লোক। শাসনকর্তার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীরও পরিবর্তন ঘটিত; কিন্তু কাজী স্বপদে বহাল থাকিতেন। তাঁহার পদ এতই গুরুত্বপূর্ণ ও তাঁহার প্রভাব এতই অধিক ছিল। এমনকি কখনও পদচ্যুত হইলেও পরবর্তী খলীফা বা শাসনকর্তা তাঁহাকে পুনর্নিয়োগ করিতেন। নিজেদের বৈধ অধিকারে হস্তক্ষেপ সহ্য করা অপেক্ষা বরং পদত্যাগ করাই তাঁহাদের নিকট শ্রেয়স্কর মনে হইত। অধিকাংশ কাজী এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, সরকার তাঁহাদের কাহারও বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইত। এই আশঙ্কায় শাসনকর্তারা সহজে তাঁহাদিগকে ঘাটাইতে সাহসী হইতেননা।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম তিরমিযী

মুনতাছির আহমদ রহমানী

(দশম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

১মঃ—হাফেয যহবী কছীর বিন আবদুল্লাহ মুযনী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ليس بشئ তিনি অবিশ্বস্ত।

ইমাম শাফেয়ী ও আবুদাউদ বলিয়াছেন, ركن من اركان الكذب। সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। আহমদ বিন হাম্বল কছীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইমাম দারকুত্নী ও ইমাম নাছায়ীও কছীর বিন আবদুল্লাহকে পরিত্যাজ্য ও অবিশ্বস্ত বলিয়াছেন। অথচ ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামে'গ্রন্থে উক্ত কছীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস الصلح جائز بين المسلمين রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং হাদীসকে সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা সঠিক নহে। এই কারণেই মোহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত হওয়া সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযীর মন্তব্যকে নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করেননাই[১]।

২য়ঃ—হাফেয যয়লয়ী বলিয়াছেন, ইমাম তিরমিযী মিন্হাল বিন খলীফা হইতে এবং তিনি হাজ্জাজ বিন আরতাতের বাচনিক এবং তিনি আতা বিন আবিরিবাহ্ কর্তৃক ইব্নে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা নবীয়ে করিম (দঃ) একটি গোরস্থানে প্রবেশ করিলে তাঁহার জন্য আলো প্রজ্জ্বলিত করা-হইয়াছিল। ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج তিরমিযী ইহা রেওয়ায়ত-করার পর উক্ত হাদীসকে হাসান حسن বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন অথচ উক্ত হাদীসের সনদে হাজ্জাজ বিন আরতাত রাবী মুদাল্লিস, আতার নিকট হইতে তাঁহার শ্রবণ প্রমাণিত হয়নাই। উপরন্তু মিনহাল একেবারেই দুর্বল। ইবনে মুঈন তাঁহাকে যয়ীফ বলিয়াছেন এবং ইমাম বুখারী তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন[২]।

তিরমিযীর ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে সমীকরণ

ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামে' গ্রন্থে হাদীসসমূহ রেওয়ায়ত করার পর যেসমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহার সেই উক্তিসমূহের পূর্ণ আলোচনা ও উহার বিশ্লেষণ করা বক্ষমান নিবন্ধে সম্ভবপর নহে এবং উহার আবশ্যকতাও আছে বলিয়া আমি মনে করিনা। কিন্তু তিনি যেসব পরস্পরবিরোধী শব্দ একত্রিত ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং যাহাতে আপাতদৃষ্টিতে অনেকেই সন্দেহে পতিত হইয়াছেন উপরন্তু কেহ কেহ ইমাম তিরমিযীর প্রতি কটাক্ষ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননাই। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

ইমাম তিরমিযী কোন হাদীসকে সহীহ, কোন হাদীসকে শুধু হাসান এবং কোন হাদীসকে শুধু গরীব বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোন হাদীসকে একত্রিতভাবে হাসান-সহীহ (حسن صحيح) কোনটিকে হাসান-গরীব (حسن غريب) আর কোনহাদীসকে হাসান-সহীহ-গরীব (حسن صحيح غريب) বলিয়াছেন। অথচ ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলির তাৎপর্য পরস্পর বিভিন্ন। তাহাহইলে ইমাম তিরমিযীর বর্ণনার তাৎপর্য কি?

১) মীযানুলই'তেদাল (২) ৩২০ পৃঃ।

২) নছবুররায়াহ (১) ৩৬৩ পৃঃ; মীযান (২) ৫৯৭ পৃঃ।

আব্বাসিয়া আমলে কাজীকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিলনা। কাজী খোদ খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন, তাঁহার বেতনও তিনিই নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। ৭৭১ ২ খৃষ্টাব্দে ইব্নে লাহিয়া খলীফা আলমনসুর কর্তৃক কাজী নিযুক্ত হন; তাহার মাসিক বেতন ছিল ৩০ দীনার; শীঘ্রই ইহা বহুগুণে বর্ধিত হয়। ৮২৭ খৃষ্টাব্দে মূসা বিন্ আলমুন্দাসির মাসিক ৩০০ দীনার বেতন ও সহস্র দীনার ভাতা পাইতেন। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বনামধন্য মুহাদ্দিসগণ এই সমস্যার বিবিধ সমাধান উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই যে, উল্লিখিত সংজ্ঞা-সমূহের এক একটি নির্দিষ্ট পরিচয় উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই সাধারণভাবে ব্যবহৃত সংজ্ঞাগুলির সহিত ইমাম তিরমিযী কর্তৃক উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলির সামঞ্জস্যবিধান করিতে যাওয়াই ভ্রমের কারণ বলিয়া আমার ধারণা। হাদীসের শ্রেণীবিভাগ ও প্রকার ভেদ (اقسام) গুলির সংজ্ঞা এবং উহাতে মুহাদ্দিসগণের যে মতবিরোধ ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টিরাখিলে ইমাম তিরমিযীর বর্ণনাপদ্ধতি আমাদের সম্মুখে সমস্যারূপে দেখা দিতনা।

ইমাম তিরমিযী একজন স্বাধীন-চেতা ও মুজ্‌তাহিদ ছিলেন। উল্লিখিত শব্দগুলির পারিভাষিক প্রচলিত সংজ্ঞাগুলিকে ইমাম তিরমিযী সর্বতোভাবে স্বীকার করেন-নাই। নিম্নে হাদীসের সাধারণ সংজ্ঞার উল্লেখ করা হইল।

সহীহ্ :—পূর্ণ বিশ্বস্ত রাবী কর্তৃক মুত্তাসিল সনদে যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোনরূপ দোষ নাই এবং যাহা শায পর্যায়ভুক্তও নহে। ইহা আবার দুই প্রকারে বিভক্ত :—

(ক) যে সনদের রাবী বিশ্বস্ততার উচ্চস্তরে রহিয়াছেন এবং বিশ্বস্ততার অপর শর্তগুলিও পূর্ণভাবে তাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা لذاته صحيح সহীহ্ লেযাতিহি।

(খ) আর যদি উহাতে যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটিবিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে কিন্তু বিবিধ সনদে বর্ণিত হওয়ায় উহা বিদূরিত হইয়া যায়, তাহাহইলে উক্ত হাদীস সহীহ্ লেগয়রিহী لغيره صحيح[১]।

হাসান :—যে হাদীসের রাবী খ্যাতিসম্পন্ন এবং যেস্থান হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে তাহাও সুপরিজ্ঞাত। এরূপ হাদীসকে হাসান লেযাতিহি (حسن لذاته) বলা হইয়া থাকে[২]। যদি হাদীসে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার জন্য উক্ত দুর্বলতা বিদূরিত হইয়া গিয়াছে এরূপ হাদীস (حسن لغيره) হাসান লেগয়রিহি নামে পরিচিত।

যে হাদীস শুধু একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে উহা গরীব غريب নামে অভিহিত[৩]।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীসের উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি সাধারণভাবে মোহাদ্দিসগণের পরিগৃহীত। কিন্তু সহীহ্ ও হাসান হাদীসের শর্ত ইত্যাদিতে মোহাদ্দিসগণের মত-বিরোধ থাকায় উহা আরও বহু প্রকারভেদে (اقسام) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হাসান হাদীসের উল্লিখিত সংজ্ঞাকে ইমাম তিরমিযী গ্রহণ করেননাই।

তাঁহার মতে হাসান হাদীসের পরিচয় এই যে, যাহার সনদে কোন মিথ্যুক রাবী নাই এবং যে রেওয়ায়ত শায[৪] পর্যায়ভুক্ত নহে উপরন্তু উহা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে; হাসান বলিতে ইমাম তিরমিযী তাহাই (সনদ হিসাবে হাসান) বুঝাইয়া থাকেন এবং স্বীয় কেতাবুল ইললে তিনি ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখও করিয়াছেন[৫]।

শাহ আবদুলহক মোহাদ্দিস দেহলভী মিশকাতের ভাষ্যের মুকদ্দমায় লিখিয়াছেন, উহা হাসান হাদীসের শুধু অন্যতম সংজ্ঞামাত্র[৬]।

অতএব পূর্বালোচনা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিপন্ন হইতেছে :

(ক) সহীহ্ হাদীসের সংজ্ঞায় যেসমস্ত শর্তাবলী উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সর্ববাদিসম্মত নহে। কোন মোহাদ্দিস একটি শর্তকে অপরিহার্য বলিয়াছেন আবার কোন মোহাদ্দিস উহার অপরিহার্যতা স্বীকার করেননাই। অতএব ইহাতে হাদীসের সহীহ্ হওয়াতেও মতবিরোধ ঘটিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ মুরসাল হাদীসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাঁহারা মুরসাল হাদীসকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহা সহীহ্ হাদীসের

১) শরহে নুখবা ২৬ পৃঃ; মুকাদ্দমা ইবনুস্‌সলাহ ৭ ও ৮ পৃঃ।

২) মুকাদ্দামা ইবনুস্‌সলাহ ১৫ পৃঃ।

৩) মুকাদ্দমা শেখ আবদুলহক ৬ পৃঃ; মুকাদ্দমা ইবনুস্‌সলাহ ১৩৬ পৃঃ।

৪) বিশ্বস্ত রাবী অন্যান্য রাবীদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে-হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এরূপ হাদীস শায নামে আখ্যাত।

৫) কেতাবুল ইলল ৫৬৫ পৃঃ।

৬) তুহফাতুলআহওয়াযী [১] ২০০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে যাঁহাদের নিকট উহা প্রমাণ (حجة) রূপে গ্রহণীয় নহে তাঁহাদের নিকট উহা সহীহ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত নয়।

(খ) মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসকে ছহীহ্ صحيح বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহার অর্থ শুধু ইহাই যে, তাঁহাদের মতে উহাতে বিশ্বস্ত হওয়ার কারণসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রকৃতঅবস্থায় এরূপ হওয়া অপরিহার্য নয়।

পক্ষান্তরে যে হাদীসের প্রতি মোহাদ্দিসগণ "সহীহ নয়" غير صحيح বলিয়াছেন তাহাতে উক্ত হাদীসটির মিথ্যা বা জাল হওয়া প্রমাণিত হয়না বরং উহার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত হাদীসটির সনদ পূর্বোল্লিখিত শর্তানুসারে বিশ্বস্ত নহে।

(গ) এই আলোচনা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, ছহীহও আবার দ্বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত :— ১। যাহাতে সকল মুহাদ্দিস একমত متفق عليه। ২। যেসমস্ত হাদীসের বিশ্বস্ততায় মতবিরোধ ঘটিয়াছে مختلف فيه।

পুনশ্চ উহার কোন কোনটি বিখ্যাত مشهور এবং কোনটি বিখ্যাত নহে (غريب)। অতএব স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে যে, সহীহ বা বিশ্বস্ত হাদীস, উহার শর্তাবলী ও গ্রহণ-বর্জনের তারতম্য অনুযায়ী হাদীস বহুশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে[১]।

হাদীসের মতন (*Text*) ও সনদের অবস্থা হিসাবে গরীবও দ্বিবিধ পর্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সনদে কোন একক রাবী রহিয়াছেন কিংবা মতনে (*Text*) সাধারণ রেওয়ায়তের বিপরীত কোনরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন রহিয়াছে।

আমরা ইমাম তিরমিযীর ব্যবহারিক কতিপয় শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উপরোক্ত আলোচনার অবতারণা করিয়াছি। এখন আমাদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইব।

আমাদের পূর্বালোচনায় উল্লিখিত হাদীসের শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি জাগ্রতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাসান, ছহীহ্ ও গরীবের একত্রিত করণে কোনরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হইতে পারিবেনা। কারণ :

(ক) একজন বা কতিপয় মুহাদ্দিসের নিকট একটি হাদীসে বিশ্বস্ততার সমুদয় শর্তাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের মতে উহা সহীহ صحيح হইবে। পক্ষান্তরে অন্য মুহাদ্দিসের মতে উহাতে বিশ্বস্ততার সমুদয় শর্ত বিদ্যমান নাই। সুতরাং উহা তাঁহার নিকট বিশুদ্ধ صحيح হইবেনা।

অথবা একজন মুহাদ্দিস কর্তৃক এক হাদীসে বিশুদ্ধতার সমুদয় শর্ত স্বীকৃত হইয়াছে এবং অপর মুহাদ্দিসের নিকট উহাতে শুধু হাসান হওয়ার শর্তাবলী প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সুতরাং সেই হাদীসটি একজনের মতে বিশুদ্ধ (صحيح) আর অপর জনের মতে হাসান (حسن) এরূপ হাদীসকে ইমাম তিরমিযী একত্রিভাবে হাসান ও ছহীহ বলিয়াছেন।

(খ) এইরূপভাবে একই হাদীস একজনের মতে ছহীহ লেগয়রিহি (صحيح لغيره) ও হাসান লেযাতিহি (حسن لذاته) উভয় বিশেষণে বিভূষিত হইতে পারে অথবা একই রেওয়ায়ত বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়াছে; একসূত্রে উহা ছহীহ পর্যায়ভুক্ত এবং অপর সূত্রে উহা হাসান পর্যায়ভুক্ত অথবা ছহীহ হওয়ার যে বহুবিধ শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে তদনুযায়ী বিশ্বস্ততার উচ্চতম পর্যায়ের সহিত হাসানের উচ্চতম স্তরের একত্রিত হওয়া অসম্ভব নহে। এইভাবে হাসান ও সহীহ্ একত্রিত হইতে পারে, ইমাম তিরমিযীর বর্ণনার উদ্দেশ্যও তাহাই[১]।

(গ) হাসান এবং গরীবের একত্রিত হওয়াতেও কোনরূপ অসামঞ্জস্যতা নাই। কারণ একই হাদীস সনদের দিক হইতে গরীব এবং মতনের দিকদিয়া হাসান হইতে পারে। সুতরাং উহাতে (حسن غريب) হাসান গরীব বলাতে কোন দোষ থাকিতে পারেনা। ইমাম তিরমিযী এই উদ্দেশ্যেই এরূপ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইমাম তিরমিযী হাসান ও গরীব বিশেষণদ্বয়ের একত্রিতভাবে উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত

১) মুকদ্দমাইবনুসসলাহ ৮ পৃঃ।

১) মুকদ্দমা তুহফাতুল আহওয়াযী ২০০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছেন যে, হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোনটি হাসান এবং কোনটি গরীব[১]।

(ঘ) কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হাসান ও গরীব হওয়াতে সন্দেহ থাকায় তিরমিযী এরূপ বলিয়াছেন। অতএব এখানে 'আওর'স্থলে ওয়াও ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ঙ) কেহ কেহ বলিয়াছেন এরূপ স্থলে তিরমিযী হাসানের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ যাহাতে মনের আকর্ষণ হয় কিন্তু তিনি এখানে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করেননাই[২]।

(চ) বিশুদ্ধতা এবং গরীব একত্রিত হওয়াতেও কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারেনা[৩]। কারণ বিশুদ্ধ হাদীসের সনদে একক রাবী থাকা সম্ভব বরং প্রচুর পরিমাণে উহা বিদ্যমান।

উল্লিখিত সমাধান ছাড়াও মুহাদ্দিসগণ বিবিধ পদ্ধতিতে উক্ত সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির আশংকায় উহা পরিত্যক্ত হইল[৪]।

প্রকাশ থাকে যে, বর্ণনার উল্লিখিত পদ্ধতি কেবল ইমাম তিরমিযী অনুসরণ করেননাই। বরং তাঁহার পূর্বে হাদীসশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত আলী ইবনুল মদীনী এবং সৈয়দুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারীও এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াগিয়াছেন[৫]।

তিরমিযীতে প্রক্ষিপ্ত হাদীস

ইবনুল জওযী স্বীয় 'মওযূআতে' তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত তেইশটি হাদীসকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ইহা সঠিক নহে। জামে' তিরমিযীতে কোন প্রক্ষিপ্ত বা মওযূ হাদীস নাই। মুহাদ্দিসীন একবাক্যে ইবনুল জওযীর বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

হাফেয সুয়ূতী স্বীয় "আলকওলুল হাসান ফিয্ যব্বে আনিস্সুনন" গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জামে' তিরমিযীতে কোন প্রক্ষিপ্ত হাদীস বর্ণিত হয়নাই[৬]।

ইবনুলজওযী এই বিষয়ে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিতে যাইয়া অসাবধানতা বশতঃ তিরমিযীর বর্ণিত হাদীসগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। যেমন ইমাম হাকিম হাদীসের হাসান বলাতে অসতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১) মুকাদ্দমা শায়খ আবদুল হক ৬ পৃঃ।
২) মুকদ্দমা তুহফাতুল আহওয়াযী ২০০।
৩) মুকদ্দমা মিশকাত—৬ পৃঃ।
৪) বিস্তৃত আলোচনার জন্য তুহফাতুলআহওয়াযীর মুকদ্দমা ২০০—২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৫) মুকদ্দিমায়ে তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ১৯৯ পৃঃ।
৬) " " " ১৮০ পৃঃ।

আল্লামা ইবনেহযমের উক্তি

ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, স্বনামধন্য আল্লামা ইবনেহয্ম যাহিরী ইমাম তিরমিযীকে অপরিচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু হাদীসজ্ঞ ইমামগণ কঠোরভাবে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

হাফেয যহবী বলিয়াছেন জামে' তিরমিযীর সংকলয়িতা ইমাম তিরমিযীর খ্যাতিসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত হওয়ায় কোন মতভেদ নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আল্লামা ইবনেহয্ম যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণযোগ্য নহে। কারণ ইমাম তিরমিযী এবং তাঁহার জামে' ও ইললের সহিত ইবনেহয্ম পরিচিত ছিলেননা[১]।

হাফেয ইবনে হজর বলিয়াছেন, তিরমিযী সম্বন্ধে ইবনে হয্ম যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অজ্ঞতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইমাম তিরমিযীর জ্ঞানগরীমা, স্মরণশক্তি এবং তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত জামে' ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে ইবনেহয্ম কিছুই অবগত ছিলেননা বলিয়া মনে হয়। ইবনেহয্ম এইখানেই ক্ষান্ত হননাই। বরং তিনি বিখ্যাত ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবুলকাসেম বগবী, ইছমাঈল বিন মুহাম্মদ আসসেফার ও আবুল আব্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, হাফেয ইবনুল ফর্যী স্বীয় "আলমু'তালাফ ওয়াল মুখ্তালাফ" গ্রন্থেও ইমাম তিরমিযী ও তাঁহার জামে'গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন অথচ কি করিয়া ইহা আল্লামা ইবনে হয্মের দৃষ্টিগোচর হইলনা[২] !!

জামে' তিরমিযীর স্থান

আল্লাহর কেতাব আল্‌কোরআনের পর ইস্‌লাম জগতে যে ছয়টি গ্রন্থ ছিহাহ্ সিত্তা নামে পরিচিত তন্মধ্যে ইমাম তিরমিযীর জামে' গ্রন্থ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মুল্লা কাতিব চিল্‌পী বলেন, তিরমিযী সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে তৃতীয় "هو ثالث الكتب الستة في الحديث" স্থান অধিকার করিয়াছে[৩]।

আল্লামা ইবনুস্সালাহ মৃত ৬৪৩ হিঃ এই জন্যই তিরমিযীর গ্রন্থকে হাসান كتاب ابى عيسى اصل في معرفة الحديث الحسن হাদীস চিনিবার মানদণ্ড বলিয়াছেন[৪]। (ক্রমশঃ)

১) মীযানুল ই'তেদাল [৩] ১১৭ পৃঃ।
২) তাহযীবুত্তাহযীব [৯] ২৮৮ পৃঃ।
৩) কশফুযযুনূন [১] ৩৭৫ পৃঃ।
৪) মুকদ্দমা ইবনুসসালাহ ১৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

শাহ ওলীউল্লাহ মুহদ্দিসের রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায়

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী

সাধারণতঃ মনে করা হয়, ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল সর্বপ্রথম ভারত-উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন আর তাঁহার কল্পলোকের চিত্রকে বাস্তব মানচিত্রে পরিণত করিয়াছেন কায়েদেআ'যম মুহাম্মদআলী জিন্নাহ। পাকভারত উপমহাদেশের বিংশ শতকের ইতিহাস আমাদিগকে উপরিউক্ত সন্ধানই দিয়া থাকে। কিন্তু এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় আর অর্ধশতাব্দীকালের পূর্ববর্তী যুগগুলিতে মুস্‌লিম সমাজের রাজনৈতিক জীবন কোন সময়েই আড়ষ্ট ও নিস্পন্দ হইয়া যায়নাই।

পাকভারতের মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিতকাল পর হইতেই। ভারতের ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী লইয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু জানিনা, একথা কয়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে যে, পলাশীর পর ক্লাইভের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনী যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বালাজীরাও এর জ্ঞাতিভ্রাতা সদাশিব রাও ভাও৩ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

আজ চেয়ারে ঠেশদিয়া বসিয়া এরূপ নিষ্ঠুর অবাস্তব উক্তি উচ্চারণ করা অত্যন্ত সহজ যে, মুসলমানরা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনাই। আমাদের জাতীয়জীবনের দেড়শত বৎসরের ইতিহাস দুর্ভাগ্যবশতঃ আজপর্যন্ত স্বাধীন দৃষ্টিভংগী সহকারে আর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণে লিখিত হয়নাই বলিয়াই একশ্রেণীর উচ্ছিষ্টভোজী ও গতানুগতিকতার অনুসারী ব্যক্তিরা এরূপ দায়িত্বহীন অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ১৭৫৭—৫৮ সনে সমগ্র পাকভারত উপমহাদেশে মুস্‌লিমগণ যেপ্রলয়কাণ্ডের সম্মুখীন হইয়াছিল আর তাহাদের নেতৃবর্গ জাতির অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখার জন্য তখন যেসকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, পাকিস্তানের পূর্ণাংগ ইতিহাস রচনা করার পক্ষে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

১৭৩৯ সনে নাদিরশার আক্রমণের ফলে মুগল-সাম্রাজ্যের দেহ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক গর্ণররা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অযোধ্যায় সাআদতআলী খান, বাঙলায় আলীওয়ার্দী খান, দাক্ষিণাত্যে নিযাম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে শিখদের প্রতিপত্তি দিনদিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। পশ্চিম দক্ষিণ অঞ্চলসমূহে মারহাট্টারা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার এই মারহাট্টি বর্গীদুস্যদের উপদ্রবের কাহিনী শিশুদের ঘুমপাড়ানো ছড়াতেও স্থানলাভ করিয়াছে :

"ছেলে ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো বর্গী এল দেশে,
টুনটুনিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?"

দিল্লীতে ইরানী, তুরানী জাতীয়তার কলহ চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। হতভাগ্য উমারার দল পরস্পরকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে মারহাট্টাদের স্মরণাপন্ন হইত। ক্রমেক্রমে মারহাট্টাদের প্রভাব দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

শপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে মারহাট্টাদের উত্থান আরম্ভ হয়। পুনা, সাট্টারা, কোলহাপুর, গোয়ালিয়র, নাগপুর, গুজরাট ও ইন্দোরে তাহারা স্বল্প ও দীর্ঘমীয়াদী রাজত্ব স্থাপন করে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শাহজীর পুত্র শিবাজী মুগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নানা স্থানে প্রকাশ্যে লুঠতারাজ আরম্ভ করিয়া দেয় আর ১৬৫৯ সনে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত মুগল সেনাপতি আফযল খানকে হত্যা করে। শিবাজী মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৬৮০ খৃঃ) মুগল ও বিজাপুর রাজ্যের অনেকগুলি দুর্গ জয় করিয়া লয় আর মারহাট্টাদের এক বিশাল রাজত্ব গঠন করে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিবাজীর পৌত্র শাহুজীকে সম্রাট আলমগীর নযরবন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ওফাতের সঙ্গেসঙ্গেই (১৭০৭ খৃঃ) তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহ শাহুকে মুক্ত করিয়াদেন। বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্যে শাহু শিবাজীর উত্তরাধিকারী হয়।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-সন্তান বালাজী "পেশওয়া" রাজবংশের স্রষ্টা। তদীয় পুত্র বাজীরাও ১৭৩১ সনে গুজরাটে "গায়কোয়ার" রাজবংশ স্থাপিত করে। তাহার সেনাপতিগণের মধ্যে হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা কর্ণাটক ও ত্রিচিনাপল্লী হস্তগত করে আর ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মুগল-সাম্রাজ্যের উত্তরাংশ দখল করিয়া লয়। ১৭৩৭ সনে তাহারা গয়া, মথুরা, কাশী ও ইলাহাবাদ অধিকার করে।

১৭৪০ সনে শাহু নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বাজীরাও এর পুত্র বালাজীরাও শাহুর স্থানে উপবেশন করে। তাহার ভ্রাতা রঘুনাথ বা রাঘবারাও ও রাওহোলকার উত্তরাঞ্চলে মারহাট্টা রাজ্য প্রসারিত করার জন্য ব্রতী হয় এবং জাঠদের[১] সাহায্য গ্রহণ করিয়া ১৭৫৮ সনে দিল্লী আক্রমণ করিয়া বসে। নজীবুদ্‌দওলা[২] নিরুপায় অবস্থায় মারহাট্টাদের সহিত তখনকার মত সন্ধি

১) Tod তাঁর "রাজস্থানের ইতিহাসে" জাঠদিগকে ডেনমার্কের পুরাতন অধিবাসী Getoe দের বংশধর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া ইহারা প্রথমে যমুনার তীরে বসবাস করিত এবং কৃষিকার্য করিয়া জীবিকার্জন করিত। যদুনাথ সরকার আওরাংযীবের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, উত্তর ভারত হইতে সম্রাটের অনুপস্থিতির সর্বপ্রথম সুযোগ জাঠরাই গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা সেনাবাহিনী গঠন করিয়া মুগলফওজের মুকাবিলা শুরু করিয়া দেয়। প্রত্যেকজন জাঠ বাধ্যতামূলকভাবে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করে ও তাহাদের মধ্যে বন্দুক বিতরণ করা হয়। আক্রমণ আর লুঠের মাল সুরক্ষিত করার জন্য নিবিড় জঙ্গলে তাহারা মাটির বহু দুর্গ নির্মাণ করে। এই মাটির দুর্গগুলি গড় নামে কথিত হইত আর সেগুলি তোপের প্রতিরোধ করিতে পারিত। মুগলসম্রাট মুহাম্মদ শাহের সময়ে জাঠদের নেতা চুড়ামন অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। তাহার পৌত্র সুরজমল দীগ ও কুম্ভেরের দুর্গ নির্মাণ করে এবং ভরতপুর রাজধানী রূপে নির্বাচিত হয়। এই সুরজমলই ৩০ হাজার জাঠ সৈন্য লইয়া আহমদ শাহ আব্দালীর বিরুদ্ধে মারহাট্টাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। **History of India, H. Beveridge III P. P. 784 & Histroy of Aurangzib v. P. P. 296-97.**

২) পেশোয়ারের ২৫ ক্রোশ দূরে মনরী গ্রামে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে নজীবুদ্দওলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবিকার সন্ধানে ১৭৪৩ সনে আঁওলায় আসিয়া আলী মুহাম্মদ খানের অধীনে দ্বাদশ অশ্বারোহীর কম্পেনি নিযুক্ত হন এবং দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়া কয়েকশত অশ্বারোহীর নায়ক পদ লাভ করেন। সম্রাট কর্তৃক আলী মুহাম্মদ খান সরহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে নজীবুদ্দওলা তাঁহার অনুসরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার কর্মকুশলতা ও যোগ্যতা সর্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁহার শ্বশুর ছুন্দেখান জামাতাকে চাঁদপুর, নগীনা ও বিজনোর প্রভৃতি অঞ্চল সমর্পণ করেন। সফদরজং আর মারহাট্টারা মিলিত ভাবে আফগানদের উপর চড়াও করিলে নজীব অশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন এবং হাফিয রহমতুল্লাহ তাঁহাকে সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব সমর্পণ করেন। ১৭৫৩ সনে সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি ১ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে বাদশাহর সমর্থনে দিল্লী যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে প্রায় ১০ হাজার রোহিলা সৈন্য তাঁহার অনুগামী হয়। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে "নজীবুদ্দওলা" খিতাব দেন আর পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ অর্পণ করেন। সফদর জঙ্গের সহিত যুদ্ধে তিনি যে বিক্রম ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার বিনিময়ে সম্রাট নজীবের বাহিনীর বেতন বাবত তাঁহাকে বহু নদীর মধ্যবর্তী ইলাকা দান করেন। চার মাস পর নজীবুদ্দওলা দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। মুগলদরবারের সহিত তাঁহার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দেখিতে দেখিতে রাজধানীর সকলপ্রকার রাজনীতির তিনি কর্ণধারে পরিণত হন। ১৭৬১ হইতে ১৭৭০ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর বিশিষ্টতম পুরুষ ছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

স্থাপন করিতে বাধ্য হন। এই সনে তাহারা লাহোর দখল করিয়া লয়। দাতাজী সিন্ধীয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া দত্তাজী সিন্ধীয়াকে গভর্ণর নিযুক্ত করে অতঃপর মারহাট্টারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বালাজীর জ্ঞাতিভ্রাতা সদাশিব রাও ভাও ৩ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী অধিকার করে। এই সদাশিবের দিল্লী লুণ্ঠনের যে বিবরণ ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে শুজাউদ্দওলার মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করা উচিত।

(৫৪২ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট)

প্রচলিত শিক্ষার দিক দিয়া নজীব উচ্চশিক্ষিত ছিলেননা। কিন্তু কঠোর অধ্যবসায়, বিশ্বস্ততা আর অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ যে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, সেদিক দিয়া তাঁহার কেহ জুড়ি ছিলনা। ইহার পর ১৭৫৩ সন হইতে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর সাহচর্য সোনায় সোহাগার মত তাঁহার মধ্যে স্বজাতিবাৎসল্য ও ধর্মপরায়ণতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটাইয়া দেয়। সলজোকীরা আব্বাসী খিলাফত রক্ষা করার জন্য যাহা করিয়াছিল, তাঁহার নেতৃত্বে রোহিলারাও মুগল সাম্রাজ্যের রক্ষাকল্পে ঠিক তাহাই করিয়াছিল।

নজীবুদ্দওলা কর্তৃক ৯শত বিদ্বান প্রতিপালিত হইতেন সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চশ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেকেই ৫১ টাকা হইতে ৫শত টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতেন। হযরত শাহ. সাহেবের রহীমিয়া মাদ্রাসার নিয়মানুসারে তিনি নজীবাবাদেও একটি বিরাট শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রহীমিয়া মাদ্রাসার মত এই মাদ্রাসাটিও শাহ সাহেবের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। নজীবুদ্দওলা প্রত্যেক দুরূহ সমস্যায় শাহ সাহেবের স্মরণাপন্ন হইতেন ও তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য চাহিতেন। মারহাট্টা, শিখ আর জাঠদের মিলিত শক্তি যখন দিল্লী চড়াও করে, তখন তাঁহারই পরামর্শক্রমে নজীবুদ্দওলা এই শক্তির এককভাবে সম্মুখীন হইয়াছিলেন। আহমদ শাহ আব্দালীকে ভারতাগমনের জন্য শাহ সাহেব যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, নজীবুদ্দওলা উক্ত ব্যাপারে শাহসাহেবের সহচর ছিলেন এবং পানিপথের সমরক্ষেত্রে অ্যাড্ভান্স গার্ডের তিনিই প্রধান পরিচালক ছিলেন। আব্দালীর ভারতাগমন, নজীবুদ্দওলার সহিত তাঁহার যোগাযোগ, পানিপথের সংগ্রাম,

"জনসাধারণ মারহাট্টাদের পাশবিক অত্যাচারে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল[৩]। সিয়ারুলমুতাআখ্খেরীনে কথিত হইয়াছে, বাহাও এরূপ পিশাচ ও অর্থ গৃধ্নু ছিল যে, দিল্লীর "দিওয়ানে-খাসের" ছাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মণ্ডিত যেসকল

مردم از دست شان بجان
آمده، برائے پاس ناموس
وآبروئے خود......
دناءت وتنگ چشمی بجائ
بایں مرتبہ بود کہ سقف
دیوان خاص را کہ از نقرہ
میناکار بود کندہ مسکوک
ساخت وآلات طلا ونقرہ
مزار اقدام نبوی ومقبرہ

(প্রথম কলমের শেষাংশ)

মারহাট্টাশক্তির পতন, নজীবের আমীরুলউমারা পদে নিয়োগ সমস্তই শাহ ওলীউল্লাহর চেষ্টাতেই হইয়াছিল। যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন, নজীবুদ্দওলার কোন্ গুণের যে সবচাইতে অধিক প্রশংসা করা যায়, একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা বাস্তবিক দুঃসাধ্যঃ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বিস্ময়কর নেতৃত্বের, না বিপদে তাঁহার দূরদর্শিতা ও সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার, না তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সদ্গুণাবলীর, যাহার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থাও তাঁহার অনুকূল ধারণ করিত? **Fall of the Mughal Empire P.P. 416.**

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর নজীবুদ্দওলা পরলোকবাসী হন—ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

৩) বাঙলার কবি গঙ্গারাম এই মারহাট্টা কুক্কুরদের পাশবিক অত্যাচারের যে ভয়াবহ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ডঃ যদুনাথ সরকার তাঁহার **Fall of the Mughal Empire** গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন, বর্গীরা গ্রামাঞ্চলে লুঠতারাজ শুরু করিয়া দেয়। তাহারা লোকদের নাসিকা ও কর্ণ আর হস্ত ছেদন করিতে থাকে। সুন্দরী রমণীদের তাহারা দড়িতে বাঁধিয়া লইয়া যায়। এক বর্গী এক রমণীর সহিত বলাৎকার করার পর অপরাপর বর্গীরা তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে বলাৎকার করিতে থাকে আর অসহায়া নারীর হৃদয়বিদারক চীৎকারে আকাশ কম্পিত হয়। তাহারা গৃহস্থদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেয় আর এইভাবে বাঙলাদেশের সর্বত্র লুঠমার করিয়া বেড়াইতে থাকে। **V. I P. P. 89.**

www.ahlehadeethbd.org

কারুকার্য ছিল সেগুলি نظام الدين اولياء ومرقد محمدشاه مثل عود سوز وشمع دان وقناديل وغيره طلبيده مسكوك نمود - উপড়াইয়া আর "কদমে-রসুল," নিজামুদ্দীন আওলিয়া ও মুহাম্মদ শাহ প্রভৃতি রাজপুরুষও সাধুসজ্জনদের সমাধিতে যে সকল স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজস-পত্র শামাদান, ঝাড়, ফানুস আর সুগন্ধি জ্বালাইবার পাত্র ছিল, সমস্তই গলাইয়া লইয়াছিল" (৯১২ পৃঃ)।

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস বলিয়াছেন, প্রথমে নাদির শাহ পরে মারহাট্টা ও জাঠদের বিরামহীন লুণ্ঠন, শোষণ আর অত্যাচার ও পীড়নের ফলে শেষপর্যন্ত দিল্লীর নাগরিকরা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের লইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভস্মীভূত হইবার সংকল্প করিয়াছিল[৪]।

ভারতের রাষ্ট্রীয় পতনযুগের এই নিদারুণ সন্ধিক্ষণে দিল্লীর মুগলসাম্রাজ্য যখন বালকদের হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিল, ঘরে-বাহিরে সর্বত্র স্বার্থলোলুপতার ষড়যন্ত্র জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, জনগণের মধ্যে নৈরাশ্য ও মানসিক দীনতা গোটা সমাজকে স্থবির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল, শাসকগোষ্ঠি বিলাস-ব্যসনে ও আমোদ প্রমোদে আকণ্ঠ ডুবিয়া কাপুরুষতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, আমীর উমারা ও সেনা-নায়করা দলাদলির বিষ ছড়াইয়া রাজপ্রসাদ হইতে রাস্তাঘাট পর্যন্ত কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল, সামরিক-বাহিনী বিশৃংখল ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, অপদার্থ বাদশাহরা শত্রুদের প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া টাকার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে দিল্লীর এক মহাপ্রজ্ঞাবান আলিম, যিনি সচরাচর একজন মুহাদ্দিস, সুফী ও সমাজসংস্কারকরূপে আখ্যাত হইয়া থাকেন, জাতির রক্ষাকল্পে আর মুসলমানদের রাজাকে মারাঠা, জাঠ ও শিখ আততায়ী দস্যুদের কবল হইতে পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সেই সংকট মুহূর্তে যে অতুলনীয় ও কুশাগ্র রাজ-নৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, আযাদ পাকি-স্তানের নাগরিকদের পক্ষে তাঁহার কথা বিস্মৃত হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৪) মলফুযাতে শাহ আবদুলআযীয।

পাকিস্তানের যে প্রথম মহান নেতার কথা আমরা বলিতে চাই, তিনি হইলেন ভুবনবিখ্যাত-বিদ্বান, মহাযশস্বী দার্শনিক, মুহাদ্দিস ও অর্থনীতিবিশারদ শাহ ওলীউল্লাহ দেহ্লভী (রহঃ)। আমরা তৎকালীন ধর্মীয় ও নৈতিক পতনের কাহিনী এবং এ বিষয়ে হযরত শাহ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের বিবরণ এই নিবন্ধে আলোচনা করিবনা। শুধু তাঁহার রাজনৈতিক তৎপরতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

মুগলগৌরব সম্রাট আলমগীর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে পর-লোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ওফাতের ৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে (১১১৩ হিঃ) শাহ ওলীউল্লাহ জন্মগ্রহণ করিয়া শাহ আলম বাদশাহর রাজত্বের ৭ম বর্ষে আর পলাশীযুদ্ধের ৮ বৎসর পর ১৭৬৫ সনে জান্নাতবাসী হন। শাহ সাহেব তাঁহার জীবদ্দশায় দিল্লীর সিংহাসনে বার জন বাদশাহকে উপবেশন করিতে দেখিয়াছিলেন। যথা আলমগীর, বাহাদুর শাহ, জাহাঁদার শাহ, ফরুখ-সিয়র, নেকোসিয়র, রফীউদ্দরজাত, রফীউদ্দওলা, মুহাম্মদ শাহ, মুহাম্মদ ইব্রাহীম, আহমদ শাহ, দ্বিতীয় আলমগীর ও শাহ আলম। মোটের উপর শাহ সাহেব মুগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও সর্বা পেক্ষা অধঃপতিত যুগদ্বয়ের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মুগল সাম্রাজ্যের পতন ও সামাজিক দুরবস্থার তিনি ভিন্ন ভিন্ন কারণ নিরূপিত করিয়াছেন। ধর্মীয় মতবাদ ও আচারব্যবহারে মুসল-মানদের অবহেলা আর ধর্মীয় শিক্ষার অভাবকে তিনি সামাজিক দুরবস্থার মূল কারণ আর অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে মুগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তিনি দায়ী স্থির করিয়া-ছিলেন। এসকল বিষয়ে তিনি তাঁহার জগতবরেণ্য "হুজ্জাতুল্লাহিলবালিগা" "তফ্হীমাতে ইলাহিয়া" প্রভৃতি গ্রন্থে পুংখানুপুংখ আলোচনা করিয়াছেন। "হুজ্জাতুল্লাহ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "দেশের বর্তমান দুর্গতি ও অধঃপতনের প্রধান وغالب سبب خراب البلدان فى هذا الزمان কারণ দুইটি : প্রথমতঃ রাষ্ট্রের কোষাগারে شيئان : احدهما تضييقهم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অর্থের অভাব। লোকদের বিনা পরিশ্রমে সৈন্য বা বিদ্বান হইবার দাবীতে সরকারী কোষাগার হইতে অর্থসংগ্রহ করার অভ্যাস। বাদশাহদের অনর্থক পুরস্কার ও বৃত্তি দেওয়ার রীতি; সুফী, দরবেশ ও কবিদের ওযীফা। রাষ্ট্রের কোন সেবা না করিয়াই ইহারা সরকারী কোষাগার হইতে জীবিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীটি নিজেদের আর অন্যদের উপর্জনের পথ সংকুচিত করিয়া ফেলিয়াছে আর দেশবাসীর ঘাড়ে বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

على بيت المال بان يعتادوا التكسب بالاخذ منه على انهم من الغزاة او من العلماء الذين لهم حق فيه اومن الذين جرت عادة الملوك بصلتهم كالزهاد والشعراء اوبوجه التكدى ويكون العمدة عندهم هو التكسب دون القيام بالمصلحة فيدخل قوم على قوم فيتغصون عليهم ويصيرون كلا على المدينة - والثاني ضرب الضرائب الثقيلة على الزراع والتجار والتشديد عليهم حتى يفضى الى احجاف المطا وعيس واستيصا لهم والى تمنع اولى بأس شديد وبفيهم وانما تصلح المدينة بالجبايـة اليسيرة واقامة الحفظة بقدر الضرورة فليتنبه اهل الزمان بهذه النكتة -

"দ্বিতীয় কারণ, কৃষিজীবী, শিল্পী আর ব্যবসায়ীদের উপর গুরুভার ট্যাক্স আরোপ আর কঠোর উপায়ে সেই ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা। ইহার ফলে যাহারা রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা, তাহারা সরকারী নির্দেশ পালন করিতে গিয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে আর অবাধ্য বাকীদাররা অধিকতর অবাধ্য হইয়া পড়িতেছে আর বাকীর পরিমাণও বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেশের সুখশান্তি আর রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে হালকা ট্যাক্স-ব্যবস্থার উপর আর যে পরিমাণ সৈন্য ও সরকারী কর্মচারী না রাখিলে নয়, কেবল সেই পরিমাণ সৈন্য ও সরকারী কর্মচারী নিয়োগ-ব্যবস্থার উপর। রাজনৈতিক নেতাদের এই বিষয়গুলি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।" ৪৪ পৃষ্ঠা।

শাহ সাহেব মুগল সাম্রাজ্যের পতনের ৫টি কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। প্রথম, সরকারি ভূমির অপর্যাপ্ততা; দ্বিতীয়, রাজস্বের স্বল্পতা; তৃতীয়, জায়গীরদারদের প্রাচুর্য; ৪র্থ, ইজারাদারির কুফল; ৫ম, সৈন্যদের প্রাপ্য নিয়মিতভাবে পরিশোধ না করা। মুগল রাজত্বের পতনের যেসব কারণ দিল্লীর রহীমিয়া মাদ্রাসার উস্তায নির্ণয় করিয়াছিলেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অর্থবিশারদরা আজ দুইশত বৎসর পরও সেগুলির কোন একটি দফারও সংশোধন করিতে পারেননাই। জাতীয় উত্থান ও পতনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শাহ সাহেব তাঁহার অমর গ্রন্থে যে বিস্তারিত ও বিস্ময়কর মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, "কোন জাতির তমদ্দুনিক প্রগতি অবিচলিত থাকিলে তাহাদের শিল্প আর কারিগরীও উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু শাসকগোষ্ঠি সুখ সম্ভোগ, বিলাসপরায়ণতা আর বহ্বাড়ম্বরে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহাদের সমস্ত বোঝা শিল্পী, কৃষক আর কারিগরদের স্কন্ধেই পতিত হয়। ইহার ফলে সমাজের বৃহত্তর দল পশুর মত জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। জনগণকে অর্থনৈতিক সংকটে যবরদস্তীভাবে নিক্ষেপ করিলে তাহারা গরুগাধার মত কেবল রুটি উপার্জনের জন্যই পরিশ্রম করিতে থাকিবে। দেশবাসী এরূপ দুরবস্থার সম্মুখীন হইলে তাহাদের উদ্ধারকল্পে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান সমাজের স্কন্ধ হইতে এই অবৈধ শাসনের বোঝা অপসারিত করার জন্য বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়"—হুজ্জাতুল্লাহ ২০৮ ও ২৯২ পৃঃ।

শাহ ওলীউল্লাহর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদে এক বিরাট বাহিনী তাঁহার জীবদ্দশাতেই দীক্ষিত হইয়াছিল। শাহ আলম বাদশাহকে তিনি যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলির সুস্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে।

শাহ সাহেব মুগল শাসকগোষ্ঠির প্রতি কোনদিন শ্রদ্ধাশীল ছিলেননা। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অনতিকাল মধ্যেই মুগল সাম্রাজ্য ভারত উপমহাদেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু মুগলদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মুসলমানদের অস্তিত্বও চিরতরে নির্মূল হইয়া যাউক আর ভারত উপমহাদেশে হিন্দু, জাঠ, মারাঠা আর শিখদের রাজত্ব স্থাপিত হউক, ইস্‌লামি তমদ্দুন, মতবাদ আর ধর্ম ভারতের বুক হইতে নির্বাসিত হইয়া পড়ুক, জাতির

www.ahlehadeethbd.org

এই মহান নেতা তাহা বরদাশত করিতে প্রস্তুত ছিলেননা। মুগল বাদশাহ শাহ আলমকে তিনি পুনঃপুনঃ হুশিয়ার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে তিনি উত্থান করেন-নাই। কারণ তাহাতে বিভ্রাটের মাত্রাই শুধু বর্ধিত হইতনা, ইহার ফলে শত্রুপক্ষরাও সুবিধা ও প্রশ্রয় লাভ করিত। তাহারা শুধু মুগলদের বিরুদ্ধেই সমরসজ্জা করিয়া ক্ষান্ত থাকেনাই, পাঞ্জাবের শিখরা সমুদয় মুসলমানের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। আততায়ীদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত দিল্লীর নিরপরাধ আবালবৃদ্ধবনিতার করুণ ক্রন্দনে শাহ সাহেব অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিশাহারা হননাই। তাই সকল কাজ পরিহার করিয়া তিনি সর্বাগ্রে দৃঢ়হস্তে মারহাট্টা আততায়ীদের দমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাহ সাহেব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মারহাট্টাদিগকে বিতাড়িত আর দেশকে তাহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত করা মুগলবাদশাহদের সাধ্যায়ত্ত নয়। দেশের ভিতরেও এই দুঃসাধ্য কার্য সমাধা করার যোগ্য কোন শক্তিমান পুরুষ ছিলনা। মুগল উমারা আর সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করারও কোন উপায় ছিলনা। এইরূপ সংগীন পরিস্থিতিতেও শাহ ওলীউল্লাহ দমিয়া না গিয়া মারহাট্টা ও জাঠদের বিরুদ্ধে জনমত কেন্দ্রীভূত করার জন্য তাঁহার ছাত্র ও ভক্ত-অনুরক্তগণের শক্তিশালী একটি জোট গঠন করিয়া ফেলিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নওয়াব নজীবুদ্দওলাহ, সাআদুল্লাহ খান, হাফেয রহমতুল্লাহ, আহমদ খান বঙ্গশ, নওয়াব মজ্দুদ্দওলা, মওলানা সৈয়দ আহমদ, দুন্দী খান, নজীবুখান, সৈয়েদ মা'সুম, আবদুস্সত্তার খান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে নওয়াব নজীবুদ্দওলা সম্বন্ধে ডক্টর যদুনাথ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন, স্বয়ং আহমদ শাহ আব্দালী ছাড়া সে যুগে নজীবুদ্দওলার সমকক্ষ কেহই ছিলনা। **He had no equal in that age except Ahmad Shah Abdali** (**Fall of the Mughal Emp. Vol. ii P.P 4**/**5**) শাহ সাহেবের নির্দেশ ও উৎসাহক্রমেই এই নজীবুদ্দওলা দিল্লীতে সর্বপ্রথম রঘুনাথরাও এর প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। শাহ সাহেবের সহচরবৃন্দের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলিত হওয়া আবশ্যক।

মোটের উপর আভ্যন্তরীণভাবে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া ফেলার পর শাহ সাহেব মারাহাট্টাদের দমন করার জন্য আহমদ শাহ আব্দালীকে আমন্ত্রিত করেন। ধর্মপরায়ণতায়, নৈতিক বলে আর সামরিক নৈপুণ্য ও বীরত্বে তৎকালে জাহানেইস্লামে আব্দালী অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। আব্দালী ইতিপূর্বে যথাক্রমে ১৭৪৭, ১৭৫০, ও ১৭৫২ সনে ৪ বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ১৭৫৭ আর ১৭৫৯ সনে তিনি আমন্ত্রিত হইয়াই ভারতে প্রবেশ করেন। শাহ সাহেব আহমদ শাহ আব্দালীকে যে সুদীর্ঘ "দাও'য়াতনামা" প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন,

حاصل کلام آنکه در ملک هندوستان غلبهٔ کفار بایں صورت است که دربیان آمد وضعف مسلمانان بایں صفت - درایں زمانه بادشاهے که صاحب اقتدار وشوکت باشد وقادر بر شکست لشکر کفار ودور اندیش جنگ آزما غیراز ملازمان آنحضرت موجود نیست ۔ لاجرم برآں حضرت فرض عین است قصد هندوستان کردن وتسلط کفار مرهٹه برهم زدن وضعفائے مسلمیں را که در دست کفار اسیراند خلاص فرمودن ! اگر غلبهٔ کف[illegible] معاذ الله بر همیں مرتبه مانده مسلمانان اسلام فراموش کنند واندک از زمان نگذرد که قومے شوند که نه اسلام را دانند نه کفررا !

"হিন্দে কাফেরদের প্রাদুর্ভাব আর অত্যাচার আর মুসলমানদের অসহায় অবস্থার বিবরণ লিখিত হইল। বর্তমানে আপনি ব্যতীত এমন কোন ক্ষমতাশালী ও প্রভাবান্বিত নরপতি নাই, যিনি স্বীয় সামরিক বলবিক্রম, বুদ্ধি-কৌশল ও দূরদর্শিতা দ্বারা শত্রুদলকে পরাভূত করিতে পারেন। অতএব এবিষয়ে ইহা সুনিশ্চিত যে, আপনার পক্ষে হিন্দে অগ্রসর হইয়া মারহাট্টাদের শক্তিকে চূর্ণ আর অসহায় মুসলিমদিগকে কাফেরদের কবল হইতে উদ্ধার করা "আইনী ফরয" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নতুবা আল্লাহ না করুন অবস্থার গতি যদি অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায় তাহাহইলে অনতিকাল মধ্যেই এদেশে মুসলমানরা ইস্‌লামকে ভুলিয়া হইবে…"।

শাহ সাহেবের অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভার প্রমাণ এই যে, আহ্‌মদ শাহ আব্‌দালীর বিরুদ্ধে যাহাও অযোধ্যার অধিপতি সফদর জঙ্গের পুত্র শুজাউদ্‌দওলাকে আপন দলে ভিড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইয়াছিল। "মুতাআখ্‌খিরীণে"র সংকলয়িতা শুজাউদ্‌দওলার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দীর্ঘকাল হইতে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা হিন্দুভূমিতে যবরদখল করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সীমাহীন লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা আর কটুক্তির ফলে আহমদ শাহ আবদালীর বিপদ তাহাদের মস্তকে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা জনগণের ইয্‌যত, আব্রু, সুখশান্তি আর মর্যাদার কোন পরওয়াই রাখেনা, তাহারা সমস্তই নিজেদের আর স্বীয় জাতভাইদের জন্য গ্রাস করিয়া রাখিতে চায়। জনগণ তাহাদের আচরণে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া নিজেদের সম্ভ্রম ও আব্রু রক্ষা করার মানসে আর কতকটা সুখশান্তিলাভের আশায় বহু অনুরোধ উপরোধ করিয়া শাহ আব্‌দালীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। আব্‌দালীর আক্রমণের ক্ষতিকে মারহাট্টাদের অত্যাচারের তুলনায় তাহারা লঘু মনে করিয়াছে। অতএব এখন সন্ধির কথা উঠিতেই পারেনা (৯১২ পৃঃ)।"

از مدتے براهمهٔ دکهن
بر هندوستان مسلط شده‌اند'
الحال این بلا برسر ایشان
از وفور حرص وطمع
وبدعهدی وبد قولی آمده
که روادار آبرو ورفاه
آسایش احدے از خلق
خدا نیستند وهمه را برائے
خود واقوام خود می
خواهند - مردم از دست
شان بجان آمده برائے
پاس ناموس وآبروے
خود ورفاه عالمے شاه
ابدالی را بمنت از ولایت
طلب داشته وصدمات
اورا نسبت بایذائے مرهٹه
برائے خود سهل انگاشته
اند - الحال صلح امکان
ندارد .

আহমদ শাহ আব্‌দালীর অভিযান, শাহ সাহেব যেউদ্দেশ্যে আব্‌দালীকে আমন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার নির্বাচন কিরূপ অভ্রান্ত ছিল, এইবারে আমরা তাহা উল্লেখ করিব। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরও আব্‌দালীর সহিত পত্রব্যবহার করিতেন আর গোপনে তিনিও শাহ সাহেবের প্রধান বাহু নজীবুদ্‌দওলার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া 'মুতাআখ্‌খিরীনে" উল্লিখিত রহিয়াছে (৯০৮ পৃঃ)। আমরা সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে আহ্‌মদ শাহ আব্‌দালীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ অভিযানের কাহিনী একসঙ্গেই বর্ণনা করিব।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদ শাহ আব্‌দালী রাজপুতানা আক্রমণ করিয়া সরহিন্দ হইতে মারহাট্টাদিগকে বিতাড়িত করেন। এই স্থানে তাহারা মুসলমানদের অনেকগুলি মসজিদ ও সাধুসজ্জনদের সমাধি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। দাতা সিন্ধিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে বাউলী প্রান্তরে উপস্থিত হয়। আহমদ শাহও যমুনা পার হইয়া থানেশ্বরে দাত্তাজী সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করেন। এই যুদ্ধে দিল্লীর ১০ মাইল দূরবর্তী বিরারী ঘাটে দাত্তা সিন্ধিয়া নিহত হয়। রাও হোলকারকে শায়েস্তা করার জন্য আব্‌দালী শাহ পছন্দ খান ও শাহ কলন্দর খানকে ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ প্রেরণ করেন। তাঁহারা নারনোলের পথে একদিন ও এক রাত্রিতে ৭০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লী পৌছেন। তথায় একদিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা রাত্রিযোগে যমুনা পড়ি দেন এবং প্রত্যুষে আকস্মিকভাবে রাও হোলকারের সৈন্যদলের উপর পতিত হন। হোলকার মাত্র ৩ শত সৈন্য লইয়া পলায়ন করে, অবশিষ্ট সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট হয়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে মারহাট্টাদের বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে আহ্‌মদ শাহ আব্‌দালী লাহোর হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত হওয়ামাত্র সাআদুল্লাহ খান, নজীবুদ্‌দওলাহ, আহমদ খান বঙ্গশ, হাফেয রহমত খান, ও দুন্দীখান আব্‌দালীর সহিত মিলিত হন (মুতাআখ্‌খিরীন ৯১৮ পৃঃ) কেহ কেহ বলেন, আব্‌দালী নজীবুদ্‌দওলা ও শুজাউদ্‌দওলার সঙ্গেই যাত্রা করিয়াছিলেন। নজীবুদ্‌দওলার কুটনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই অযোধ্যার যুবরাজের সহিত আব্‌দালীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ভরা বর্ষায় যমুনা পাড়ি দিয়া আব্‌দালী তদীয় বাহিনীসহ দিল্লী উপস্থিত হন।

সদাশিব রাও বালাজীর পুত্র বিশ্বাস রাওকে দিল্লীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সিংহাসনে বসাইয়া ভারতে মুগল রাজত্বের অবসান আর মারহাট্টা ব্রাহ্মণদের রাজত্বের অভিষেক ঘোষণা করার পাঁয়তারা করিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে আহমদ শাহ আব্দালীর এই অপ্রত্যাশিত অভিযানে প্রথমতঃ সে হতবুদ্ধি হইয়াপড়ে, তারপর হিন্দু রাজত্ব ঘোষণার পূর্বে আব্দালীকে বিধ্বস্ত করা সমীচীন মনে করিয়া ইহার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এই উদ্দেশ্যে সদাশিব রাও ভাও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবরে পানিপথে ৩ লক্ষ সৈন্য সন্নিবেশিত করে। তাহার সহিত জনৈক ভূতপূর্ব ফরাসী সেনাধ্যক্ষ গার্দীও ১২ হাজার বন্দুক ও তোপসহ যোগদান করিয়াছিল।

আব্দালী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনানুসারে ১ লক্ষের অধিক ছিলনা। তিনি দিল্লী হইতে ৩০টি কামান আর কয়েকটি প্রাচীরভেদী যন্ত্রও হস্তগত করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পহেলা নভেম্বরে আহমদ শাহ পানিপথে উপস্থিত হন। আড়াই মাস ধরিয়া পানিপথে মারহাট্টাদের সহিত বিরামহীন যুদ্ধ চলিতে থাকে। অ্যাডভান্স গার্ডসের অধিনায়ক রূপে প্রথম সারিতে জাহান খান, শাহপছন্দ খান ও নজীবুদ্দওলা, তাঁহাদের পশ্চাতে অযোধ্যার যুবরাজ শুজাউদ্দওলা (সফদরজঙ্গের পুত্র), আহমদ খান বঙ্গশ, হাফেয রহমতুল্লাহ, দুন্দীখান, আলী মুহাম্মদ রোহিলার পুত্র ফয়েযুল্লাহ খান, তাঁহাদের পশ্চাতে শাহ ওলীখান ওযীর সহ স্বয়ং আহমদ শাহ আব্দালীকে লইয়া মুসলিম বাহিনী সজ্জিত হইয়াছিল। যোহরের নমায পড়ার পর আব্দালী যুদ্ধ আরম্ভ করেন। সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানিক পূর্বেই নজীবুদ্দওলা ১০ হাজার রোহিলা পদাতিক সমভিব্যাহারে মারহাট্টাদের তোপখানা কাড়িয়া লয়। সদাশিবের শ্বশুর বলবন্ত রাও গুলির আঘাতে নিহত হয়।

দীর্ঘকাল অবরোধ অবস্থায় থাকার ফলে মারহাট্টাদের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী (৬ই জুমাদিস্সানী ১১৭৪ হিঃ) মারহাট্টারা "হর, হর, বোম" চীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া মুস্লিমবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে কিন্তু শুজাউদ্দওলা ও নজীবুদ্দওলা সিংহবিক্রমে তাহাদিগকে ভূশায়ী করিয়া ফেলেন। বালাজীর পুত্র বিশ্বাস রাও (যাহাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল) আর প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও ভাও এবং প্রায় ২ লক্ষ মারহাট্টা সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়। চক্ষের নিমিষে মারহাট্টাদের বিক্রম কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। স্যর যদুনাথ সরকার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, মহারাষ্ট্রে এমন কোন পরিবার ছিলনা যাহার গৃহে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয়নাই। নেতাদের একটি পূর্ণ পিঁড়ি এক যুদ্ধেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। ফরাসী কম্যাণ্ডার গার্দী আর জানকী সিন্ধিয়া কোর্টমার্শালে মৃত্যুদণ্ড লাভ করে। মূল্লর রাও হোলকার আর নানাফর্ণবীশ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। পলাতক মারহাট্টা সৈন্যের অধিকাংশ, মারহাট্টাদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের হস্তে নানাস্থানে নিহত হয়। ইহার ৫ মাস পর বালাজীরাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহারপর ভারতভূমিতে ব্রাহ্মণতন্ত্র আর হিন্দুরাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়া যায়।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস পানিপথে যে সমরাঙ্গন সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিণতি স্বরূপ ভারতে ইস্লামি রাজত্বের সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ মুগলদের ভিতর কোন শক্তি বিদ্যমান না থাকায় বিশেষতঃ ইহার পরেই শিখ আর জাঠদের ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু করা সম্ভবপর হয়নাই। শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুরের মুস্লিমবিদ্বেষ অতঃপর বীভৎসমূর্তি ধারণ করে। মারহাট্টাদের পতনের ৩ বৎসর পরেই ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে শিখরা পুনরায় লাহোর দখল করিয়া বসে। তাহারা সরহিন্দে হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-সানীর জন্মভূমি ও সাধু-তাপসগণের সমাধি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। পানিপথের পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আলাজাঠ নামক জনৈক দস্যুসরদার দিল্লী আক্রমণ করার জন্য ২ লক্ষ সৈন্য সন্নিবেশিত করে। ঠিক এই সময়ে হযরত শাহ [illegible] নিকট তাঁহার প্রভুর আহ্বান আসিয়া [illegible]। তিনি তাঁহার আরদ্ধ কার্য অসমাপ্ত রাখিয়াই ১১৭৬ হিজরীতে পরলোকের যাত্রী হন। কিন্তু যাহা তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্র, পুত্র ও পৌত্রগণ তাহা সমাপ্ত করার জন্য উত্তরকালে তাঁহাদের মস্তক উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শেষপর্যন্ত ইস্লামিরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আল্লাহর অভিপ্রায়ে কায়েদেআযম মুহাম্মদ আলী জিন্নার হস্তেই বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

ঊর্ধ্বলোকের অভিযান,

যান্ত্রিক বিজ্ঞানের ঘোড়া আকাশমুখী হইয়াছে। রুষ দাবী করিয়াছে, তাহার নিক্ষিপ্ত আণবিক রকেট, চন্দ্রমণ্ডলে পতিত আর উহার পতনের ফলে চন্দ্রের দেহ আহত হইয়াছে। রুষ তার এই বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রায় আহ্লাদে আটখানা হইয়া আমেরিকার ন্যায় তাহার রাজনৈতিক বন্ধুদের মুখ ভাঙ্গাইতেছে আর বলিতেছে, কেমন ? সৌরলোক জয় করার বাজি আমরাই যে জিতিয়া লইয়াছি, তাহা দেখিতে পাইলে তো ? বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার গুরুত্ব অন্যদিক দিয়া এইভাবে আরও বাড়িয়া গিয়াছে যে, রুষের প্রধানমন্ত্রী কমরেড নিকিতা ক্রুশ্চেভের আমেরিকা যাত্রার ঠিক অব্যবহিতকাল পূর্বেই এই অভূতপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। যেন চন্দ্রলোক জয়ে মিঃ ক্রুশ্চেভ আমেরিকা জয়ের পূর্বাভাষ স্বরূপ ঘড়ি-ঘণ্টা ধরিয়া পূর্বাহ্নেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন !

মুক্ত আকাশে পরিভ্রমণ আর ঊর্ধলোকের অদৃশ্য জগতের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের বাসনা মানুষের ইতিহাসের [illegible] পুরাতন ব্যাপার ! বিজ্ঞানের এই নূতন সাফল্য মানুষের সেই বাসনা-আকাংখারই বস্তুতান্ত্রিক অভিব্যক্তি মাত্র। গোড়ার দিকে গতিবেগ (Speed) দ্রুততর করিয়া তোলা সম্বন্ধে বিজ্ঞান যতটুকু সাফল্য-লাভ করিয়াছিল, কালক্রমে তাহাতে বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এমন কি, যেসব বিষয়ের সম্ভাব্যতা বৈজ্ঞানিকরা অল্প কিছুদিন আগেও অস্বীকার করিতেছিলেন, এখন সেসমস্তকে সম্ভবপর বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার ত্রিবিধ ফল,

কেহ-কেহ যান্ত্রিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে ধর্মীয় সত্যতার বিকল্প বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন, ঠিক যেমন নিরীশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিকের দল অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় নিদর্শনগুলিকে বৈজ্ঞানিক সত্যতার বিপরীত ধারণা করিয়া আসিতেছিলেন। ফি-ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ মাইল অতিক্রম করার গতিবেগ আর জড়জগতের জীবের পক্ষে চন্দ্র বা সূর্যলোকে প্রবেশ ধর্মজগতে কোনদিন অসম্ভব বিবেচিত হয়নাই। মানুষের এরূপ ক্ষমতালাভের শুধু সম্ভাবনা নয়, বরং বাস্তবতাকেই ইস্‌লামের ধর্মগ্রন্থগুলি চিরকাল সমর্থন দান করিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিরীশ্বর-বাদী জড়বিজ্ঞানের সাধকরাই কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক স্বীকৃত ও বিঘোষিত মহামানবগণের বিশ্বজয়ী শক্তির বিবরণগুলিকে অলীক, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বলিয়া যোরগলায় প্রচারণা চালাইয়া আসিয়াছেন। ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে নবী ও রসূলগণের যেসব অসাধারণ ও অশ্রুত-পূর্ব কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তন্মধ্যে আল্লাহর প্রিয়তম দাস ও রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্‌তফার [দঃ] ঊর্ধলোকের অভিযান অন্যতম। কুরআনে কথিত হইয়াছে যে, আল্লাহ এক নিশীথে তাঁর এই বান্দাকে সশরীরে মক্কার "মস্‌জিদুল হারাম" হইতে যেরুশালেমের "মস্‌জিদুল আক্‌সা" পর্যন্ত ভ্রমণ করাইয়া-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছিলেন। অথচ মক্কা হইতে যেরুশালেম এক মাসের দূরত্বের পথ! মধ্যরাত্রির পর হইতে শেষরাত্রির অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৩ ঘণ্টার ভিতর রসূলুল্লাহ (দঃ) শুধু এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করিয়াই প্রত্যাবর্তন করেননাই বরং তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি রাতারাতি সপ্তাকাশও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন আর সৃষ্টিকর্তার মহিমার বহু জ্বলন্ত নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নিরীশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিকের দল আবুজিহ্‌লের মত অধ্যাত্ম বিজ্ঞান-বিশারদের এই দাবীগুলিকে অসম্ভব ও অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিলেও গতিবেগের সম্প্রসারণ ও উর্ধলোকের পরিভ্রমণকে, যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার সীমাহীন মহিমা আর নবী ও রসূলগণের সত্যবাদিতায় আস্থাশীল, তাহারা তাহাদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার মাপকাঠির অহমিকায় কোনদিন অলীক ও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রগলভতা প্রদর্শন করেনাই।

চন্দ্রলোকের অভিসারী বৈজ্ঞানিকের দল সময় ও দূরত্বের বেড়াজাল ছিন্ন করার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কিত চিরাচরিত সংস্কার হইতে যদি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে নবী ও রসূলগণের মুজিযার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মৌলিক সত্যতাকেও তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যে বিশ্বপ্রভুর প্রদত্ত চার্টারের বলে মানুষ তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যে চন্দ্র সূর্য অভিযানের ক্ষমতালাভ করিয়াছে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পক্ষে তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাক্রমে সে ক্ষমতার অভিব্যক্তি শুধু হঠকারিতার সাহায্যেই অস্বীকার করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি (Vicegerent) রূপে যে বিপুল শক্তি, প্রজ্ঞা ও কর্মকুশলতার অধিকারলাভ করিয়াছে, তাহার শেষ সীমারেখা আজও অংকিত করা সম্ভবপর হয় নাই। কুরআনে ঘোষিত হইয়াছে, মানুষকে জলে স্থলে প্রতিষ্ঠাদান করা হইয়াছে, তাহার জন্য সমুদ্র, নদ-নদী, চিরভাস্বমান চন্দ্রসূর্য এবং দিবসযামিনীকে বশীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে একথাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহার প্রার্থিত কোন মনোরথই অপূর্ণ রাখা হয় নাই। সুতরাং বিজ্ঞানের শকট আজ ঊর্দ্ধগগণাভিমুখে যদি ধাবিত হইয়া থাকে, উহার নিক্ষিপ্ত রকেটের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ যদি চন্দ্রলোকে সত্য সত্যই পতিত হইয়া থাকে, তাহাতে কুরআনের প্রতি আস্থাশীল সমাজের পক্ষে হতবুদ্ধি ও দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্তাধীন করার যে বিরাট প্রতিশ্রুতি কুরআনে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার বৃহত্তর অংশই এপর্যন্ত মানুষ আয়ত্তে আনিতে পারেনাই।

"সম্ভব" আর "অসম্ভব" এই দুইটি পরিভাষাই আপেক্ষিক—মনোবিজ্ঞানের মত বস্তুবিজ্ঞানেও! কোন সম্ভাবনা আর অসম্ভাবনার গোটা ইমারতটাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক। একজন প্রবীন ও বহুদর্শী ব্যক্তির কাছে যেসকল বিষয়ে কোন অভিনবত্ব নাই, একজন অর্বাচীন বালকের পক্ষে সে বিষয়গুলি সমস্তই অসম্ভব মনে হইতে পারে। তড়িৎশক্তির আবিষ্কারের পূর্ববর্তী যুগের বস্তু-বৈজ্ঞানিকদের কাছে এমন বহু বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, যেগুলি আজ অবৈজ্ঞানিকরাও প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছে। সুতরাং যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তাহাকে অসত্য ও অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া প্রকারান্তরে মূর্খতাব্যঞ্জক আর হঠকারিতামূলক আচরণ মাত্র! যতদিন পর্যন্ত গতিবেগের সম্প্রসারণ আর ঊর্ধলোক পরিভ্রমণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের কোন ধ্যানধারণা ছিলনা, ততদিন পর্যন্ত রসূলগণের "মুজিযাত" কে তাহারা অসম্ভব আর উহাদের প্রতি আস্থাকে কুসংস্কার বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে যে, আকাশচারী হওয়া, চন্দ্রলোকে গমন করা এবং ঊর্ধলোকের তত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব নয় আর এসকল বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করাও কুসংস্কার নয়।

ধর্ম ও বস্তুবিজ্ঞান, বস্তুবিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা যতই বাড়িয়া চলিয়াছে, ঐশী বিজ্ঞানের সত্যতা ততোধিক অকাট্য হইয়া পড়িতেছে এবং এই অভিজ্ঞতা ধর্ম ও বিজ্ঞানের দূরত্বকে ক্রমশঃ কমাইয়া আনিতেছে। এখন পার্থক্য রহিয়া যাইতেছে অভিজ্ঞতা অর্জনের দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে। আধ্যাত্মিক শক্তি বহুপূর্বে যেসকল বিষয়ের সন্ধানলাভ করিয়াছে বস্তুতান্ত্রিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা বিজ্ঞান বর্তমানে তাহার কিয়দংশের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য দ্বারা উভয়ের মধ্যে আপোষ

www.ahlehadeethbd.org

যাত্রার সম্ভাবনাও নিকটবর্তী হইয়া উঠিয়াছে। এই-সম্ভাবনা যতই বাস্তব হইবে, মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণও ততই সুনিশ্চিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু বিজ্ঞানের গগন-ভেদী শক্তির সাহায্যে মানুষ শুধু চন্দ্র কেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহেও যদি পৌঁছিয়া যায়, পক্ষান্তরে ধর্মের আদর্শ ও পবিত্রতা হইতে বঞ্চিত থাকে, তাহাতে মানবত্বের দুর্ভোগ আর দুর্ভাগ্য বাড়িয়াই যাইবে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যমানের উৎকর্ষসাধন ও অনুসরণ দ্বারাই মনুষ্যত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ন্যায়নীতি ও কর্মফল সম্বন্ধে যাহাদের আস্থা নাই, অধ্যাত্মলোকের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, মানবসমাজের জন্য যাহাদের মমত্ববোধ নাই, বাজপাখী বা চিল শকুনীর মত যদি তাহারা সর্বদা উর্ধলোকেই বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাতে জগতের কোন সমস্যারই সমাধান হইবেনা। অতীতকালেও বহু জাতি কর্তৃক সেসকল যুগের অবস্থা ও পরিবেশ উপযোগী বিবিধপ্রকার বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের নিরীশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিকতাকে ভিত্তি করিয়া যে তমদ্দুন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার পাদপীঠে গোটাজাতিকেই শেষপর্যন্ত আত্মবলী দিতে হইয়াছে। যান্ত্রিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয় ও উহার ক্রমশিক উন্নতিলাভের পরিণতি স্বরূপ বর্তমান শতাব্দীর অর্ধভাগেই দুনিয়াকে দুইটি বিশ্বসমরের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে আর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যতই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ততই আর একটি এরূপ তৃতীয় বিশ্বসমরের তোড়জোড় মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে যাহার ফলে ভূলোকের প্রতিপ্রান্তের মানবীয় জীবন বিপন্ন আর তাহাদের সভ্যতার অবসান সুনিশ্চিত হইয়াউঠিয়াছে।

আমরা বিজ্ঞানের কল্পনাতীত ক্ষমতাকে স্বীকার করি কিন্তু উহার ভিত্তি যতক্ষণ নিরীশ্বরবাদ আর বস্তুবাদের গোঁড়ামি হইতে অপসারিত হইতে পারিতেছেনা, বিজ্ঞানের সাফল্যকে আমরা বিশ্বাস করিনা। বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্যভেদ কল্পে প্রতিযোগিতার যে স্নায়ুযুদ্ধ চলিতেছে যেকোন মুহূর্তে তাহা বিশ্বসংহারের মহাপ্রলয় সূচনা করিতে পারে, ইহাতে রুষ বা আমেরিকা কাহারই গৌরব নাই! তাই শুদ্ধ দুনিয়ার আসরে দাঁড়াইয়া আজ নিকেতা ক্রুশ্চেভ আর আইসেনহাওয়ার উভয়েই থরথরি কাম্পিত হইতেছেন।

ইস্‌লামের নবী মুহাম্মদ মুস্তফাই (দঃ) বৈজ্ঞানিক যুগের প্রবর্তক ও উহার পতাকাবাহী নবী। একমাত্র তাঁহারই প্রচারিত জীবনবিজ্ঞানের আওতায় বস্তু-বিজ্ঞান শান্তি, কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির জামিন হইতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র, চীনের খ্যাতনামা দার্শনিক ও ধর্মগুরু কন্‌ফিউশাস (Confucius), যিনি খৃষ্টপূর্ব ৫৫১ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার জনৈক চেলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনার ধারণায় পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র কাহাকে বলে? কন্‌ফিউশাস বলিয়াছিলেন, পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের পক্ষে তিনটি বিষয় অপরিহার্য: (ক) পর্যাপ্ত খাদ্যসম্পদ, (খ) শক্তিশালী সেনাবাহিনী আর (গ) দৃঢ়প্রত্যয় অর্থাৎ ঈমান। চেলাটির নাম ছিল সিকিয়াং, সে প্রশ্ন করিল, এই তিনটির মধ্যে যদি কোন একটি পরিহার করিতেই হয়, তাহাহইলে আপনার বিবেচনায় কোন্ বিষয়টি পরিত্যাগ করা যাইতে পারে? কন্‌ফিউশাস বলিলেন, সেনাবাহিনী বাদ দেওয়া যাইতে পারে। সিকিয়াং পুনরায় প্রশ্ন করিল, আপনি পর্যাপ্ত খাদ্য আর ঈমানের মধ্যে কোন্‌টিকে অগ্রগণ্য করিতে চান? দার্শনিক প্রবর বলিলেন, অপর্যাপ্ত খাদ্যের সাহায্যেও জাতি কোনক্রমে টিকিয়া থাকিতে পারে কিন্তু ঈমান বা দৃঢ়প্রত্যয় ব্যতীত কোন জাতির পক্ষে টিকিয়া থাকা আদৌ সম্ভবপর নয়।

ফলকথা, জাতীয়জীবন তাহার অন্তরনিহিত ঈমান বা আস্থার বহিপ্রকাশ। যে জাতির ঈমান যেরূপ, তদনুসারে তাহার জাতীয়জীবন রূপায়িত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈমানের জন্য এমন একটি বৃহত্তর আদর্শ আবশ্যক, যাহাকে অবলম্বন করিয়া জাতির ঈমান গড়িয়া উঠিবে। এই আদর্শ জাতির হৃদয়তন্ত্রীতে, তাহার রক্তকণিকায় গভীর ও অচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া থাকিবে, ইহার ভিত্তি হইবে অতলস্পর্শী আর সুদৃঢ়। এই ঈমানেরই অপর নাম "আকীদা" বা বিশ্বাস। ইহাই জাতীয় ঐক্যের গ্রন্থি এবং ইহা জাতির ভিতর আত্মবিশ্বাস ও কর্মপ্রেরণা সঞ্চারিত করে। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই জাতি ভূপৃষ্ঠে তাহার অমরকীর্তি স্থাপন এবং বিশ্বমানবের সত্যকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। এই ঈমানের সাহায্যেই জাতীয়তার

www.ahlehadeethbd.org

অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করে আর ইহারই পূর্ণবিকাশ দ্বারা জাতির ভিতর সহনশীলতা আর পরমতসহিষ্ণুতার মহিমা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যাহারা "মৌলিক আদর্শ"কে ফালতু বিবেচনা করে, অধ্যাত্ম-মূল্যমান তাহাদের অপরিচিত। তাহারা বস্তু-তান্ত্রিক চিন্তাধারার ক্রীতদাস! তাহারা চিন্তা করেনা যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবস্থা অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পৃথিবীতে এরূপ অনেক জাতি রহিয়াছে, যাহাদের ভৌগলিক অস্তিত্ব বহুকাল হইতেই বিদ্যমান, তাহাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি আর জীবনধারার ছবি এখনও মুছিয়া যায়নাই। বৈদেশিক চাপে হয়ত কিছুকালের জন্য তাহারা তাহাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব হারাইয়া বসিয়াছিল, তবুও তাহাদের সাংস্কৃতিক ও বংশানুক্রমিক কাঠামো অল্পবিস্তর তাহারা বজায় রাখিতে পারিয়াছে। বিগত দশ, বার বৎসরে যেসকল দেশ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা তাহাদের অপহৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছে মাত্র! ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া আর ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ ঐতিহাসিক আর ভৌগলিক দিক দিয়া যেরূপ পূর্বে ছিল, আজও তেমনি রহিয়াছে। এই পুরাতন দেশগুলির প্রত্যেকেরই নিজস্ব আদর্শ (Ideology) আছে কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! বার বৎসর পূর্বে পাকিস্তানের ভৌগলিক কোন মানচিত্র ছিলনা; ইহা ভারত উপমহাদেশ হইতে কর্তিত এবং বিচ্ছিন্ন একটি জনপদ।

এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের হস্তে স্বতন্ত্র জাতীয়তার শক্তিশালী ও ক্ষুরধার প্রমাণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভারতে মুসলমানদের জন্য এমন একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূভাগের প্রয়োজন, যেস্থানে তাহারা তাহাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে জীবনযাপন করার সুযোগ পাইবে। এই কল্পনা ভারতের মুসলমানদের মন ও মস্তিষ্ককে এত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল যে, তাহারা অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তা সহকারে তুলনাহীন ত্যাগ ও কুরবানি স্বীকার করিয়া শেষপর্যন্ত পাকিস্তান অর্জন করিয়া লইয়াছে।

ফলকথা, সকল দিক দিয়াই পাকিস্তান একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। মুহূর্তের জন্যও যদি ইহাকে তাহার আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয় তাহাহইলে এই রাষ্ট্রের গোটা বুনিয়াদ আর ইহার প্রতিষ্ঠার সমুদয় যুক্তি-প্রমাণ ব্যর্থ ও নিস্ফল হইতে বাধ্য। এই জন্যই ইহার আদর্শের প্রতি বারম্বার যোর দেওয়া হইয়া থাকে এবং বর্তমান সদরে রিয়াসত জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ূব খান ও তাঁহার সহকর্মীদের মুখ হইতেও এই আদর্শের কথাই পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

পাকিস্তানে ইস্‌লামী আদর্শ ব্যতীত অন্যকোন আদর্শ যে সাফল্যলাভ করিতে পারেনা, সেকথা না বলিলেও চলে। ইস্‌লামী মতবাদের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার পবিত্র অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াই পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। সুতরাং যেকোন সরকারের পক্ষে এই পবিত্র অংগীকার হইতে পশ্চাদপসরণ গাদ্দারীরই নামান্তর হইবে, যাহা বিধাতার অপরিবর্তনীয় আইনে কখনই ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হয়না। রাজনৈতিক দিক দিয়া পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের দৃঢ় বন্ধনী ইস্‌লামী আদর্শের অদ্বিতীয়তা ছাড়া আর কিছুই নাই। পূর্ব ও পশ্চিমের বিশাল দূরত্ব, মধ্যভাগে সহানুভূতিশূণ্য একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা, রুচি ও ভাষাগত পার্থক্য, বংশগত প্রভেদ ইত্যাদি ভৌগলিক ও গোত্রজ জাতীয়তার বাধাবিঘ্নগুলি একমাত্র ইস্‌লামী আদর্শ দ্বারাই তিরোহিত হইতে পারে।

কিন্তু ইস্‌লাম শুধু মনের একটা বিশেষ ভংগীর (Attitude) নাম নয়, ইহা একটি ব্যবহারিক ধর্ম (Behaviour)। কেবল যোরেশোরে ঈমানের ঢাক পিটিতে থাকিলে কোনই লাভ হইবেনা। আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের সত্যকার তাৎপর্য স্বরূপ আমাদের জীবনগঠনের ব্যবস্থা অবিলম্বে অবলম্বিত না হইলে আল্লাহ না করুন, পাকিস্তানীরা এমন একটি ভিত্তিশূণ্য অনাথ পরগাছা জাতিতে পরিণত হইবে, যাহা চিন্তা করিলেও চারিদিক আঁধার হইয়া আসে! ঈমান ও আকীদা কাহাকে বলে, তাহা অবগত হওয়ার জন্য ইস্‌লামের যিনি প্রবর্তক, তাঁহারই দ্বারস্থ হওয়া কর্তব্য।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের প্রতি

এই সংখায় তর্জুমানুল হাদীস তার অষ্টম বার্ষিক সফর শেষ করিল। আগামী সংখা হইতে ইনশাআল্লাহ ৯ম বর্ষের সফর শুরু করিবে।

সুদীর্ঘ আট বৎসরে তর্জুমান ইস্‌লাম ও কওমের যে খিদমত আন্‌জাম দিয়া আসিয়াছে তার পিছনে তর্জুমানের গ্রাহক ও আনুগ্রাহকগণের সহানুভূতি ও উৎসাহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রেরণা যোগাইয়াছে। আগামীবর্ষেও আমরা গ্রাহকগণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবনা, এই আশা আমরা দৃঢ়ভাবেই পোষণ করি।

৮ম বর্ষের ১ম হইতে যাহারা গ্রাহক ছিলেন বর্তমান সংখায় তাহাদের বার্ষিক চাঁদার মীয়াদ শেষ হইল। আশা করি এই সংখা পাওয়ার পর ১৫দিনের মধ্যে ৯ম বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৬৷৷০ (সাড়ে ছয়টাকা) নিম্নঠিকানায় মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিবেন। ভি, পিতে অতিরিক্ত ।০ (চারিআনা) দণ্ড দিতে হয়। পত্রিকা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়।

আল্লাহ না করুন, যদি কোন গ্রাহক আগামীতে পত্রিকার গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা না রাখেন, তাহাহইলে পরবর্ত্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে আমরা উপকৃত হইব। যাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ নিষেধপত্র বা বার্ষিক চাঁদা পাওয়া যাইবেনা তাহাদের নিকট ক্রমিক নম্বর অনুসারে ৯ম বর্ষের ১ম সংখা ভি, পি করা হইবে। এই অবস্থায় উহা গ্রহণ করা প্রত্যেক গ্রাহকের পক্ষে একটি নৈতিক দায়িত্ব হইয়া দাঁড়াইবে, ইচ্ছায় বা অবহেলায় ভি, পি ফেরৎ দিয়া তবলীগে-ইস্‌লামের এই প্রতিষ্ঠানটিকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিলে তজ্জন্য আল্লাহর নিকট অবশ্যই দায়ী হইতে হইবে।

টাকা প্রেরণ অথবা ভি, পির অর্ডার প্রদানের সময় পুরাতন গ্রাহকগণ **গ্রাহক-নম্বর** এবং নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** কথাটী লিখিতে ভুলিবেন না।

নিয়াযমন্দ

ম্যানেজার, তর্জুমানুলহাদীস

৮৬, কাযি আলাউদ্দীন রোড পোঃ রমনা ঢাকা—২

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ ইং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক

১।	নবুওতেমুহাম্মদী	মূল্য ২৷৷০	৮।	নমায শিক্ষা — —	,, ৷৷৵০
২।	তকভিয়াতুলঈমান —	,, ১৷৷০	৯।	ধনবণ্টনের রকমারী ফর্মূলা	,, ৷৵০
৩।	তিন তালাক প্রসঙ্গ —	,, ১৲	১০।	ঈদেকুরবান (২য় সংস্করণ)	, ৷০
৪।	তারাবীহ — —	,, ১৷৷০	১১।	ছিয়ামে রামাযান (৩য় ,,)	,, ৷৵০
৫।	ইসলামী আর্থনীতির ক খ	,, ১৲	১২।	মুছাফাহা — —	,, ৷৵০
৬।	নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী —	,, ৷৵০	১৩।	জন্মনিরোধ	,, ৷৷০
৭।	ইস্‌লাম বনাম কম্যুনিজম	,, ৷৷৵০	১৪।	রামাযানের সাধনা	,, ১৷০

তর্জুমানুল হাদীসের পুরাতন সংখ্যা

১ম	বর্ষ	১০ম	সংখ্যা	হইতে	১২শ	সংখ্যা	পর্যন্ত
২য়	,,	৩য়	,,	,,	১২	,,	,,
৩য়	,,	১ম	,,	,,	১২	,,	,,
৪র্থ	,,	১ম	,,	,,	৪র্থ	,,	,,
৫ম	,,	১ম	,,	,,	১২শ	,,	,,
৬ষ্ঠ	,,	৩য়	,,	,,	৩য়	,,	,,
৭ম	,,	১ম	২য়	৬ষ্ঠ	৭ম ৮ম ও	১১শ	সংখ্যা
৮ম	,,	১ম	হইতে	১২শ	সংখ্যা	পর্যন্ত।	

এক বৎসরের বা ততধিক সংখ্যা ক্রয় করিলে টাকা প্রতি ৵০ দুই আনা কমিশন দেওয়া হইবে।

প্রাপ্তিস্থান

আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

৮৬নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা--২

www.ahlehadeethbd.org